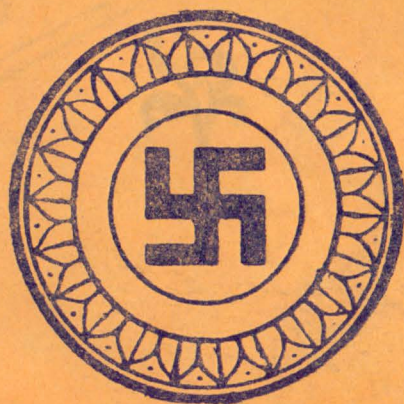


পালি ব্যাকরণ
ও
অনুবাদ শিক্ষা



তপন কুমার বড়ুয়া এম,এ , বি,কম, বি,এড.



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

পার্মি ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা



তপন কুমার বড়ুয়া এম,এ.বি.কম.বি,এড,

সূত্র বিশারদ

প্রধান শিক্ষক, রাউজান আর্থমৈত্রেয় ইনস্টিটিউশন

প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক কর্ণফুলী পেপার মিলস্ হাইস্কুল, চন্দ্রদেবা

প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক,

আবুদুখীল অমিতাভ উচ্চ বিদ্যালয়।

পালি ব্যাকরণ ও অনুবাদ শিক্ষা

ভগ্ন কুম্ভা বড়ুয়া এম,এ, বি,কম,বি,এড;

মুদ্র বিশারদ

গ্রাম—আবুখীল, ডাকঘর—গুজরা (শা: অ:)

উপজেলা—রাউজান, জেলা—চট্টগ্রাম।

প্রকাশক :—

স্রীমতি রমিতা চৌধুরী এম,এ,বি,এড,

সহকারী শিক্ষিকা,

জামাল খান কুম্ভ কুমারী সিটি কর্পোরেশন

বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সর্বস্ব লেখক ও প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ :—

মাঘী পূর্ণিমা, ২০০৪ বুদ্ধাব্দ, ১০২৭ বাংলা, ১৯৯১ ইংরেজী।

প্রাপ্তিস্থান :—ইষ্টবেঙ্গল লাইব্রেরী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে :—

সুকুমার বড়ুয়া এম, এ,

ময়নামতি আর্ট প্রেস।

১২২, কোরবাণীগঞ্জ

চট্টগ্রাম। ফোন—২০৪৭৯৬

বীধাই :—মনি বাণ্ডিং বিতান,

বলুয়ার দীঘির পশ্চিম পাড়।

মূল্য : ৬০.০০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

পরম শ্রদ্ধেয়,

প্রয়াত পিতার পুনর্জন্মের উদ্দেশ্যে আমার সম্বন্ধে লিখিত পালি ব্যাকরণ
ও অনুবাদ শিক্ষা গ্রন্থখানি ভক্তিভরে উৎসর্গ করা হইল। —লেখক



গৌর কিশোর বড়ুয়া

জন্ম : - ২৬শে জুন, ১৮৯৬ ইংরেজী, ১১ই আষাঢ়, ১৩০৩ বাংলা।

মৃত্যু : - ৫ই অক্টোবর ১৯৮৬ ইংরেজী, ১৮ই আশ্বিন, ১৩৯৩ বাংলা।

: সূচীপত্র :

ব্যাকরণ (Grammar)

বিষয় :

		পৃষ্ঠা
১। প্রথম পাঠ :	ভাষা, বর্ণ	— ১
২। দ্বিতীয় পাঠ :	শব্দ, বাক্য ও পদ	— ৫
৩। তৃতীয় পাঠ :	সন্ধি, বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক	— ৭
৪। চতুর্থ পাঠ :	শব্দ রূপ	— ২৭
৫। পঞ্চম পাঠ :	কাল এবং ক্রিয়ার ভাব (Tense and Mood)	৪৮
৬। ষষ্ঠ পাঠ :	ক্রিয়া বিভক্তির আকৃতি, ধাতুরূপ (Suffix of verbs)	— ৫৪
৭। সপ্তম পাঠ :	অব্যয় (Indeclinable) উপসর্গ ও নিপাত	— ৭১
৮। অষ্টম পাঠ :	সমাস (Compound)	— ৭৩

অনুবাদ (Translation)

১। প্রথম পাঠ :	বিশেষণ	— ৭৬
২। দ্বিতীয় পাঠ :	বিভক্তি	— ৭৭
৩। তৃতীয় পাঠ :	কারক (Case)	— ৭৮

৪। চতুৰ্থ পাঠ :	কাল ও ভাব (Tense and Mood)	—	৮২
৫। পঞ্চম পাঠ :	বিভক্তি প্রকরণ (Case ending)	—	৮০
৬। ষষ্ঠ পাঠ :	ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিভক্তি (Verb and verbal suffix) নিজন্ত ক্রিয়া (Causative verb), সনন্ত ক্রিয়া (Desiderative verb), যঙন্ত ক্রিয়া (Intensive verb) নাম ধাতু (Denominative verb or Nominal verb)	—	১০৬
৭। সপ্তম পাঠ :	অসমাপিকা ক্রিয়া (Incomplete verb) — Gerund and Infinitive)	—	১১৬
৮। অষ্টম পাঠ :	ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (Participle)		১১২
৯। নবম পাঠ :	সর্বনাম		১২৩

প্রথম পাঠ

ভাষা

ভাষা—মানুষ যে সকল ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি উচ্চারণ করিয়া মনের
ভাবে প্রকাশ করে তাহাকে ভাষা বলে। বিভিন্ন দেশের ভাষা বিভিন্ন
প্রকার। যেমন—বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি। ভগবান বুদ্ধ
যে ভাষায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছেন তাহারই নাম পালি ভাষা।

পালি ব্যাকরণ — যে পুস্তক পাঠ করিলে পালি ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে
পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহাকে পালি ব্যাকরণ (Pali grammar) বলে।

প্রত্যেক ভাষার এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ আছে।

পালি বর্ণমালা (The alphabets)

অকথর (Akkhara)

বর্ণ—শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ বা ধ্বনিকে বর্ণ বা অক্ষর বলে। অর্থাৎ
যে সকল সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা আমরা ভাষা লিখি তাহাদের এক একটি
বর্ণ বা অক্ষর বলে। পালি ভাষায় মোট একচল্লিশটি বর্ণ বা অক্ষর আছে।
যথা : — অ, আ, ক, খ ইত্যাদি। এই সকল বর্ণের সমষ্টিকে বর্ণমালা
(বঙ্গমালা) বলে। বর্ণ দুই প্রকার।

যথা : ১) স্বরবর্ণ ও ২) ব্যঞ্জনবর্ণ। পালিতে স্বরবর্ণ আটটি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ
তেরিশটি।

১) স্বরবর্ণ (Sara—Vowel)

A	Ā	I	Ī	U	Ū	E	O
অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	এ	ও

যে সকল বর্ণ অল্প বর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে তাহাকে
স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ দুই প্রকার। যথা : হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর।

হ্রস্বস্বর—যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে কম সময় লাগে তাহাদিগকে হ্রস্বস্বর বলে। যথা : অ, ই, উ।

দীর্ঘস্বর—যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে বেশী সময় লাগে তাহাদিগকে দীর্ঘস্বর বলে। যথা : আ, ঈ, উ, এ, ও

যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যাকর— পাশাপাশি দুইটি স্বরের সন্ধিতে যে সকল স্বরবর্ণ গঠিত হয় তাহাদিগকে যৌগিক স্বর বা সন্ধ্যাকর বলে।

যেমন : অ + অ = আ, ই + ই = ঈ, উ + উ = উ, অ + ই = এ, অ + উ = ও।

২। ব্যঞ্জন বর্ণ (Vyanjana—Consonant)

যে সকল বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাদিগকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

K	Kh	G	Gh	N̄
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
C	Ch	J	Jh	N̄
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
T	Th	D	Dh	N
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
T	Th	D	Dh	N
ত	থ	দ	ধ	ন
P	Ph	B	Bh	M
প	ফ	ব	ভ	ম
Y	R	L	V	S
য	র	ল	ব	স
H	L	M		
হ	ল	ং		

সংস্কৃত স্বরবর্ণ ঋ, ঌ, ৳, ঐ, ঔ, এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শ, ষ, ক্ষ, ঙ, পালিতে ব্যবহৃত হয় না।

বাঙন বর্ণগুলি চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—১) স্পর্শ বা বর্ণীয় বর্ণ ২) অন্তঃস্থ বর্ণ। ৩) উদ্ব বর্ণও ৪) অযোগবাহ বর্ণ।

১) ক হইতে ম পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার সাথে কণ্ঠ, তালু, মুখা, দন্ত ও ওষ্ঠের স্পর্শ হয় বলিয়া ইহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ বলে। স্পর্শ বর্ণগুলি পাঁচটি বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া ইহাদিগকে বর্ণীয় বর্ণও বলে।

বর্ণের আত্মকর যোগে বর্ণের নাম হয়। যথা :—

ক-বর্ণ— ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

চ-বর্ণ— চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।

ট-বর্ণ— ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

ত-বর্ণ— ত, থ, দ, ধ, ন।

প-বর্ণ— প, ফ, ব, ভ, ম।

কণ্ঠ্য বর্ণ—ক-বর্ণের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা কণ্ঠ স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে। যেমন—ক, খ, গ, ঘ, ঙ

তালব্য বর্ণ—চ-বর্ণের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা তালু স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ বলে। যেমন : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

মুখ্য বর্ণ— ট বর্ণের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা মুখা স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদিগকে মুখ্য বর্ণ বলে। যেমন : ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

দন্ত্যবর্ণ— ত-বর্ণের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বার অগ্রভাগ দন্ত স্পর্শ করে বলিয়া ইহাদিগকে দন্ত্যবর্ণ বলে। যেমন : ত, থ, দ, ধ, ন

ওষ্ঠ্যবর্ণ— প-বর্ণের বর্ণগুলি উচ্চারণ করিবার সময় ওষ্ঠ ও অধরের মিলন ঘটে বলিয়া ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে। যেমন : প, ফ, ব, ভ, ম

২) অন্তঃস্থ বর্ণ— য, র, ল, ব, ল এই পাঁচটি বর্ণ স্পর্শ ও উদ্ব বর্ণের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।

৩) উদ্ব বর্ণ—স, হ এই দুইটি বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় শ্বাস বায়ুর আধাঘ ঘটে বলিয়া ক্রিষ্ণ উদ্বার সৃষ্টি হয়। সেজন্য এই বর্ণ দুইটিকে উদ্ব বর্ণ

বলে । উন্ন শব্দের অর্থ শ্বাসবায়ু ।

- ৪) অযোগ বাহ বর্ণ— ‘ং’ এর বর্ণটি সর্বদা স্বরের অন্তে অর্থাৎ পরে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে অনুবাহ বলে । এই বর্ণটির সঙ্গে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের যোগ বা মিলন নাই অতএব বর্ণের পরে বসে কার্য নির্বাহ করে তাই এই বর্ণটিকে অযোগ বাহ বর্ণ বলে ।

অঘোষ বর্ণ—প্রত্যেক বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ও ‘স’ উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুক্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে অঘোষবর্ণ বলে ।

ঘোষ বর্ণ—প্রত্যেক বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ও “য, র, ল, ব, হ, ল” উচ্চারণ গন্তীর বলিয়া ইহাদিগকে ঘোষ বর্ণ বলে ।

অল্পপ্রাণ বর্ণ—প্রত্যেক বর্ণের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণ কোমল বা হালকা বলিয়া ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে । ক, গ, ঙ

মহাপ্রাণ বর্ণ—প্রত্যেক বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ কঠিন বলিয়া ইহাদিগকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে । খ, ঘ

অনুশীলনী—১

- ১। ভাষা কাকে বলে । পালি ভাষা বলিতে কি বুঝ ?
- ২। পালি ব্যাকরণ কাকে বলে ?
- ৩। বর্ণ কাকে বলে ? বর্ণ কত প্রকার ও কি কি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও ।
- ৪। পালি ভাষার বর্ণ সমূহ লিখ ।
- ৫। পালি ভাষায় মোট কয়টি বর্ণ আছে । তাহাদের মধ্যে স্বরবর্ণ কয়টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ।
- ৬। স্বরবর্ণ কয় প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও ।
- ৭। ব্যঞ্জন বর্ণ গুলি কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি ? উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও ।

- ৮। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও :- স্পর্শ বর্ণ, বর্ণীয় বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ, উন্ম বর্ণ, অযোগ বাহ বর্ণ, ঘোষ বর্ণ, অঘোষ বর্ণ, কণ্ঠ্য বর্ণ, তালব্য বর্ণ, মূর্ধন্য বর্ণ, দন্তবর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ।
- ৯। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার তায় পালিতে কোন্ কোন্ বর্ণের প্রয়োগ নাই ।
- ১০। শ, ষ এই দুইটি বর্ণের কার্য পালিতে কোন বর্ণের দ্বারা নিম্নের হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় পাঠ

শব্দ, বাক্য, পদ

শব্দ—(Word) দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলিত হয়ে অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। অর্থাৎ অর্থবোধক বর্ণ সমষ্টিকে শব্দ বলে। যথা : মাতা, পিতা,

বাক্য—(Sentence) অর্থপূর্ণ কয়েকটি শব্দ একত্রিত হইয়া মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করিলে তাহাকে বাক্য বলে। যথা : সো বিজ্ঞানায় গচ্ছতি। (সে বিজ্ঞানয়ে যায়) প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ থাকে। একটি উদ্দেশ্য এবং অপর অংশটি বিধেয়।

উদ্দেশ্য—(Subject) কোন বাক্যে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া কোন কিছু বলা হয়, সেই ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে উদ্দেশ্য বলে। “ উদ্দিস্সতে যং, তং উদ্দেশং ” উদ্দেশ্য বিশেষ্য, সর্বনাম স্থানীয় হয়।

বিধেয়—(Predicate) উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হয় তাহাকে বিধেয় বলে। ‘ বিধীয়তে সং, তং বিধেয়ং ’। বিধেয় সাধারণতঃ বাক্যের শেষাংশে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য যে বিভক্তি, যে বচন-সে লিঙ্গ হয় বিধেয়ও সেই বিভক্তি, সেই বচন, সেই লিঙ্গ হয় যথা : নিব্বানং পরমং সুখং, রামো হসতি, দেবদত্তো হৃস্সীলো। এই তিনটি বাক্যে নিব্বানং, দেবদত্তো বিশেষ্য দুইটি এবং সো সর্বনামটি উদ্দেশ্য। পরমং সুখং বিশেষ্যটি হৃস্সীলো বিশেষ্যটি এবং হসতি ক্রিয়াটি বিধেয়।

অজহলিঙ্গ—কতকগুলি বিশেষ্য বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া বিশেষণের অর্থ প্রকাশ করে। ঐ বিধেয়গুলি উদ্দেশ্যের বিভক্তি ও বচন অনুসারে ব্যবহৃত হইলেও উদ্দেশ্যের লিঙ্গ অনুসারে ব্যবহৃত হয় না। এই পদগুলিকে অজহলিঙ্গ বলে। যথা : অহিংসা পরম ধর্ম্মো, অমিতাচারো রোগসুস কারণঃ। এইখানে পরমধর্ম্মো ও কারণঃ পদগুলি অজহলিঙ্গ।

পদ—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অর্থবোধক বিভক্তিযুক্ত শব্দকে ও ধাতুকে পদ বলে। পদ পাঁচ প্রকার। যথা : বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম ও অব্যয়।

- ১) বিশেষ্য (Noun-বিসেস্‌ন) - যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ, ক্রিয়ার নাম বুঝায় তাহাকে বিশেষ্য পদ বলে। যথা : রাম, ফল ইত্যাদি।
- ২) বিশেষণ (Adjective বিসেসন) যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাহাকে বিশেষণ বলে। বিশেষণ পদ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্বে বসে আবার কখনও বিশেষণের পরে বসে। বিশেষ্য বা সর্বনামের যেই বিভক্তি, যেই বচন যেই লিঙ্গ হয় বিশেষণেরও সেই বিভক্তি, সেই বচন ও সেই লিঙ্গ হয়। যথা : সুন্দরো নরো, সুন্দরং গেহং, তং সুন্দরং।
- ৩) ক্রিয়া (Verb-কিরিয়া) - যে পদ দ্বারা হওয়া, করা, লওয়া, পড়া ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে ক্রিয়া পদ বলে। যথা : সো অশ্বং খাদতি। খাদতি ক্রিয়া।
- ৪) সর্বনাম (Pronoun-সর্বনাম) - যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহাকে সর্বনাম বলে। যথা : অহং, ত্বং, সো।
- ৫) অব্যয় (Indeclinable-অব্যয়) - যে পদের কোন পরিবর্তন হয় না তাহাকে অব্যয় বলে। যথা : - সচে, পন, চ ইত্যাদি।

অনুশীলনী - ২

- ১। শব্দ কাহাকে বলে ? পালিতে ১০টি শব্দ লিখ।
- ২। বাক্য কাহাকে বলে ? পালিতে একটি বাক্য রচনা কর।
- ৩। একটি বাক্যের কয়টি অংশ ও কি কি ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ৪। অঙ্কহলিত্ব বলিতে কি বুঝ ? উদাহরণ দাও।
- ৫। পদ কাহাকে বলে ? কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ৬। নিম্নের শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর।
বৃক্ষ, ধন্য, সংঘ, দারকো, নদী, অম্ব, ফল, উদকঃ, রাজা, ভিক্ষু।

তৃতীয় পাঠ

সন্ধি

সন্ধি—দুইটি বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যথাঃ তথা + এব = তথেষ
সন্ধি তিন প্রকার। যথা :— ১। স্বরসন্ধি ২। ব্যঞ্জন সন্ধি ৩। নিগ্গৃহীত
সন্ধি বা অনুস্মার সন্ধি।

- ১) স্বরসন্ধি—স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।
যথাঃ— এক + উন = একুন।
- ২) ব্যঞ্জন সন্ধি—স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত
ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। যথা :— মুনি + চলে = মুনীচলে।
- ৩) নিগ্গৃহীত সন্ধি বা অনুস্মার সন্ধি— নিগ্গৃহীত অর্থাৎ অনুস্মারের
সহিত স্বরবর্ণ অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে নিগ্গৃহীত সন্ধি বা অনুস্মার
সন্ধি বলে। যথা :— এবৎ + আহ = এবমাহ।

স্বরসন্ধি (Combination of Vowels)

- ১। সরাসরে লোপঃ।

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে পূর্বস্বর লোপ পায়।

যথা :— মহা + ওসধ = মহোসধ, পন + ইমে = পনিমে, নোহি + এতং = নোহেতং, ধো + অজ্জ = অজ্জ, ন + অথি = নথি, ন + এব = নেব, পঞ্চ + ইন্দ্রিয়ানি = পঞ্চইন্দ্রিয়ানি, ভিক্ষুণী + ওবাদো = ভিক্ষুনোবাদ, মাতৃ + উপট্ঠানং = মাতৃপট্ঠান, লোকে + অগ্গেণা = লোকগ্গেণা, তয় + অসু = তয়সু, সকে + এব = সকেব, অথ + এবো = অথেবো, পক্ত + ওদন = পক্কোদন, সদ্ধা + ইধ = সদ্ধীধ, বুদ্ধ + উপপাদো = বুদ্ধুপ্পাদো, পন + এতম = পনেতম, সমেতু + আয়স্মা = সমেতায়স্মা।

২। বা পরো অসরূপা।

অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পরবর্তী স্বর লোপ পায়।

যথা :— ইতি + অসি = ইতিপি, কো + অসি = কোসি, হ্রা + অপি = হ্রাপি, পন + ইমে = পনমে, সো + অহং = সোহং, যস্ + ইদানি = যস্‌দানি; মিগী + ইব = মিগীব, চত্তারো + ইমে = চত্তারোমে, বন্দে + অহং = বন্দেহং, পাভো + এব = পাভোব, কিন্নু + ইমাব = কিন্নুমাব, অকালে + ইব = অকালেব, তে + অপি = তেপি।

৩। কচা সবলং লুপ্ত।

পূর্বের স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে পরের স্বর কখনও কখনও অসমান স্বরবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অ কিংবা আ এর পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়ে এ হয় এবং এ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। অ কিংবা আ এর পর উ কিংবা উ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও হয় এবং ও কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা :— বুদ্ধসস্ + ইব = বুদ্ধসেসব্; মহা + ইসি = মহেসি, যথা + উদকং = যথোদকং, ন + উপেতি = নোপেতি, চন্দ + উদয়ো = চন্দোদয়ো, অব + ইচ্ছ = অবেচ্ছ, জিন + ঈরিতনয়ো = জিনেৱিতনয়ো, উদক + উন্মি = উদকোন্মি, যথা + উদকে = যথোদকে, উপ + ইক্খতি = উপেক্খতি, ব্যতিক্রম (Exception) :— লোক + উত্তমো = লোকুত্তমো, মহা + ইদ্দিকো = মহিদ্দিকো, তত্র + ইমে = তত্রিমে।

৪। দীর্ঘ ।

পূর্বের স্বর লুপ্ত হইলে পরের স্বর কচিং দীর্ঘ হয়। অর্থাৎ অ-কার স্থানে আ-কার, ই-কার স্থানে ঈ-কার এবং উ-কার স্থানে ঊ-কার হয়।

যথা :- তত্র + অহং = তত্রাহং, বুদ্ধ + অন্তঃসংসৃতি = বুদ্ধান্তঃসংসৃতি।

চ + উভয়ং = চতুভয়ং, সচে + অহং = সচাহং, তথা + উপমং = তথূপমং, কচি + অসবলং = কচাসবলং, কিকি + অপি = কিকিাপি, তদা + অহং = তদাহং, সদ্ধা + ইধ = সদ্ধাধ, যানি + ইধ = যানীধ, হৃদ্বা + অপি = হৃদ্বাপি কন্ম + উপনিস্‌সয়ো = কন্মূপনিস্‌সয়ো।

ব্যতিক্রম :- পঞ্চ + ইন্দ্রিয়ানি = পঞ্চিন্দ্রিয়ানি।

৫। পূর্বোচ

পরবর্তী স্বরবর্ণ লুপ্ত হইলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও দীর্ঘ হয়।

যথা :- সাধু + ইতি = সাধূতি, গচ্ছামি + ইতি = গচ্ছামীতি, কিংসু + ইধ = কিংসুধ, ন + অহং = নাহং, দস্‌সামি + ইতি = দস্‌সামীতি, বিজ্জ্ব + ইব = বিজ্জ্বব, দেব + ইতি = দেবাতি, ক্রমি + ইতি = ক্রমীতি, হেতু + অপি = হেতুপি, লোকস্ + ইতি = লোকস্‌সতি।

৬। যমেদন্তস্‌সাদেসো

অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব পদের অন্তঃস্থিত 'এ' কারের স্থানে কচিং য-কার আদেশ হয়। যথা :- তে + অহং = ত্যাহং, মে + অহং = ম্যাহং, তে + অথু = ত্যাথু, তে + অজ্জ = ত্যাজ্জ, তে + অস্‌স = ত্যাস্‌স যে + অস্‌স = য্যাস্‌স, পবতে + অহং = পবত্যাহং, অগ্নি + আগারে = অগ্ন্যাগারে।

৭। ই-বন্মো যং ন বা

ই-বর্ণ ভিন্ন অত্র স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বই-বর্ণের স্থানে কখনও কখনও য-কার আদেশ হয়। যথা :- ইতি + আদি = ইত্যাতি = ইচ্ছাদি।

নদী + অশ্ব = নদ্যশ্ব, বি + আকরণ = ব্যাকরণ, ইতি + এতং = ইত্যেতং = ইচ্চেতং, বি + আবতো = ব্যাকতো, বিত্তি + অন্তঃসংসৃতে = বিত্ত্যান্তঃসংসৃতে, বৃন্তি + অসস = বৃন্ত্যস্‌স = বৃচ্‌সস, পতি + অন্ত = পতান্ত = পচ্‌সন্ত, বি + অজ্ঞন = ব্যজ্ঞন।

৮। সন্ধ্যা চন্ডি

ই-বর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'অতি' ইতি, পতি এই ত্রি শব্দের তি-কারের স্থানে 'চ্চ' আদেশ হয়। যথা : ইতি + আদি = ইচ্চাদি, পতি + উত্তরং = পচ্চুত্তরং, ইতি + অস্ = ইচ্চস্, পতি + অন্তঃ = পচ্চন্তঃ, অতি + আসন্ন = অচ্চাসন্ন, অতি + উন্হ = অচ্চুন্হ, জাতি + অক্কো = জচ্চক্কো, পতি + আগমি = পচ্চাগমি, ইতি + এসো = ইচ্চেসো, পতি + অয়ো = পচ্চয়ো, অতি + অন্তঃ = অচ্চন্তঃ, পতি + আহরতি = পচ্চাহরতি, ইতি + এতং = ইচ্চেতং।

৯। বমোহদন্তানং

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তঃস্থিত ও কার এবং উ-কারের স্থানে কচিৎ ব-কার আদেশ হয়। যথা :—সো + অস্ = স্বস্, অনু + এসন = অস্বেসণ, সু + আগতং = স্বাগতং, সো + অহং = স্বাহং, কো + অথ = কথ, থো + অজ্জ = থুব্জ, সো + এব = স্বেব, সু + অক্খাতো = স্বক্খাতো, বহু + আবাহো = বস্বাবাহো, অনু + অদ্ব = অস্বদু, অনু + এতি = অস্বেতি, সু + আকারো = স্বাকারো, সু + আদি = স্বাদি, সু + অহং = স্বাহং।

১০। দো ধস্চ

স্বরবর্ণ বা বাঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে ধ এর স্থানে কচিৎ দ-কার আদেশ হয়। যথা :—ইধ + অহং = ইদাহং, ইধ + ভিক্ষবে = ইদ- ভিক্ষবে, সাধু + দস্চনং = সাহুদস্চনং।

১১। এবাদিস্চ রিপুঝোচ রস্চেসা

স্বরবর্ণের পর 'এব' থাকিলে এব শব্দের এ-কারের স্থানে রি-কার আদেশ হয় এবং পূর্বস্বর হ্রস্ব হয়। যথা :—যথা + এব = যথরিব, তথা + এব = তথরিব, সা + এব = সরিব।

প্রত্যয় (Exception) :—যথা + এব = যথেব, তথা + এব = তথেব।

১২। য-ব-ম-দ-ন-ত-র-ল-চাগমা

স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে কখনও কখন উভয় বর্ণের মধ্যে য, ব, ম, দ, ন, ত, র, ল, চ এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলির আগম হয়।

যথা :—

- য আগমে—যথা+ইদং=যথ্যিদং, ন+ইমস্=নয়িমস্, পরি+ওসানং=পরিয়োসানং, ন+ইদং=নয়িদং, পরি+অন্তং=পরিরন্তং, পরি+এসতি=পরিয়েস্‌সতি।
- ব আগমে—তি+অঙ্গিকং=তিবঙ্গিকং, প+উচ্চতি=পবৃচ্চতি, ভূ+আদি=ভূবাদি, ভূ+আদায়ো=ভূবাদায়ো।
- ম আগমে—কসা+ইব=কসামিব, গরু+এস্‌সতি=গরুমেস্‌সতি, ইধ+আহ=ইধমাহ, এবং+এবং=একমেকং।
- দ আগমে—কোচি+এব=কোচিদেব, যাব+এব=যাবদেব, বহু+এব=বহুদেব, অন্ত+অথং=অন্তদন্তং, সম্+অঞঞা=সম্মদঞঞা, তাব+এব=তাবদেব, য+অথং=যদথং, কিঞ্চি+এব=কিঞ্চিদেব, অহু+এব=অহুদেব, স+অথং=সদথং।
- ন আগমে—ইতো+আরতি=ইতোনায়তি, চিরং+আয়তি=চিরন্নায়তি,
- ত আগমে—অজ্জ+অগ্‌গে=অজ্জতগ্‌গে, তস্মা+ইহ=তস্মাতিহ, যস্মা+ইহ=যস্মাতিহ।
- র আগমে—নি+উত্তরো=নিরুত্তরো, নি+অথ=নিরথ, দু+আগতং=দুর্‌গতং, ধি+অথু=ধিরথু, পাত+আসো=পাতরাসো, নি+অন্তরং=নিরন্তরং, সবিভ+এব=সবিভরেব, নি+উপদবো=নিরুপদবো, হু+অতিক্রমো=হুরতিক্রমো, পাতু+অহোসি=পাতুরহোসি, পুন+এব=পুনরেব, পুন+এতি=পুনরেতি, সাসপো+ইব=সাসপোরিব, নি+আলয়ো=নির্যালয়ো, চতু+ইন্ধি=চতুরিন্ধি
- ল আগমে—হু+অভিঞঞা=হুলভিঞঞা, হু+আয়তনং=হুলায়তনং, হু+অঙ্গ=হুলঙ্গ।

১৩। অবভো অভি

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ‘অভি’ শব্দের স্থানে ‘অব্ভ’ আদেশ হয়।
 যথা :—অভি+উদীরিতং=অব্ভদীরিতং, অভি+উগ্গতো=অব্ভ-
 গতো, অভি+উগ্গচ্ছতি=অব্ভগ্গচ্ছতি, অভি+ওকাসো=
 অব্ভোকাসো, অভি+অক্খানং=অব্ভক্খানং।

১৪। অজ্জ্বা অধি

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ‘অধি’ উপসর্গের স্থানে অজ্জ্বা আদেশ হয়।
 যথা :—অধি+ওকাসো=অজ্জ্বাকাসো, অধি+আগমা=অজ্জ্বাগমা
 অধি+অভাসি=অজ্জ্বাভাসি, অধি+উপতো=অজ্জ্বপগতো।
 ব্যতিক্রম—অভি+ইজ্জিতং=অভিজ্জিতং, অধি+ঈরিতং=
 অধীরিতং।

১৫। পাস্স চস্তো রসস

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ‘পা’ শব্দের পরে গ আদেশ হয় এবং পা শব্দের
 অন্তঃ স্বর হ্রস্ব হয়। যথা :—পা+এব=পগেব।

১৬। গো সরে পুথস্সাগমো কচি

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ‘পুথ’ শব্দের শেষে গ আগম হয়।
 যথা :—পুথ+এব=পুথগেব।

১৭। ও সরেচ

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ‘গ’ শব্দের ওকার এর স্থানে ‘অব’ ও ‘আব’
 আদেশ হয়। যথা :—গো+এসু=গবেসু, গো+অজিনং=গবাজিনং
 গো+এলকং=গবেলকং।

১৮। বলানং ইয়ুবা সরে বা—স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকিলে কখনও

কখনও ই-বর্ণ স্থানে ইব এবং উ-বর্ণ স্থানে উব আদেশ হয়।
 তি+অন্ধং=তিয়ন্ধং, পঞ্চমী+অন্তং=পঞ্চমীরন্তং, তি+অন্তং=
 তিয়ন্তং, পুথু+আসনে=পুথুযাসনে।

ব্যঞ্জন সন্ধি

১। সরা ব্যঞ্জনে দীর্ঘ।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব স্বর কচিং দীর্ঘ হয় :—মুনি+চরে=মুনীচরে,
 খন্তি+বলং=খন্তীবলং, খন্তি+পরমং=খন্তীপরমং, সম্ম+ধম্মং=
 সম্মাধম্মং, উভ্+চ=উভূজ, ছ+রক্খং=দুরক্খং

২। রসংস।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে পূর্বের স্বর কখনও কখনও হ্রস্ব হয় :—
 ভোবাদী+নাম=ভোবাদিনাম, ভাবী+গুণেন=ভাবিগুণেন,
 পুগ্+গলা+ধম্মা=পুগ্+গলধম্মা, যথা+ভবি=যথভবি।

৩। সরা পকৃতি ব্যঞ্জনে।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে স্বরবর্ণ সমূহের প্রকৃত রূপই থাকে, অর্থাৎ কোন
 কিছু পরিবর্তন হয় না। যথা :—মনো+পুস্কম্মা+ধম্মা=
 মনোপুস্কম্মাধম্মা, পমাদো+মচ্চুনো+পদং=পমাদোমচ্চুনোপদং,
 সম্মা+সমাধি=সম্মাসমাধি, সম্মা+সম্মুদ্ধো=সম্মাসম্মুদ্ধো।

৪। লোপক তত্রাকারো।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্বর কচিং লোপ পায় এবং লুপ্ত স্বরবর্ণের
 স্থানে অ কার আগম হয়। আবার কখনও কখনও পূর্বস্থিত অ-কার ও
 উকার স্থানে “ও”-কার হয়। যথা :—সো+বে=সবে, সো+ভিক্+বে
 =সভিক্+বে, এসো+ধম্মো=এসধম্মো, সো+সীলবা=সসীলবা,
 হু+ৎ=নোৎ, জানেম+ৎ=জানেমুৎ

৫। পরদেভাবোঠানে

স্বরবর্ণের পরস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণ কখনও কখনও দ্বিত হয়। যথা :—
 প+বজ্জং=পববজ্জং, বিজ্জু+লতা=বিজ্জুলতা, চত্+দসো=চত্চদসো,
 ছ+সীলো=ছস্সীলো, বহ্+স্তুতো=বহ্হস্তুতো, বি+ঞানং=

বিঞঞানং, অমু + সরতি = অমুস্ সরতি, অ + পমাদো = অম্মমাদো, মু + পসনো = মুপ্পসম্মো, পুন + পুনং = পুনপ্পুনং, চতু + পাদো = চতুপ্পাদো; ছ + চরিতং = ছচরিতং, চতু + দিসা = চতুদ্দিসা, এক + তিংস = একত্তিংস, চতু + বিধং = চতুবিবধং, প + গহো = পগ্গহো, ইধ + পমাদো = ইধপ্পমাদো, নি + গতং = নিগ্গতং, নানা + পকারেহি = নানাপ্পকারেহি, জাতি + সর = জাতিস্ সর, বি + ভন্তো = বিভন্তো সীল + বতং = সীলব্বতং ।

৬। বগেগ্ ঘোসা ঘোসানং ততিয় পঠমা ।

কখনও কখনও স্বরবর্ণের পরস্থিত ঘোষা ঘোষ বর্ণ সমূহের অন্তর্গত বর্ণীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সহিত যথাক্রমে সেই বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যুক্ত হয়। যথা :— যত্র + ঠিতং = যত্রট্ঠিতং, মু + ধনি = মুদ্ধানি, পঞ্চ + খন্ধা = পঞ্চক্খন্ধা, সেত + ছত্তং = সেতচ্ছত্তং, নি + ঠিতং = নিট্টিতং বোধি + ছায়া = বোধিচ্ছায়া, মহা + ফলং = মহাপ্পফলং, তন্হা + থয়ো = তন্হাক্খয়ো, অধি + ঠিতং = অধিট্ঠিতং, ছ + ভিক্খং = ছবিভক্খং, আয়ু + থয়ো = আয়ু ক্খয়ো, নি + ফলং = নিপ্পফলং আ + ছাদেতি = আচ্ছাদেতি, স + ধম্মো = সন্ধম্মো ।

৭। ও অবস্ ।

ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে অব শব্দের স্থানে কচিং ও-কার আদেশ হয়। যথা :— অব + নক্কো = ওনক্কো, অব + বাদো = ওবাদো, অব + কামো = ওকামো, অব + কাসো = ওকাসো, অব + সানং = ওসানং, ব্যতিক্রম - অব + সানং = অবসানং

৮। তব্বিপরিতুপ্পদে ব্যঞ্জনে + চ ।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে “অব” শব্দের স্থানে কখনও কখনও উ-কার আদেশ হয়। যথা :— অব + গতে = উগ্গতে, অব + গচ্ছতি = উগ গচ্ছতি, অব + গহেত্বা = উগ গহেত্বা ।

৯। পুথস্ ব্যঞ্জে।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে 'পুথ' শব্দের অন্তস্বর উ-কার হয়।

যথা : - পুথ + জনো = পুথুজ্জনো, পুথ + ভূতং = পুথুভূতং।

১০। কচি পটি পতিস্

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে 'পতি' শব্দের স্থানে পটি আদেশ হয়।

যথা : - পতি + হঞ্ ঞ্জতি, = পটিহঞ্ ঞ্জতি, পতি + সন্তিদা = পটিসন্তিদা, পতি + সন্ধি = পটিসন্ধি, পতিকূল = পটিকূল।

১১। কচ ও ব্যঞ্জে।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বস্বর কচিৎ ও-কার আদেশ হয়। যথা : -

পর + সহস্ সং = পরোসহস্ সং, পর + গতং = পরোগতং, মন + ময়ং =

মনোময়ং, মন = মনস্ ট্ঠা = মনোসেট্ঠা, তপ + ধনো = তপোধনো,

অহ + রত্তং = অ হারত্তং, আপ + ধাতু = আপোধাতু, বায়ু + ধাতু =

বায়োধাতু,

১২। যবতং ত-ল-ন-দ কারাঞ্ ব্যঞ্জনানি।

চ-ল-ঞ-জ কারতং।

ই-বর্ণের স্থানে য-কার আদেশ হইলে শব্দের অন্ত 'ত্য' 'ল্য' 'ন্' 'ত্ব'

এর স্থানে কচিৎ যথাক্রমে 'চ, ল, ঞ, জ' আদেশ হয় এবং ইহাদের

দ্বিত হয়। যথা : - জাতি + অক্কো = জচ্চক্কো, অতি + অন্ত = অচ্চন্ত,

যদি + এবং = যচ্ছবং, অশ্ব + আয়ো = অঞ্ঞায়ো, অপি + একদা =

অপ্পেকদা।

নিগ্গহীত সন্ধি

১। অং ব্যঞ্জে নিগ্গহীতং।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে নিগ্গহীত বা অন্ব্যাস হয়। অর্থাৎ অন্ব্যাসের

লোপ প্রাপ্ত হয় না। যথা : - এবং + বৃত্তে = এবংবৃত্তে, তং + সাধু =

তৎসাধু।

২। বগ্গস্তং বা বগ্গেং ।

বর্গের অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বারের পর সেই বর্গের বর্ণ থাকে, অনুস্বারের স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা :—
 সচ্চং + চ = সচ্চঞ্জ, ধম্মং + চরে = ধম্মঞ্চরে, সং + জাতো = সঞ্জাতো,
 তং + নিব্বুতং = তন্নিব্বুতং, সং + ঠিতো = সঠিতো, তণ্হ + করো =
 তণ্হকরো, সং + মতো = সম্মতো, সং + মানো = সম্মানো,
 জুতিং + ধরো = জুতিদ্ধরো, রণং + জয়ো = রণঞ্জয়ো।

৩। এহেঞ্ঞং ।

এ-কার এবং হ-কার পরে থাকিলে অনুস্বারের স্থানে ঞ্-কার আদেশ হয়। যথা :—পচ্চস্তং + এব = পচ্চস্তঞ্ঞেব, তং + এবং = তঞ্ঞেব,
 এবং + হি = এবঞ্ঞহি।

৪। স যে চ ।

অনুস্বারের পর য-কার থাকিলে অনুস্বার এবং অন্তঃস্থ য উভয়ে মিলিয়া ঞ্ঞ হয়। যথা :—সং + যোগ = সঞ্ঞেঞাগ, বিসং + যোগ =
 বিসঞ্ঞেঞাগ, সং + যুক্তং = সঞ্ঞেঞুত্তং, সং + যতো = সঞ্ঞেঞতো।

৫। মদাসরে ।

অনুস্বারের পর স্ববর্ণ থাকিলে অনুস্বারের স্থানে ম ও দ আদেশ হয়।
 যথা :—তং + অহং = তমহং, এতং + অবোচ = এতদবোচ, এবং +
 অস্ = এবমস্, গাথং + আহ = গাথমাহ, ইদং + আহ = ইদমাহ।

৬। পরো বা সরো ।

কখনও কখনও অনুস্বারের পরস্থিত স্ববর্ণ লোপ পায়। যথা :—
 চক্কেং + ইব = চক্কেব, বীজং + ইব = বীজংব, ঙ্গ + অসি = ঙ্গসি, ইদং +
 অপি = ইদম্পি।

৭। ব্যঞ্জন নো বিসঞ্ঞেঞাগো

অনুস্বারের পরস্থিত স্ববর্ণ লুপ্ত হইলে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্ণও লুপ্ত হয়। যথা :—এবং + অস্ = এবংস, পুপফং + অস্ = পুপফংসা,

৮। কচি লোপঃ।

স্বরবর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব অনুস্বার কচিৎলোপ পায় এবং পূর্ব হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর হয়। যথা : তাসং + অহং = তাসাহং, কথা + অহং = কথাহং, কিং + অহং = কাহং, বিহ্নং + অগ্গং = বিহ্নগ্গং, তামং + অহং = তামাহং।

৯। ব্যঞ্জে চ।

ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বের অনুস্বার কখনও কখনও লোপ পায়। যথা :— বুদ্ধানং + সাসনং = বুদ্ধানসাসনং, অরিয়সচ্চানং + দস্‌সনং = অরিয়সচ্চানদস্‌সনং, সং + রত্তো = সারত্তো, সং + রাগো = সারাগো, গন্তং + কামো = গন্তকামো, চিরং + পবাসিং = চিরপ্পবাসিং,

১০। নিগ্‌গহীতঃ।

স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে পূর্ব বর্ণে কচিৎ অনুস্বার আগম হয়। যথা :— পুৰ + গমা = পুৰংগমা, পুৰিম + জাতিং = পুৰিমং-জাতি, দিব্বচ্‌খু + উদ্‌পাদি = দিব্বচ্‌খুউদ্‌পাদি।

অমিশ্রিত সন্ধি

১। অসদিস সংযোগে এক সরূপতা।

অসদৃশ দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হইলে সেই ব্যঞ্জন বর্ণদ্বয় এক সদৃশ হয়। যথা :— পরি + এসনা = পরিয়োসনা = পর্য্যেসনা।

২। বহ্নানং বহ্নন্ত বিপরীতাচ।

কোন কোন শব্দের বর্ণ বৃদ্ধি হয় এবং কোন কোন বর্ণ বিপরীতভাবে ধারণ করে। যথা :— সা + ইথি = সোথি, বৃসা + ইব = বৃসামিব, ইতি + এবং = ইত্তেবং, বহ্ন + আবাহো = বব্‌হাবাহো, সা + ঋতি = স্মরতি, অধি + অভবি = অদ্ধাভবি।

৩। রদানং লো।

‘র’ এবং ‘দ’-কার স্থানে কখনও কখনও ল-কার আদেশ হয়।

যথা :—পরি+বোধে = পলিবোধে, পরি+দাহো = পরিলাহো।

৪। সরে ব্যঞ্জে বা পরে বিহ্নো কৃচিৎ।

স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে অনুস্বরের স্থানে কচিৎ ম-কার আদেশ হয়। যথা—মং + অভাসি = মমভাসি, গাথং + আহ = গাথমাহ, বুদ্ধং + সরণং = বুদ্ধমসরণং, ধম্মং + সরণং = ধম্মমসরণং, সংঘং + সরণং = সংঘমসরণং।

৫। বিন্দুতো পরসরা নমঃস্মরতাপি।

অনুস্বরের পরস্বর কচিৎ অসদৃশ হয়। যথা : তং + ইমিনা = তদমিনা এবং ইমং = এবমং, কিং + অহং = কেহং।

৬। বাক্য সুখোচ্চারণং ছন্দহানিথঞ্চ বন্ললোপোপি।

বাক্যের সুখোচ্চারণের জন্তু এবং গাথার ছন্দ রক্ষার্থে কখনও কখনও বর্ণ লোপ পায়। যথা : পটিসঙ্কায় + যোনিসো = পটিসঙ্কায়োনিসো, আলাপুনি + সিদন্তি = লাপুনিসীদন্তি, সিলা + অল্লবন্তি = সিলাল্লবন্তি,

৭। অনুপাদিট্ঠানং বৃত্তযোগতো

উপসর্গ ও নিপাতাদির সহিত স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়ম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা : যদি + এবং = যজ্জবং, বোধি + অঙ্গা = ভোজ্জবঙ্গা, উপ + অয়নং = উপায়নং, নি + উপাধি = নিরুপাধি, সু + অক্খাতো = স্বাক্খাতো, সু + আলয়ো = স্বালয়ো হু + আলয়ো = হ্বালয়ো, সং + উদ্দিট্ঠং = সমুদ্দিট্ঠং।

অনুশীলনী-২

১। সন্ধি কাহাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। স্বরসন্ধি কাহাকে বলে? দুইটি উদাহরণ দাও।

- ৩। ব্যঞ্জন সন্ধি কাহাকে বলে ? দুইটি উদাহরণ দাও।
 ৪। নিগ্রহীত সন্ধি কাহাকে বলে ? দুইটি উদাহরণ দাও।
 ৫। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

পণিমে, নোহেতং, পক্কোদন, কোসি, সোহং, তেপি, যথোদকং,
 চন্দোদয়ো, কোকুত্তমো, তদাহং, নাহং, ত্যাহং, ইত্যাদি, নদ্যাম্,
 জচ্চক্কো, ইচ্চেতং, অশ্বেতি, তথারিব, পরিয়ন্তং, একমেকং, নিরুপদ্ববো,
 পুনরেষ, ছলভিঞ্ণা, অজ্জেক্কােসো, পণেব, পুথণেব, মুনীচরে,
 মনোপূব্বঙ্গমাদম্মা, সভিক্খবে, বিজ্জুল্লতা, পুনপ্পুনং, সীলব্বতং,
 ছব্ভিক্খং, ওনক্কো সম্মতো, তঞেব, এতদবোচ, কাহং, সজ্জবং,
 সঞেঞাগ, বুদ্ধানসানং।

- ৬। সন্ধি কর :—মহা+ওসধ, ন+এব, ইতি+অপি, লোক+উত্তমো,
 চ+উভয়ং, সাধু+ইতি, তে+অজ্জ, বি+আকরণ, ইতি+এসো,
 সু+অহং, তথা+এব, ন+ইমস্, কোচি+এব, অজ্জ+অগেগ্,
 নি+আলয়ো, অধি+অভাসি, পা+এব, ছ+সীলো, চতু+পাদো,
 অব+সানং, পুথ+জনো, গাথং+আহ, পরি+এসনা।

- ৭। নিম্নের সূত্রগুলি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও :—

সরাসরে লোপং, দীঘং, বমোহদন্তানং, অব্ভোভতি, ওসরেচ,
 ও অবস্, বগেগ্গোসাঘোসানং ততীয় পঠমা, মদাসরে, পরো বা
 সরো, অসদিস সংযোগে এক সরূপতা, রদানংলো, অমুপাদিট্ঠানং
 বৃত্তগোগতো।

তৃতীয় পাঠ

বচন (Number)

বচন—যাহার দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বুঝায় তাহাকে বচন বলে। বচন দুই প্রকার। যথা :—১) এক বচন ও ২) বহুবচন।

এক বচন—যাহার দ্বারা একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাহাকে এক বচন বলে। যথা :—দারকো, ফলং ইত্যাদি।

বহুবচন—যাহার দ্বারা একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাহাকে বহুবচন বলে। যথা : দারকা, ফলানি ইত্যাদি।

লিঙ্গ (Gender)

লিঙ্গ—লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ বা চিহ্ন।

যাহা দ্বারা বিশেষ্য পদটি স্ত্রী, বা পুরুষ বা ক্রীত্ব বাচক কিনা তাহা জানা যায় তাহাকে লিঙ্গ বলে।

পালি ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার। যথা :—

- ১। পুং লিঙ্গ (Masculine gender)—যাহা দ্বারা পুরুষ জাতি বুঝায় তাহাকে পুং লিঙ্গ বলে। যথা — দেব, মনুস্স, নর, রাজা ইত্যাদি।
- ২। ইথি লিঙ্গ (স্ত্রী লিঙ্গ :— Femenine gender) ---যাহা দ্বারা স্ত্রী জাতি বুঝায় তাহাকে ইথি লিঙ্গ বলে। যথা :-- মাতা, রাণী, নদী, ইত্যাদি।
- ৩। নপুংসক লিঙ্গ (ক্রীত্ব লিঙ্গ :-- Neuter gender)-- যাহা দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটা বুঝা যায় না তাহাকে নপুংসক লিঙ্গ বলে। যথা :—ফল, ধন, বন ইত্যাদি।

পুরুষ (Person পুরিস)

পুরিসো—যাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ায় রূপের পরিবর্তন হয় তাহাকে পুরিসো বা পুরুষ বলে।

পালিতে পুরুষ বা পুরিসো তিন প্রকার। যথা :—

- ১। উত্তমো পুরিসো (উত্তম পুরুষ—First Person)—যাকো-যে কথা বলে তাকে উত্তমো পুরিসো বলে। অর্থাৎ আমি শব্দরূপ হইতে উৎপন্ন শব্দগুলিকে উত্তমো পুরিসো বলে। যথা :—অহং, ময়ং, ময়া ইত্যাদি।
- ২। মজ্জ্বিমো পুরিসো (মধ্যম পুরুষ—Second Person)—যক্তা যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে তাকে মজ্জ্বিমো পুরিসো বলে। অর্থাৎ তুমি শব্দরূপ হইতে উৎপন্ন শব্দগুলিকে মজ্জ্বিমো পুরিসো বলে। যথা :—তং, তুম্হে ইত্যাদি।
- ৩। পঠমো পুরিসো (প্রথম বা নাম পুরুষ—Third Person)—যার সম্বন্ধে বলা হয় তাকে পঠমো পুরিসো বলে। অর্থাৎ ‘আমি’ ও ‘তুমি’ শব্দ হইতে উৎপন্ন শব্দগুলি ভিন্ন অন্য যাবতীয় বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ পঠমো পুরিসো বা প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ। যথা :—সো, তং, দেব, ফল ইত্যাদি।

ধাতু—ক্রিয়া-উৎপত্তিমূলক বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টিকে ধাতু বলে।

যথা :—√ যা, √ ঠা।

প্রকৃতি—শব্দ ও ধাতুর মূলকে প্রকৃতি বলে।

প্রত্যয়—ধাতুর সাথে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশের জন্ত যে সব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হলে নূতন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।

যথা :—পড়্ + অ = পড়।

প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা :—১) কৃৎপ্রত্যয় ও ২) তদ্ধিত প্রত্যয়।

- ১। কৃৎপ্রত্যয় (Primary suffix কিত পঠর)—ধাতুর উত্তর ‘ত্ব’,

অনীয়, স্বা, তুং মান' ইত্যাদি যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া শব্দ গঠিত হয় তাহাদিগকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। যথা :— √গম + ত্ব = গম্ত্ব, √গম + অনীয় = গমনীয়, √গম + তুং = গম্তুং, √গম + স্বা = গন্স্বা ইত্যাদি।

- ২। তদ্ধিত প্রত্যয় (Secondary suffix)—লিঙ্গ বা প্রতিপদিকের উত্তর 'নিক, আলু' প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয়যুক্ত হয় তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যথা :--- নানা + নিক = নানাবিক, দয়া + আলু = দয়ালু।
- বিভক্তি--(Inflection)--বাক্যে প্রয়োগের সময় শব্দ ও ধাতুর কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যোগে পরিবর্তন হয় তাহার নাম বিভক্তি। বিভক্তি দুই প্রকার। যথা :-- ১) শব্দ বিভক্তি ও ২) ধাতু বিভক্তি।

শব্দ বিভক্তি—শব্দের উত্তর ও, আ, এ ইত্যাদি যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাদের নাম শব্দ বিভক্তি।

ধাতু বিভক্তি--ধাতুর উত্তর মি, ম, সি' ইত্যাদি যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাদের নাম ধাতু বিভক্তি। যথা :- দারকো হসতি। এখানে দারক শব্দের উত্তর 'ও' শব্দ বিভক্তি এবং হস ধাতুর উত্তর 'তি' ধাতু বিভক্তি।

বিভক্তি (Case-ending)-- যাহা দ্বারা একবচন, বহুবচন ও কারকের প্রতীতি (জ্ঞান) জন্মে তাহাকে বিভক্তি বলে। পালিতে বিভক্তি সাতটি। যথা :-- পঠমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ছট্ঠী, সপ্তমী।

কারক (করোতি কিরিয়ং নিপ্ফাদেতী'তি কারকং)

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সহিত অন্যান্যপদের যে সম্বন্ধ থাকে তাহাকে কারক বলে। বা যাহা ক্রিয়ার কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাই

কারক । কারক ছয় প্রকার । যথা :-

১) কত্তা কারক (কর্তৃ কারক) ২) কন্মকারক (কর্মকারক), ৩) করণ কারক ৪) সম্পদান কারক (সম্প্রদানকারক), ৫) অপাদানকারক ও

৬) ওকাস কারক (অধিকরণ কারক)

১। কত্তাকারক (কর্তৃকারক-Nominative case)--যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাহাকে কত্তাকারক বলে বা কর্তৃকারক বলে। 'যো করোতি সো কত্তা'। কত্তা বা কর্তৃকারকে পঠমা (প্রথমা) বিভক্তি হয়। যথা :- রামো গচ্ছতি। দারকো চন্দং পস্‌সতি। এখানে 'রামো' এবং 'দারকো' কর্তৃকারক।

২। কন্মকারক (কর্মকারক-Accusative case) কত্তা যাহা করে তাহাকে কন্ম বা কর্মকারক বলে। 'যং করোতি তং কন্মং'। কন্মকারকে দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া) বিভক্তি হয়। যথা :- সো বৃকং বন্দতি, রামো চন্দং পস্‌সতি। এখানে বৃকং এবং চন্দং কন্মকারক।

৩। করণকারক (Instrumental case) কত্তা যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাহাকে করণকারক বলে। 'যেন বা করিয়তে তং করণং,' করণকারকে তৃতীয়া (তৃতীয়া) বিভক্তি হয়। যথা :- দারকো হথেন কন্মং করোতি। এখানে হথেন করণকারক।

সম্পদান কারক (সম্প্রদান কারক— Dative case)

স্ব স্ব ভোগ করে যাহাকে কিছু দান করা হয় তাহাকে সম্পদান বা সম্প্রদান কারক বলে। "যস্মৈ দাতুকামো রোচতে ধারয়তে বা তং সম্পদানং।" সম্পদান কারকে চতুর্থী (চতুর্থী) বিভক্তি হয়।

যথা :- সো সমনস্‌স চীবরং দদাতি (সে শ্রমণকে চীবর দান করিতেছে)।

এখানে 'সমনস্‌স' সম্পদান কারক।

অপাদান কারক (Ablative case)

যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন বা পতিত হয় তাহাকে অপাদান কারক বলে। ‘যস্মাদাপেতি ভয়মাদত্তে বা তং অপাদানং’। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা: - রুক্মিণ্যা ফলানি পতন্তি বৃক্ষ হইতে ফলগুলি পড়িতেছে। এখানে ‘রুক্মিণ্যা’ অপাদান কারক।

ওকাস কারক (Locative case অধিকরণ কারক)

ক্রিয়ার আধারকে ওকাস বা অধিকরণ কারক বলে। ‘যো ধারো তং ওকাসং’। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা: - “বিহারে ভিক্ষু বসতি” বৌদ্ধ মন্দিরে ভিক্ষু বাস করেন। এখানে ‘বিহারে’ অধিকরণ কারক।

প্রত্যেক কারক আছে এমন একটি বাক্য রচনা করিয়া কারক নির্দেশ করা হইয়াছে।

“সো হথেন বিহারে ভিক্ষুস্ তহবিলম্বা চীবরং দদাতি”

১। সো - কর্তা কারক।

২। চীবরং - কন্ম কারক।

৩। হথেন - করণ কারক।

৪। ভিক্ষুস্ - সম্পাদান কারক

৫। তহবিলম্বা - অপাদান কারক

৬। বিহারে - ওকাস কারক

সম্বন্ধ পদ (Genitive case or Possesive case)

ক্রিয়ার সহিত যে পদের সম্বন্ধ না থাকিয়া বাক্যস্থিত অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

যথা: - ধম্মস্ সেবকো - ধর্মের সেবক।

সম্বোধন পদ (Vocative case আলাপন)

যে পদ দ্বারা কাহাকেও আহ্বান বা সম্বোধন করা বুঝায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলে। যথা :—

হে বালক ! —দারক !

সম্বোধন পদকে পালিতে ‘আলাপনং’ বলে।

সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কারক নহে কেন ?

ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্পর্ক থাকে তাহাকে কারক বলে। কিন্তু ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কারক নহে।

অনুশীলনী—৩

- ১। বচন কাহাকে বলে ? পালিতে বচন কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ২। লিঙ্গ শব্দের অর্থ কি ? লিঙ্গ কাহাকে বলে ? পালিতে লিঙ্গ কত প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ৩। পুরুষ বলিতে কি বুঝ ? পালিতে পুরুষ কয়টি ও কি-কি ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ৪। প্রত্যয় কাহাকে বলে ? প্রত্যয় কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।
- ৫। উদাহরণ সহ সংজ্ঞা দাও :— ধাতু, প্রকৃতি, বিভক্তি (Inflection) শব্দ বিভক্তি, ধাতু বিভক্তি, সম্বন্ধ পদ, সম্বোধন পদ।
- ৬। কারক কাহাকে বলে ? কারক কত প্রকার ও কি কি ? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।
- ৭। সকল কারক আছে এমন একটি পালি ভাষায় বাক্য রচনা করিয়া কারক নির্দেশ কর।

- ৮। সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কাহাকে বলে ? সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ কারক নহে কেন ?
- ৯। বিভক্তি (Case ending) বলিতে কি বুঝে বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি বাংলায় ও পাণ্ডিতে লিখ ।
- ১০। কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয় উদাহরণসহ বল ।
- ১১। উদাহরণসহ প্রত্যেক কারকের সংজ্ঞা দাও ।
- ১২। বড় অক্ষরে শব্দগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর ।
- ক) বুদ্ধো ধর্ম্যং দেসেসি—বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন ।
- খ) অহং ধর্ম্মং পূজেমি—আমি ধর্মকে পূজা করিতেছি ।
- গ) নিসীদি ভগবান সন্ধিঃ ভিক্ষুসংজ্ঞেন—ভগবান ভিক্ষুসংঘের সহিত বসিয়াছিলেন ।
- ঘ) উপাসকো ভিক্ষুনং দান দেতি—উপাসক ভিক্ষুগণকে দান দিতেছে ।
- ঙ) বৃক্ষশ্মা ফলানি পতন্তি—বৃক্ষ হইতে ফলগুলি পড়িতেছে ।
- ছ) সলিলে মচ্ছা সন্তি জলে মাছ আছে ।
- জ) সর্বৈপি চোরঃ অবজানন্তি—চোরকে সকলে ধিক্কার দেয় ।
- ঝ) ভিক্ষুস্ ভিক্ষং দেথ—ভিক্ষারীকে ভিক্ষা দাও ।
- ঝ) স্বপ্নভূমিঃ পরলংখ্যী দিটেঠাহোতি—ব্রহ্মদেশে শ্বেতহস্তী পাওয়া যায় ।
- ঞ) গিম্ভ্রকালে সুরিয়স্ উত্তাপো তিথিনং হোতি—গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ প্রখর হয় ।

চতুর্থ পাঠ

শব্দরূপ (Declension)

বিভক্তির স্বরূপ বা আকৃতি (Case ending)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা (Nominative)	সি (si)	যো (yo)
দ্বিতীয়া (Accusative)	অং (am)	যো (yo)
তৃতীয়া (Instrumental)	না (na)	হি (hi), ভি (Vhi)
চতুর্থী (Dative)	স (sa)	নং (nam)
পঞ্চমী (Ablative)	স্মা (sma) ম্‌হা (mha)	হি (hi) ভি (bhi)
ষষ্ঠী (Genitive)	স (sa)	নং (nam)
সপ্তমী (Locative)	স্মিং sming)	সু (su)

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের বিভক্তির রূপ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা (কর্তৃ)	ও	আ
দ্বিতীয়া (কর্ম্ম)	অং	এ
তৃতীয়া (করণ)	এন	এহি, এভি
চতুর্থী (সম্প্রদান)	অস্‌স, আয়	আনং
পঞ্চমী (অপাদান)	আ, অস্মা, অম্‌হা	এহি, এভি
ষষ্ঠী (সম্বন্ধ)	অস্‌স	অনং
সপ্তমী (অধিকরণ)	এ, অস্মিং, অম্‌হি	এসু
আশীষ্য (সম্বোধন)	অ	আ

অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

নর (Man মাহুষ)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নরো	নরা
দ্বিতীয়া	নরং	নরে
তৃতীয়া	নরেন	নরেহি, নরেভি
চতুর্থী	নরস্, নরায়	নরানং
পঞ্চমী	নরা, নরশ্চা, নরম্হা	নরেহি, নরেভি
ছট্ঠী	নরস্	নরানং
সপ্তমী	নরে, নরশ্চিং, নরম্হি	নরেশ্চ
আলাপনং	নর	নরা

দারক (boy বাসক)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	দারকো	দারকা
দ্বিতীয়া	দারকং	দারকে
তৃতীয়া	দারকেন	দারকেহি, দারকেভি
চতুর্থী	দারকস্, দারকার	দারকানং
পঞ্চমী	দারকা, দারকশ্চা, দারকম্হা	দারকেহি, দারকেভি
ছট্ঠী	দারকস্	দারকানং
সপ্তমী	দারকে, দারকশ্চিং, দারকম্হি	দারকেশ্চ
আলাপনং	দারক	দারকা

কয়েকটি অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ :— বৃদ্ধ, ধন্য, সংঘ, কাশ, যক্ষ, নাগ, দোস, মোহ, অসু, অজ, বক, সকুন, সুনথ, আলয়, রুদ্ধ, সুরিয়, চন্দ, পবন, সগং, অমট, বেজজ, সুভদ্রক, সীহ, দেব, অশ্ব, নাগ, ধগং, পুত্র, আচরিয়, সাবক, পাচক, দাস, জনক, বাণিজ, মুসিক, নিসিচর, মহাপিত, ইত্যাদি।

পু লিঙ্গ অমভাগান্ত শব্দান্তুত শব্দ

রাজা = (রাজত্- a King)

শিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	রাজা	রাজা, রাজানো
দ্বিতীয়া	রাজানং	রাজানো
তৃতীয়া	রাজে, রাজেন, রাজিনা	রাজেহি, রাজেভি, রাজুহি, রাজুভি
চতুর্থী	রাজে, রাজিনো, রাজস্	রাজানং
পঞ্চমী	রাজে, রাজস্মা, রাজম্হা	রাজেহি, রাজেভি, রাজুহি, রাজুভি
ষষ্ঠী	রাজে, রাজস্, রাজিনো	রাজে, রাজানং
সপ্তমী	রাজস্মি, রাজম্হি	রাজে
আলাপনং	রাজ, রাজা	রাজা

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

কপি = (Monkey – বানর)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	কপি	কপী, কপয়ো
দ্বিতীয়া	কপিং	কপী, কপয়ো
তৃতীয়া	কপিনা	কপীহি, কপীভি
চতুর্থী	কপিস্, কপিনো,	কপীনং
পঞ্চমী	কপিনা, কপিস্মা, কপিম্‌হা	কপীহি, কপীভি
ছট্‌ষ্ঠী	কপিস্	কপীনং
সপ্তমী	কপে, কপিস্মিং, কপিম্‌হি	কপীস্মু
আলাপনং	কপি,	কপী, কপয়ো

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ – মুনি, কবি, ইসি, অগ্গি, নিধি, অসি, পতি, দধি, রবি, মনি, গিরি, অরি, অতিধি, অহি, ইত্যাদি।

ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

মন্ত্ৰী = (Minister)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মন্ত্ৰী	মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰিনো
দ্বিতীয়া	মন্ত্ৰিঃ, মন্ত্ৰিনং	মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰিনো
তৃতীয়া	মন্ত্ৰিনো	মন্ত্ৰীহি, মন্ত্ৰীভি
চতুর্থী	মন্ত্ৰিস্, মন্ত্ৰিনা	মন্ত্ৰীনং
পঞ্চমী	মন্ত্ৰিনা, মন্ত্ৰিণা, মন্ত্ৰিম্‌হা	মন্ত্ৰীহি, মন্ত্ৰীভি
ষষ্ঠী	মন্ত্ৰিস্, মন্ত্ৰিনো	মন্ত্ৰীনং
সপ্তমী	মন্ত্ৰিণিঃ, মন্ত্ৰিম্‌হি	মন্ত্ৰীশু
অষ্টমী	মন্ত্ৰি	মন্ত্ৰী, মন্ত্ৰিনো

ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সমূহ মন্ত্ৰী-শব্দের রূপের ন্যায়।

দণ্ডী, দণ্ডী, বলী, যোগী, সুখী, হথী, বাদী।

-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

ভিক্খু = (Buddhist Monk)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ভিক্খু	ভিক্খু, ভিক্খবো
দ্বিতীয়া	ভিক্খং	ভিক্খু, ভিক্খবো
তৃতীয়া	ভিক্খনা	ভিক্খুহি, ভিক্খুভি
চতুর্থী	ভিক্খুস্স, ভিক্খুনো	ভিক্খুনং
পঞ্চমী	ভিক্খুস্সা, ভিক্খম্‌হা	ভিক্খুহি, ভিক্খুভি
ছট্‌ঠী	ভিক্খুস্স, ভিক্খুনো	ভিক্খুনং
সপ্তমী	ভিক্খুস্সিং, ভিক্খুম্‌হি	ভিক্খুস্স
অশ্লোকাপনং	ভিক্খু	ভিক্খু, ভিক্খবো

পিতু = (পিতা Father)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	পিতা	পিতরো
দ্বিতীয়া	পিতরং, পিতুং	পিতরো
তৃতীয়া	পিতরা, পিতুনো	পিতুহি, পিতুভি, পিতরেহি, পিতরেভি
চতুর্থী	পিতু, পিতুস্স, পিতুনো	পিতুনং, পিতুনং, পিতরানং, পিতানং
পঞ্চমী	পিতরা, পিতুনো	পিতুহি, পিতুভি, পিতরেহি পিতরেভি
ছট্‌ঠী	পিতু, পিতুস্স, পিতুনো	পিতুনং, পিতুনং, পিতরানং
সপ্তমী	পিতরি	পিতুস্স, পিতরেস্স, পিতঃনং
অশ্লোকাপনং	পিত, পিতা	পিতরো

উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সমূহ :- সখু, সেতু, কেতু, ভান্ন, বেণু
তরু, সাধু, জন্তু।

দীর্ঘ উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

সয়ন্তু = (বুদ্ধের গুণ প্রকাশক উপাধি)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সয়ন্তু	সয়ন্তু, সয়ন্তুবো
দ্বিতীয়া	সয়ন্তুং	সয়ন্তু, সয়ন্তুবো
তৃতীয়া	সয়ন্তুনা	সয়ন্তুহি, সয়ন্তুভি
চতুর্থী	সয়ন্তুস্, সয়ন্তুনো	সয়ন্তুনং
পঞ্চমী	সয়ন্তুস্মা, সয়ন্তুম্‌হা	সয়ন্তুহি, সয়ন্তুভি
ছট্‌ষ্ঠী	সয়ন্তুস্, সয়ন্তুনো	সয়ন্তুনং
সপ্তমী	সয়ন্তুস্মিং, সয়ন্তুম্‌হি	সয়ন্তুস্ব
আলাপনং	সয়ন্তু, সয়ন্তু	সয়ন্তু, সয়ন্তুবো

উ-কারান্ত পুংলিঙ্গের শব্দ সমূহ :—বেস্‌সত্ (বৈশ্বভ্র নামক বৃদ্ধ),
অভিত্ (Lord—প্রভু). যিতিত্ (বিশ্বজয়ী)

ও-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ

গো = (গরু) Cow

একবচন

বহুবচন

পঠমা	গো	গবো, গাবো
দ্বিতীয়া	গবং, গাবং, গবুং, গাবুং	গবো, গাবো
তৃতীয়া	গবেন, গাবেন	গবেহি, গাবেহি, গোহি, গোভি
		গবেভি, গাবেভি,
চতুর্থী	গবস্, গাবস্	গবং গোনং, গুন্নং
পঞ্চমী	গব্ধা, গাবা, গবন্মা, গাবন্মা, গবম্‌হা, গাবম্‌হা	গোহি, গোভি, গবেহি, গবেভি, গাবেহি, গাবেভি
ছট্‌ঠী	গবস্‌স, গাবস্‌স	গবং, গোনং, গুন্নং
সপ্তমী	গবে, গাবে, গবন্মি, গাবন্মি	গবেসু, গাবেসু, গোসু
অলাপনং	গো	গবো, গাবো

দ্রষ্টব্য :— গো শব্দের রূপ ত্রীলিঙ্গৈও একই প্রকার হয়।

পুংলিঙ্গ অন্ত, মন্ত, ভাগান্ত শব্দোদ্ভূত শব্দ

ভগবা = {ভগবন্ত = ভগবান}

একবচন

বহুবচন

পঠমা -

ভগবা

ভগবন্তো, ভগবস্তা

দ্বিতীয়া

ভগবন্তং, ভগবং

ভগবন্তো, ভগবন্তে

ততীয়া

ভগবতা, ভগবন্তেন

ভগবন্তেহি, ভগবন্তেভি

চতুর্থী

ভগবতো, ভগবন্তস্

ভগবতং, ভগবন্তানং

পঞ্চমী

ভগবতা, ভগবন্তস্মা, ভগবন্তম্‌হা

ভগবন্তেহি, ভগবন্তেভি

ছট্‌তী

ভগবতো, ভগবন্তস্

ভগবতং, ভগবন্তানং

সপ্তমী

ভগবতি, ভগবন্তে

ভগবন্তেশু

আলাপনং

ভগবা

ভগবন্তো, ভগবস্তা

অমুরূপ শব্দ সমূহ :- গুণবা (গুণবন্ত), সীলবা (সীলবন্ত), অরহা (অরহন্ত)
মববা (মববন্ত), মহা (মহন্ত), ধনবা (ধনবন্ত) ।

আ - কারান্ত ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিভক্তিরূপ

একবচন

বহুবচন

পঠমা

আ

আয়, আয়ো

দ্বিতীয়া

অং

আ, আয়ো

ততীয়া

আয়

হি, ভি

চতুর্থী

আয়

নং

পঞ্চমী

আয়

হি, ভি

ছট্‌তী

আয়

নং

সপ্তমী

আয়, আয়ং

শু

আলাপনং

এ

আ, আয়ো

আ-কারান্ত জীলিঙ্গ শব্দের রূপ
দারিক (বালক—girl)

একবচন

বহুবচন

পঠমা	দারিকা	দারিকা, দারিকায়ো
দ্বিতীয়া	দারিকং	দারিকা, দারিকায়ো
তৃতীয়া	দারিকায়	দারিকাহি, দারিকাভি
চতুর্থী	দারিকায়	দারিকানং
পঞ্চমী	দারিকায়	দারিকাহি, দারিকাভি
ছট্ঠী	দারিকায়	দারিকানং
সপ্তমী	দারিকায়, দারিকায়ং	দারিকান্স
আলাপনং	দারিকে	দারিকা, দারিকায়ো

আ-কারান্ত জীলিঙ্গের কয়েকটি শব্দ

কণ্ণা (Daughter), ভরীয়া (Wife), লতা (Creeper), দেবতা (Goddess), বাত্ৰা (News), যবনিকা (Screen), কুঞ্চিকা (Key), তন্হা (Thirst), কত্তারিকা (Knife), পাছকা (Shoe), সোভা (Beauty), কংকতিক {Comb}, ইচ্ছা {Wish}, তারকা {Star}, চন্দিমা (Moon), চিন্তা (Thought), বিজ্ঞা (Learning), সভা (Meeting), নিদ্দা ((Sleep), পূজা (Worship), লজ্জা (Shame), দিন পঞ্জিকা (Calendar) ভিক্ষা (Alms), সেবা (Service), বাচা (Speech), গাথা (Stanza)

ই-কারান্ত জীলিঙ্গ শব্দের রূপ

রত্তি {রাত্রি Night}

একবচন

বহুবচন

পঠমা	রত্তি	রত্তী, রত্তিয়ো
দ্বিতীয়া	রত্তিং	রত্তী, রত্তিয়ো
তৃতীয়া	রত্তিয়া, রত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
চতুর্থী	রত্তিয়া, রত্যা	রত্তীনং
পঞ্চমী	রত্তিয়া, রত্যা	রত্তীহি, রত্তীভি
ষষ্ঠী	রত্তিয়া, রত্যা	রত্তীনং
সপ্তমী	রত্তিয়া, রত্তিয়ং, রত্যা, রত্যাং	রত্তীশু
আশাঢ়মাস	রত্তি	রত্তী, রত্তিয়ো

শব্দ সমূহ :—মতি (Intellect), জাতি (Birth), ভূমি (Earth), মুক্তি (Freedom), ছবি (Picture), সতি (Memory), ধূলি (Dust), সক্তি (Power), কীৰ্ত্তি (Fame), সমিতি (Assembly), ধিতি (Patience), সিদ্ধি (Success), অঙ্গুলি (Finger), বৃষ্টি {Rain} ভেঙ্গি {Drum}

ঈ-কারান্ত জীলিঙ্গ শব্দ বিভক্তির রূপ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	ঈ	ঈ, য়ো
দ্বিতীয়া	ং	ঈ, য়ো
তৃতীয়া	আ	হি, তি
চতুর্থী	আ	নং
পঞ্চমী	আ	হি, তি
ছট্ঠী	আ	নং
সপ্তমী	আ, অং	স্ব
আলাপনং	ঈ, ই	ঈ, য়ো

ঈ-কারান্ত জীলিঙ্গ শব্দের রূপ

নদী = (River)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	নদী	নদী, নদিয়ে
দ্বিতীয়া	নদিং	নদী, নদিয়ে
তৃতীয়া	নদিয়া	নদীহি, নদীভি
চতুর্থী	নদিয়া	নদীনং
পঞ্চমী	নদিয়া	নদীহি, নদীভি
ছট্ঠী	নদিয়া	নদীনং
সপ্তমী	নদিয়া, নদিয়ং	নদীস্ব
আলাপনং	নদী, নদি	নদী, নদিয়ে

ଶବ୍ଦ ସମୂହ :— ଦାମ୍ଭୀ, ଭଗିନୀ, ନାରୀ, ଦେବୀ (Queen) କୁମାରୀ
 (ମାଧବୀ), ପୃଥିବୀ (Earth ପୃଥିବୀ, ମୃତ୍ୟୁ, (କାଳି), ମୃତ୍ୟୁ (ବାହ୍ୟ),
 ନୁନ (Nun),

ଉ-କାରାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ

ସ୍ତ୍ରୀ (ଗାଈ — Cow)

ଏକବଚନ

ବହୁବଚନ

ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ
ମାଈ	ସ୍ତ୍ରୀ	ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ

ଶବ୍ଦ ସମୂହ :— ଶାଢ଼ୀ (ଶାଢ଼ୀ ବାହ୍ୟ ରବିତ ଅଛି—Ralic), ମାଠି
 (ମାଠି), ଶାଢ଼ୀ (ଶାଢ଼ୀ), ଶାଢ଼ୀ (Rice-gruel), ଶାଢ଼ୀ (ଶାଢ଼ୀ), ଶାଢ଼ୀ
 (Sand—ବାଲି)

ঋ-কারান্ত শব্দোদ্ভূত জ্ঞানিঙ্গ শব্দ

মাতৃ = (মাতৃ - Mother)

একবচন

বহুবচন

পঠমা

মাতা

মাতা, মাতরো

দ্বিতীয়া

মাতরং

মাতরো মাতরে

তৃতীয়া

মাতরা, মাতুয়া

মাতরেহি, মাতরেভি

মাতুহি, মাতুভি

চতুর্থী

মাতু, মাতুয়া

মাতরানং মাতানং

মাতুনং, মাতুনং

পঞ্চমী

মাতরা মাতুয়া

মাতরেহি, মাতরেভি

মাতুহি, মাতুভি

ছট্ঠী

মাতু, মাতুয়া, মাতুস্

মাতরানং, মাতানং

মাতুনং, মাতুনং

সপ্তমী

মাতরি, মাতুয়া, মাতুয়ং

মাতুস্, মাতরেস্

আলাপনং

মাত, মাতা

মাতরো, মাতা

দীর্ঘ উ-কারান্ত ক্রীলিঙ্গ শব্দ

বধু (পুত্র বধু)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বধু	বধু, বধুরো
দ্বিতীয়া	বধুং	বধু, বধুরো
ততীয়া	বধুয়া	বধুহি, বধুভি
চতুর্থী	বধুয়া	বধুনং
পঞ্চমী	বধুয়া	বধুহি, বধুভি
ষষ্ঠী	বধুয়া	বধুনং
সপ্তমী	বধুয়া, বধুয়ং	বধুস্ব
আলাপনং	বধু	বধু, বধুয়া

শব্দ সমূহ : - জন্ম (জাম), চন্ম (সৈন্ত), তন্ম (দেহ)

অ-কারান্ত ক্রীলিঙ্গ শব্দের বিভক্তির রূপ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অং	আমি
দ্বিতীয়া	অং	আমি
ততীয়া	এন	এহি, এভি
চতুর্থী	অস্‌স, অয়	আনং
পঞ্চমী	আ, অশ্বা, অম্‌হা	এহি, এভি
ষষ্ঠী	অস্‌স	আনং
সপ্তমী	এ, অশ্বিং, অম্‌হি	এস্ব
আলাপনং	অ	আমি

অ-কারান্ত ক্রীতলিঙ্গ শব্দের রূপ

ফল (Fruit)

একবচন

বহুবচন

পঠমা

ফলং

ফলানি

দ্বিতীয়া

ফলং

ফলানি

তৃতীয়া

ফলেন

ফলেহি, ফলেভি

চতুর্থী

ফলস্‌স, ফলস্‌য়

ফলানং

পঞ্চমী

ফলা, ফলস্মাং, ফলম্‌হা

ফলেহি, ফলেভি

ছট্‌ঠী

ফলস্‌স

ফলানং

সপ্তমী

ফলে, ফলস্মিং ফলম্‌হি

ফলেসু

আলাপনং

ফল

ফলানি

শব্দ সমূহ : বিতান (Canopy, সামিয়ানা, চাঁদোয়া), পাসান-ফলক (Stale), চিত্ত (Mind), পুষ্প (Flower), ঔষধ Medicine হৃদয় (heart), খেত (field) পাপ (Sin), পুণ্ড্র (Virtue), পত্র (Letter), পোথক (Book), কমল (পদ্ম) (Lotus) উদক (Water), চীবর (Robe)

ই-কারান্ত ক্রীত লিঙ্গ শব্দ

বারি—(Water—জল)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	বারি	বারী, বারীনি
দ্বিতীয়া	বারিং	বারী, বারীনি
তৃতীয়া	বারিনা	বারীহি, বারীভি
চতুর্থী	বারিস্‌স, বারিনো	বারীনং
পঞ্চমী	বারিনা বারিস্মা, বারিস্ম্‌হা	বারীহি, বারীভি
ছট্‌ষ্ঠী	বারিস্‌স, বারিনো	বারীনং
সপ্তমী	বারিস্মিং, বারিহি	বারীস্মু
আলাপনং	বারি	বারী, বারীনি

শব্দসমূহ :—আক্‌থি (চক্ষু), সপ্লি (বৃত্ত), আট্‌টি (অস্থি),
দধি (দধি), সথি (Thigh—উরু)

ব্রহ্ম উ-কারান্ত ক্রীবাঙ্গ শব্দ

মধু - (Honey)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	মধু	মধু, মধুনি
দ্বিতীয়া	মধুং	মধু, মধুনি
তৃতীয়া	মধুনা	মধুহি, মধুভি
চতুর্থী	মধুনো, মধুস্	মধুনং
পঞ্চমী	মধুনা, মধুস্মা, মধুস্মহা	মধুহি, মধুভি
ষষ্ঠী	মধুনো, মধুস্	মধুনং
সপ্তমী	মধুস্মি, মধুস্মহি	মধুস্ম
অলাপনং	মধু	মধু, মধুনি

শব্দসমূহ :— অস্ম (অশ্ব), মস্ম (দাড়ি - Beard), আয়ু (জীবন Life) জানু (হাঁট), অম্ব (Water), ধনু (Bow), অলাবু (লাউ Gourd) বথু (গল্প Story), বস্তু (দ্রব্য Thing), দারু (Wood)।

ব্যক্তি বাচক সর্বনাম শব্দের রূপ

অম্-হ-অহং-আমি (First Person)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	অহং	ময়ং, অম্‌হে, নো
দ্বিতীয়া	মং, মমং	অম্‌হে, অম্‌হাকং, নো
তৃতীয়া	ময়া, মে	অম্‌হেহি, অম্‌হেভি
চতুর্থী	মম, মে, ময়হং, অম্‌হং, মমং	অম্‌হাকং, নো
পঞ্চমী	ময়া, মে	অম্‌হেহি, অম্‌হেভি
ষষ্ঠী	মম, মে, ময়হং, অম্‌হং, মমং	অম্‌হাকং, নো
সপ্তমী	ময়ি	অম্‌হেশু

তুম্‌হ = ত্ব = তুমি (you)

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	তং	তুম্‌হে
দ্বিতীয়া	তং, তবং, ত্বং, ত্ববং	তুম্‌হে, তুম্‌হাকং, বো
তৃতীয়া	ত্বয়া, তে, তয়া	তুম্‌হেহি, তুম্‌হেভি
চতুর্থী	তব, ত্বয়হং, ত্বহং, তে	তুম্‌হাকং, তুম্‌হং
পঞ্চমী	তয়া, ত্বয়া, তে	তুম্‌হেহি, তুম্‌হেভি
ষষ্ঠী	তব, ত্বয়হং, তুম্‌হং, তে	তুম্‌হাকং, তুম্‌হং
সপ্তমী	তয়ি, ত্বয়ি	তুম্‌হেশু

সো = সে, তিনি (He) পুংলিঙ্গ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	সো	তে
দ্বিতীয়া	তং, নং	তে
তৃতীয়া	তেন, নেন	তেহি, তেভি
চতুর্থী	তস্, নস্, তাস্	তেসং, তেসানং
পঞ্চমী	তস্মা, নস্মা, তাস্মা, তম্ হা	তেহি, তেভি
ছট্ঠী	তস্, নস্, তাস্	তেসং, তেসানং
সপ্তমী	তস্মিং, তম্ হি	তেসু

স্যা = সে, তিনি (She) স্ত্রীলিঙ্গ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঠমা	স্যা	তা, তায়ে
দ্বিতীয়া	তং	তা, তায়ে
তৃতীয়া	তায়, তস্	তাহি, তাভি
চতুর্থী	তায়, তস্মা	তাসং
পঞ্চমী	তায়, তস্মা	তাহি, তাভি
ছট্ঠী	তায়, তস্মা	তাসং
সপ্তমী	তায়, তায়ং, তস্মং	তাসু

ইহা, উহা (It, ক্রীবলিঙ্গ

	একবচন	বহুবচন
পঠমা	তং	তানি
দ্বিতীয়া	তং	তানি
তৃতীয়া	তেন	তেহি, তেভি
চতুর্থী	তস্	তেসং
পঞ্চমী	তস্মা	তেহি, তেভি
ছট্ঠী	তস্	তেসুং
সপ্তমী	তস্মিং	তেসু

অনুশীলনী - ৪

- ১। নর শব্দের রূপ লিখ।
- ২। দারিকা শব্দের রূপ লিখ।
- ৩। ফল শব্দের রূপ লিখ।
- ৪। বারি শব্দের রূপ লিখ।
- ৫। নদী শব্দের রূপ লিখ।
- ৬। রাজা শব্দের রূপ লিখ।
- ৭। অহং শব্দের রূপ লিখ।
- ৮। সো শব্দের রূপ লিখ।
- ৯। কপি শব্দের রূপ লিখ।
- ১০। ভিক্ষু শব্দের রূপ লিখ।

পঞ্চম পাঠ

Tense and Mood (কাল এবং ক্রিয়ার ভাব)

কাল (tense) — ক্রিয়া নিম্পন্ন হওয়ার সময়কে কাল বা tense বলে।
পালিতে কাল তিন প্রকার। যথা :—১। বর্তমান (বর্তমান কাল present tense) ২। অতীত কাল (past tense) ৩। ভবিষ্যন্তি (future tense ভবিষ্যৎ কাল)।

১। বর্তমান বা বর্তমান কাল (present tense) — যে কাজ বর্তমানে বা এখন হয় বা হইতেছে বুঝায় তাহাকে বর্তমান বা বর্তমান কাল বলে।
যথা :—আমি যাই—অহং গচ্ছাম।

২। অতীত কাল (past tense) — যে কাজ অতীতে বা পূর্বে হইয়াছে বুঝায় তাহাকে অতীত কাল বলে। যথা :—আমি গিয়াছিলাম —
অহং গচ্ছিং।

৩। ভবিষ্যৎ কাল বা ভবিষ্যন্তি (future tense) — যে কাজ ভবিষ্যতে বা পরে হইবে বুঝায় তাহাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যথা :—আমি যাইব—অহং গচ্ছিস্যামি।

ক্রিয়ার ভাব (mood) — যে ক্রিয়া বিভিন্ন রীতিতে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকে ক্রিয়ার ভাব বা mood বলে।

আখ্যাতিক বিভক্তি — ধাতুর উত্তর যে সকল ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাদিগকে আখ্যাতিক বিভক্তি বলে। পালি ভাষায় আখ্যাতিক বা mood

আট প্রকার। যথা—বর্তমানা, পঞ্চমী, সন্তমী, পরোক্ষা, হীয়ন্তনী, অজ্ঞতনী, ভবিষ্যন্তি, এবং কালতিপত্তি।

বর্তমান কাল তিনটি Mood এ বিভক্ত—যথা : ১) বর্তমানা (present indicative) ২) পঞ্চমী (imperative) এবং সন্তমী (optative)

অতীত কাল তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—পরোক্ষা (past perfect) হীয়ন্তনী (past imperfect) এবং অজ্ঞতনী (aorist বা past tense)

ভবিষ্যৎ কাল দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ভবিষ্যন্তি (future tense) এবং কালতিপত্তি (conditional mood)

১। বর্তমানা (present tense)—বর্তমান কালে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে কিংবা কর্তার অভাস বুঝাইলে ধাতুর উত্তর বর্তমানা বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—সে চাঁদ দেখিতেছে—সো চন্দং পস্মতি।

২। পঞ্চমী (imperative mood)—অনুরোধ, আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, আশীর্বাদ, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি বুঝাইলে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই ধাতুর উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—সত্য কথা বলিও—সচ্চং ক্রহি। আমাকে একটি বই দাও—পোথকং মে দেহি।

৩। সন্তমী (optative mood বা potential mood) অনুমতি, পরিকল্পনা বা সম্ভাবনা এবং ইচ্ছা অর্থে ধাতুর উত্তর সন্তমী বিভক্তি হয়। যথা—এখন ছাত্রদের স্থলে যাওয়া উচিত—ইদানি সাবকা বিজ্ঞালয়ং গচ্ছেয়ুঃ।

দ্রষ্টব্য—ইংরেজীতে potential mood অর্থে may, can, must প্রভৃতি সহকারী ক্রিয়া বুঝায়।

৪। পরোক্ষা (past perfect) — অতীত কালে যে কাজ সর্বাপেক্ষা অধিকতর পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে বুঝাইলে পরোক্ষা বিভক্তি যুক্ত হয়।

যথা — তিনি এই রকম বলিয়া ছিলেন — সে। ইদং আহ।

৫। হীয়ন্তনী (past imperfect) — যে কাজ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ গতকলা সম্পাদিত হইয়াছে বুঝায় তাহাতে হীয়ন্তনী বিভক্তি যুক্ত হয়।

যথা — বালিকা ভাত পাক করিয়াছে — দারিকা ভত্তং অপচা।

৬। অজ্ঞতনী (aorist বা past tense) — অদ্য প্রভৃতি স্বল্পকালের অতীতের ঘটনা বুঝাইতে ধাতুর উত্তর অজ্ঞতনী বিভক্তি হয়। যথা — আমি বালিকাটিকে দেখিয়াছি — অহং দারকং পংসিসং।

৭। ভবিস্বস্তুতি (future tense) — ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ভবিস্বস্তুতি বিভক্তি হয়। যথা — রাম বনে যাইবে — রামো বনং গচ্ছিস্বস্তুতি।

৮। কালতিপত্তি (conditional tense) — ক্রিয়ার সময় অতীত হইয়া গেলে অর্থাৎ ক্রিয়া ঘটবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ঘটে নাই এইরূপ বুঝাইলে কালতিপত্তি বিভক্তি হয়। যথা — আমি রাজা হইলে রাজ্য বিস্তার করিতাম — সচে অহং রাজ্য অভবিস্বসং রজ্জং বিখারয়িস্বসং।

বাচ্য (Voice)

বাচ্য — গঠনে ক্রিয়ার রূপভেদে ক্রিয়ার বর্ণনায় কর্তা, কর্ম বা ক্রিয়ারই প্রধাণ প্রকাশ করে। বাচ্যের বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গীকে বাচ্য বা voice বলে। বাচ্য প্রধানত তিন প্রকার। যথা — ক) কর্তৃবাচ্য (active voice) খ) কর্মবাচ্য (passive voice) গ) ভাব বাচ্য (reflexive voice)।

ক) কর্তৃবাচ্য (active voice) — যে বাক্যে কর্তার প্রধান্য থাকে তাহাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যথা— সে চন্দ্র দেখে—সো চন্দ্র পস্‌সতি।

খ) কর্মবাচ্য (passive voice) — যে বাক্যে কর্মের প্রধান্য থাকে তাহাকে কর্মবাচ্য বলে। (passive voice) যথা—তাহা কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হয়—তেন চন্দো দিস্‌সতে।

গ) ভাববাচ্য (reflexive voice) — যে বাক্যে ক্রিয়ার অর্থ প্রধান্য থাকে তাহাকে ভাববাচ্য বলে। যথা—তাহাকে যাইতে হইবে—তেন গম্মতে।

ভাব বাচ্যে কর্তা তৃতীয় বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া সব সময় প্রথম পুরুষ এবং একবচন হয়। ক্রিয়ার কোন কর্ম থাকে না।

এতদ্ব্যতীত কর্ম-কর্তৃবাচ্য নামে আর এক প্রকার বাচ্য আছে।

কর্ম-কর্তৃবাচ্য (passive active voice বা quasi passive voice) — যে বাক্যে কর্তা ব্যতীত কর্ম নিজেই যেন সম্পন্ন হইতেছে বুঝায় তাহাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্য বলে। কর্মটি প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—বৃক্ষটি নিজেই ছিন্ন হইতেছে—রুক্ণো সগমেব ছিন্দতে।

ক্রিয়াপদ (Verb)

১। ধাতু (root — ক্রিয়ার মূলকে ধাতু বলে। যথা—ভু, গম ইত্যাদি।

২। ক্রিয়া (verb) — যাহা দ্বারা করা, ধরা, হওয়া, লওয়া, যাওয়া ইত্যাদি কাজ করা বুঝায় তাহাকে ক্রিয়া বলে।

ক্রিয়া প্রধানত দুই প্রকার। যথা—ক) সমাপিকা ক্রিয়া ও খ) অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক) সমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়

তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। (finite verb)। যথা—রাম বই পড়ি-
তেছে—রামো পোখকং পঠতি।

খ) অসমাপিকা ক্রিয়া—যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না
পাইয়া অল্প ক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
পালিতে gerund ও infinitive দুইটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। Gerund (দ্বা প্রত্যয় ক্রিয়া)—ধাতুর উত্তর দ্বা, দ্বান ইত্যাদি যোগ
করিয়া gerund গঠিত হয়। বাংলায় ক্রিয়ার শেষে 'ইয়া' এবং ইংরেজী verb
এর শেষে ing থাকিলে দ্বা প্রত্যয় যোগ করিয়া পালিতে অসমাপিকা
ক্রিয়া (gerund) গঠন করিতে হয়। যথা—আমি ভাত খাইয়া বিছালয়ে
গিয়াছিলাম অহং ভত্তং খাদিত্বা বিজ্জালয়ং গচ্ছিং।

২। Infinitive (তুং প্রত্যয় ক্রিয়া)—ধাতুর উত্তর তুং, তাবে, তুয়ে ইত্যাদি
যোগ করিয়া পালিতে infinitive গঠিত হয়। বাংলা ক্রিয়ার শেষে 'তে'
প্রত্যয় এবং ইংরেজী verb এর পূর্বে 'to' থাকিলে পালিতে অসমাপিকা
ক্রিয়া infinitive গঠন করিতে হয়।

সাধারণতঃ gerund এ 'দ্বা' এবং Infinitive এ 'তুং' এর ব্যবহার
বেশী হয়।

৩। কর্মভেদে ক্রিয়া আবার দুই প্রকার। যথা—ক) সক্রমক ক্রিয়া
ও খ) অক্রমক ক্রিয়া।

ক) সক্রমক ক্রিয়া (transative verb)—যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহাকে
সক্রমক ক্রিয়া বলে। যথা—সে আম খাইতেছে - সো অহং খাদতি।

কোন কোন বাক্যে দুইটি কর্ম থাকে তাহাকে দ্বিক্রমক ক্রিয়া বলে।
যথা—শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—সিক্ষকো অন্তে বাসিকং
পঞহং পুচ্ছতি।

খ) অকর্মক ক্রিয়া (intransative verb) - যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না তাহাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যথা - আমি যাইতেছি - অহং গচ্ছামি।

৪। সমধাতুজ কর্ম (cognate object) - বাক্যের ক্রিয়া ও কর্ম একই ধাতু হইতে গঠিত হইলে ঐ কর্ম পদকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যথা - সে এক ঘুম ঘুমাইতেছে - সে একং নিদ্রং নিদ্রায়তি।

৫। নিজস্ব ক্রিয়া (causative verb) - যে ক্রিয়া কর্তা নিজে না করিয়া অন্ত্রের দ্বারা করাইলে তাহাকে নিজস্ব বা প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যথা - শিক্ষক ছাত্রকে হাসাইতেছেন - শিক্ষকৌ অন্ত্রবাসিকং হাসাপেতি।

অনুশীলনী-৫

- ১। কাল বলিতে কি বুঝ? কাল কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।
- ২। ক্রিয়ার ভাব Mood বলিতে কি বুঝ। কালসমূহ কয়টি Mood এ বিভক্ত ও কি কি?
- ৩। বাচ্য কাহাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।
- ৪। ক্রিয়া কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।
- ৫। কর্মভেদে ক্রিয়া কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।

ষষ্ঠ পাঠ

ক্রিয়া বিভক্তির আকৃতি—(Suffixes of verbs)

কর্তৃবাচ্য—(active voice পরস্‌সপদ)

বর্তমান—(present tense)

	পঠম পুরিসো	মজ্জ্বিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	তি	সি	মি
বহুবচন	অন্তি	থ	ম

কর্মবাচ্য—(passive voice)—অন্তনোপদ

	তে	সে	এ
একবচন			
বহুবচন	অন্তে	ব্‌হে	ম্‌হে

পঞ্চমী (imperative mood) পরস্‌সপদ (active voice)

	তু	হি	মি
একবচন			
বহুবচন	অন্তু	থ	ম

অন্তনোপদ (passive voice)

	তং	স্ব	এ
একবচন			
বহুবচন	অন্তং	ব্‌হো	আমসে

সত্ত্বো (optative mood)**পরস্পদ (active voice)**

	পঠম পুরিসো	মজ্জ্বিম পুরিসো	উত্তমপুরিসো
একবচন	এয়া	এয়াসি	এয়ামি
বহুবচন	এয়াং	এয়াথ	এয়াম

অন্তনোপদ (passive voice)

	এথ	থো	এয়াং
একবচন			
বহুবচন	এয়াং	এয়াব্হো	এয়াম্হে

অজ্ঞতলী (aorist past tense)**পরস্পদ (active voice)**

	ই	ই	ইং
একবচন			
বহুবচন	ইংসু	ইথ	ইম্হা

অন্তনোপদ {passive voice}

	আ	সে	অ
একবচন			
বহুবচন	উ	ব্হং	ম্হে

ভবিষ্যন্তি (future tense)**পরস্পদ active voice)**

	ইস্‌সতি	ইস্‌সসি	ইস্‌সামি
একবচন			
বহুবচন	ইস্‌সন্তি	ইস্‌সথ	ইস্‌সাম

অন্তনোপদ (passive voice)

	পঠম পুরিসো	মজ্জিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	ইস্ সতে	ইস্ সসে	ইস্ সং
বহুবচন	ইস্ সন্তে	ইস্ সবহে	ইস্ সামহে

পারোক্তা (past perfect tense)

পরস্ সপদ (active voice, কৃত্বাচ্য)

	অ	এ	অ
একবচন	উ	ইথ	ইমহ্

অন্তনোপদ

	ইথ	ইথো	ই
একবচন	ইরে	ইব্ হো	ইম্ হে

হীযুক্তনী past imperfect tense

পরস্ সপদ (active voice, কৃত্বাচ্য)

	আ	ও	অ
একবচন	উ	থ	ম্ হা

অন্তনোপদ (passive voice, কর্মবাচ্য)

	থ	সে	ইং
একবচন	থুং	ব্ হং	আমসহে

কালাতিশক্তি (conditional mood)

পরস্‌সপদ (active voice কর্তৃবাচ্য)

	পঠম পুরিসো	মজ্জিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	ইস্‌।	ইস্‌সে	ইস্‌সং
বহুবচন	ইস্‌সংসু	ইস্‌সথ	ইস্‌সম্‌হা

অন্তনোপদ (passive voice)

	ইস্‌সথ	ইস্‌হে	ইস্‌সং
একবচন	ইস্‌সিংসু	ইস্‌সব্‌হে	ইস্‌সাম্‌হেসে

ধাতুরূপ (conjugation)

ভূ=ভব (to be—হওয়া)

বর্তমানা (present tense), পরস্‌সপদ (active voice)

	ভবতি	ভবসি	ভবামি
একবচন	ভবন্তি	ভবথ	ভবাম

অন্তনোপদ (passive voice)

	ভবতে	ভবসে	ভবে
একবচন	ভবন্তে	ভবব্‌হে	ভবাম্‌হে

পঞ্চমী (imperative) পরস্‌সপদ (active voice)

	ভবতু	ভবাহি	ভবামি
একবচন	ভবন্তু	ভবাত	ভবাম

অন্তনোপদ (passive voice)

	পঠম পুরিসো	মজ্জ্বিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	ভবতং	ভবস্মু	ভবে
বহুবচন	ভবন্তং	ভব্বেহো	ভবামসে

সন্তমী (optative) পরস্পদ

একবচন	ভবে, ভবেয়্য	ভবে, ভবেয়্যামি	ভবে, ভবেয়্যামি
বহুবচন	ভবেয়্যং	ভবেয়্যাথ	ভবেয়্যাম

অন্তনোপদ (passive voice)

একবচন	ভবেথ	ভবেথো	ভবেয়্যং
বহুবচন	ভবেবং	ভবেয়্যবহো	ভবেয়্যামহে

অজ্ঞতনী (past tense) পরস্পদ (active voice)

একবচন	ভবি	ভবি	ভবিং
বহুবচন	ভবিংস্মু	ভবিথ	ভবিম্হা

অন্তনোপদ (passive voice)

একবচন	অভবা	অভবসে	অভবং
বহুবচন	অভবু	অভবিব্হং	অভবিম্হা

ভবিস্তিস্তি (future tense— ভবিষ্যৎকাল) পরস্পদ

একবচন	ভবিস্তিস্তি	ভবিস্তিসি	ভবিস্তিসামি
বহুবচন	ভবিস্তিস্তি	ভবিস্তিস্থ	ভবিস্তিসাম

অন্তনোপদ

	পঠম পুরিসো।	মজ্জ্বিম পুরিসো।	উত্তম পুরিসো।
একবচন	ভবিস্ সতে	ভবিস্ সসে	ভবিস্ সাং
বহুবচন	ভবিস্ সন্তে	ভবিস্ সবহে	ভবিস্ সামহে

পর্যোক্তা (past perfect tense) — পরস্পদ (active voice)

একবচন	বভূব	বভূবে	বভূষ
বহুবচন	বভূবু	বভূবিত্ব	বভূবিস্মহে

অন্তনোপদ (passive voice)

একবচন	বভূষিত্ব	বভূষিত্বো	বভূষি
বহুবচন	বভূষিবরে	বভূষিবহো	বভূষিস্মহে

হীযন্তনী (past imperfect tense) পরস্পদ (active voice)

একবচন	অভবা	অভবো	অভব, অভবং
বহুবচন	অভব	অভবথ	অভবস্মহা

হীযন্তনী (past imperfect tense) অন্তনোপদ (passive voice)

একবচন	অভথ	অভবসে	অভষিং
বহুবচন	অভথং	অভব্ধং	অভবাস্মহা

কালাত্তিপত্তি (conditional) পরস্ সপদ (active voice)

	পঠম পুরিসো	মজ্জ্বিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	অভবিস্ সা	অভবিস্ সসে	অভবিস্ সং
বহুবচন	অভবিস্ সংসু	অভবিস্ সথ	অভবিস্ সমহা

কালাত্তিপত্তি (conditional) অন্তনোপদ (passive voice)

	অভবিস্ সথ	অভবিস্ সসে	অভবিস্ সং
একবচন	অভবিস্ সথ	অভবিস্ সসে	অভবিস্ সং
বহুবচন	অভবিস্ সংসু	অভবিস্ সবহে	অভবিস্ সামহসে

✓ গম = যাওয়া (to go) পরস্ সপদ
বক্তমানা (present tense)

	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছাম

পঞ্চমী (imperative)

	গচ্ছতু	গচ্ছ, গচ্ছাহি	গচ্ছামি
একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ, গচ্ছাহি	গচ্ছামি
বহুবচন	গচ্ছন্তু	গচ্ছথ	গচ্ছাম

সপ্তমী (optative)

	গচ্ছৈয়া	গয়েচ্ছৈয়াসি	গচ্ছৈয়ামি
একবচন	গচ্ছৈয়া	গয়েচ্ছৈয়াসি	গচ্ছৈয়ামি
বহুবচন	গচ্ছৈয়াং	গচ্ছৈয়াথ	গচ্ছৈয়াম

অজ্ঞতনী (aorist)

	পঠম পুরিসো	মজ্জিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছি, অগচ্ছি	গচ্ছিং
বহুবচন	গচ্ছিংসু	গচ্ছিথ	গচ্ছিম্‌হা

ভবিষ্যৎ (future tense)

একবচন	গচ্ছিষ্যতি, গমিষ্যতি	গচ্ছিষ্যসি, গমিষ্যসি	গচ্ছিষ্যামি গমিষ্যামি
বহুবচন	গচ্ছিষ্যন্তি, গমিষ্যন্তি	গচ্ছিষ্যথ, গমিষ্যথ	গচ্ছিষ্যসাম গমিষ্যাম

✓ ঠা = তিট্‌ঠতি — (দাঁড়ান to stand)

বর্তমান (present tense)

একবচন	তিট্‌ঠতি	তিট্‌ঠসি	তিট্‌ঠামি
বহুবচন	তিট্‌ঠন্তি	তিট্‌ঠথ	তিট্‌ঠাম

পঞ্চমী (imperative)

একবচন	তিট্‌ঠতু	তিট্‌ঠহি	তিট্‌ঠামি
বহুবচন	তিট্‌ঠন্তু	তিট্‌ঠথ	তিট্‌ঠাম

সম্ভবী (optative)

একবচন	তিটে'ঠয়া	তিটে'ঠয়াসি	তিটে'ঠয়ামি
বহুবচন	তিটে'ঠয়াং	তিটে'ঠয়াথ	তিটে'ঠয়াম

অজ্ঞতনী (aorist)

	পঠম পুরিসো	মজ্জ্বিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	তিটি'ঠ. অট'ঠাসি	তিটি'ঠ, অট'ঠাসি	তিটি'ঠং, অট'ঠাসিং
বহুবচন	তিটি'ঠংসু, অট'ঠংসু	তিটি'ঠখ, অট'ঠাসিখ	তিটি'ঠম্‌হা অট'ঠাসিম্‌হা

ভবিস্বস্তু (future tense)

একবচন	তিটি'ঠস্বস্তু	তিটি'ঠস্বসি	তিটি'ঠস্বসামি
বহুবচন	তিটি'ঠস্বস্তি	তিটি'ঠস্বসথ	তিটি'ঠস্বসাম

✓ দা = দদতি (দেওয়া to give)

বর্তমানী (present tense)

একবচন	দেতি, দদতি	দদাসি	দদামি
বহুবচন	দদন্তি	দদথ	দদাম

পঞ্চমী (imperative)

একবচন	দদাতু	দদাহি	দদমি
বহুবচন	দদন্তু	দদথ	দদাম

সন্তমী (optative)

একবচন	দদেয়্য	দদেয়্যাসি	দদেয়্যামি
বহুবচন	দদেয়্যাং	দদেয়্যাথ	দদেয়্যাম

অজ্ঞতনী (aorist)

	পঠম পুরিসো	মজ্জ্বিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	দদি, অদাসি	দদি, অদাসি	দদিং অদাসিং
বহুবচন	দদিংহু	দদিথ, অদাসিথ	দদিম্‌হা, অদাসিম্‌হা

ভবিস্সন্তি (future tense)

	দস্সতি, দদিস্সতি	দস্সসি, দদিস্সসি	দস্সামি, দদিস্সামি
একবচন			
বহুবচন	দস্সন্তি, দদিস্সন্তি	দস্সথ, দদিস্সথ	দস্সাম দদিস্সাম

✓ জি = জয়তি (জয় করা conquer)

বর্তমান (present tense)

	জয়তি, জিনাতি	জয়সি, জিনাসি	জয়ামি, জিনামি
একবচন			
বহুবচন	জয়ন্তি, জিনন্তি	জয়থ, জিনাথ	জয়াম, জিনাম

পঞ্চমী (imperative)

	জয়তু, জিনাতু	জয়াহি, জিনাহি	জয়ামি, জিনামি
একবচন			
বহুবচন	জয়ন্তু, জিনন্তু	জয়থ, জিনাথ	জয়াম, জিনাম

সন্তমী (optative)

	জেষ্যা, জিনেষ্যা, জিনে	জেষ্যাসি, জিনেষ্যাসি	জেষ্যামি, জিনেষ্যামি
একবচন			
বহুবচন	জেষ্যাং, জিনেষ্যাং	জেষ্যাথ, জিনেষ্যাথ	জেষ্যাম, জিনেষ্যাম

অজ্ঞতনী (aorist)

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	অজ্জয়ি, জিনি, অজ্জিনি	অজ্জয়ি, জিনি অজ্জিনি	অজ্জয়িং, জিনিং অজ্জিনিং
বহুবচন	অজ্জয়িংসু, অজ্জিনিংসু জিনিংসু	অজ্জয়িথ, জিনিথ, অজ্জিনিথ	অজ্জয়িম্হা, জিনিম্হা, অজ্জিনিম্হা

ভবিস্ সন্তি (future tense)

একবচন	জয়িস্ সতি, জিনিস্ সন্তি	জয়িস্ সসি, জিনিস্ সসি	জয়িস সামি জিনিস্ সামি
বহুবচন	জয়িস্ সন্তি জিনিস্ সন্তি	জয়িস্ সথ, জিনিস্ সথ	জয়িস্ সাম জিনিস সাম

/ লভ্ = লাভ করা to get

বর্তমানা (present tense)

একবচন	লভতি	লভসি	লভামি
বহুবচন	লভন্তি	লভথ	লভাম

নঞ্চমী (imperative)

একবচন	লভতু	লভাহি	লভামি
বহুবচন	লভন্তু	লভথ	লভাম

সন্তমী (optative)

একবচন	লভেয়া	লভেয়াসি	লভেয়ামি
বহুবচন	লভেয়্যাং	লভেয়াথ	লভেয়্যাম

অজ্ঞতনী (aorist)

	পঠম পুরিসো	মজ্ঝিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	অলভি	অলভি	অলভিঃ
বহুবচন	অলভিঃসু	অলভিথ	অল্ভিম্হা

ভবিষ্যস্তু (future tense)

	লভিস্‌সতি	লভিস্‌সসি	লভিস্‌সামি
একবচন	লভিস্‌সতি	লভিস্‌সসি	লভিস্‌সামি
বহুবচন	লভিস্‌সন্তি	লভিস্‌সথ	লভিস্‌সাম

✓ পা = পিবতি (পান করা — to drink)

বর্তমানা (present tense)

	পিবতি	পিবসি	পিবামি
একবচন	পিবতি	পিবসি	পিবামি
বহুবচন	পিবন্তি	পিবথ	পিবাম

পঞ্চমী (imperative tense)

	পিবতু	পিবাহি	পিবামি
একবচন	পিবতু	পিবাহি	পিবামি
বহুবচন	পিবন্তু	পিবথ	পিবাম

সন্তমী (optative)

	পিবের্য্য	পিবের্য্যাসি	পিবের্য্যামি
একবচন	পিবের্য্য	পিবের্য্যাসি	পিবের্য্যামি
বহুবচন	পিবের্য্যঃ	পিবের্য্যথ	পিবের্য্যাম

অজ্ঞতনী (aorist)

	পিবি	পিবি	পিবিঃ
একবচন	পিবি	পিবি	পিবিঃ
বহুবচন	পিবিঃসু	পিবিথ	পিবিম্হা

ভবিষ্যন্তি (future tense)

	পঠম পুরিসো	মজ্জিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পিবিস্সতি	পিবিস্সসি	পিবিস্সামি
বহুবচন	পিবিস্সন্তি	পিবিস্সথ	পিবিস্সাম

✓ কর = করোতি (করা to do)

বর্তমানা (present tense)

	করোতি	করোসি	করোমি
একবচন	করোতি	করোসি	করোমি
বহুবচন	করোন্তি	করোথ	করোম

পঞ্চমী (imperative tense)

	করোতু	করোহি	করোমি
একবচন	করোতু	করোহি	করোমি
বহুবচন	করোন্তু	করোথ	করোম

সন্তমী (optative)

	করৈয়া	করৈয়াসি	করৈয়ামি
একবচন	করৈয়া	করৈয়াসি	করৈয়ামি
বহুবচন	করৈয়াং	করৈয়াথ	করৈয়াম

অজ্ঞতনী (arōist)

	করি, অকাসি	করি, অকাসি	করিং, অকাসিং
একবচন	করি, অকাসি	করি, অকাসি	করিং, অকাসিং
বহুবচন	করিংসু, অকংসু	করিথ, অকাসিথ	করিম্‌হা, অকাসিম্‌হা

বহুমানা (present tense)

পক্ষমী (imperative)

मह्यो (optative)

अकृतनो (aorist, past tense)

একবচন	পস্‌জ	পস্‌জ	পস্‌জং
বহুবচন	পস্‌জংসু	পস্‌জত্ব	পস্‌জম্‌হা

ভবিষ্যৎকাল (future tense)

	পঠম পুরিসো	মত্ব্বিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	পসিসসতি	পসিসসসসি	পসিসসসামি
বহুবচন	পসিসসন্তি	পসিসসসথ	পসিসসসাম

√ জ্ঞা = জানা (জানা, to know)

বর্তমানকাল (present tense)

একবচন	জানাতি	জানাসি	জানামি
বহুবচন	জানন্তি	জানাথ	জানাম

পঞ্চমী (imperative)

একবচন	জানাতু	জানাহি	জানামি
বহুবচন	জানন্তু	জানাথ	জানাম

সম্ভবী (optative)

একবচন	জানেষ্য	জানেষ্যসি	জানেষ্যামি
বহুবচন	জানেষ্যুঃ	জানেষ্যাথ	জানেষ্যাম

অজ্ঞতনী (aorist, past tense)

একবচন	জানি, অঞঞাসি	জানি, অঞঞাসি	জানিং, অঞঞাসিং
বহুবচন	জানিংশু, অঞঞাসিংশু	জানিথ, অঞঞাসিথ	জানিমহা, অঞঞাসিমহা

ভবিষ্যৎসম্ভি (future tense)

	পঠম পুরিসো	মজ্জিম পুরিসো	উত্তম পুরিসো
একবচন	জানিস্‌সতি	জানিস্‌সসি	জানিস্‌সামি
বহুবচন	জানিস্‌সন্তি	জানিস্‌সথ	জানিস্‌সাম

✓ পচ = (পাক করা, to cook)

বর্তমান (present tense)

	পচতি	পচসি	পচামি
একবচন			
বহুবচন	পচন্তি	পচথ	পচাম

পঞ্চমী (imperative)

	পচুত	পচাহি	পচামি
একবচন			
বহুবচন	পচন্তু	পচথ	পচাম

সম্ভবী (optative)

	পচেয়া	পচেয়াসি	পচেয়ামি
একবচন			
বহুবচন	পচেয়াং	পচেয়াথ	পচেয়াম

অজ্ঞতনী { aorist }

	পচি, অপচি	পচি, অপচি	পচিং, অপচিং
একবচন			
বহুবচন	পচিংসু, অপচিংসু	পচিথ, অপচিথ	পচিম্‌হা, অপচিম্‌হা

ভবিষ্যৎসম্ভি (future tense)

	পচিস্‌সতি	পচিস্‌সসি	পচিস্‌সামি
একবচন			
বহুবচন	পচিস্‌সন্তি	পচিস্‌সথ	পচিস্‌সাম

ଅବୁଲଲୀ-୬

ନିମ୍ନେର କ୍ରିୟା ସମୂହର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟେର (active voice) ବସ୍ତୁମାନା, ପଞ୍ଚମୀ ସମ୍ବତୀ, ଅଜ୍ଞତନୀ, ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଧାତୁରୂପ ଲିଖ ।

√ କିଲ୍ = କିଲତି (to play, ଖେଳା କରା), √ ବିଦ୍ = ବଦତି (ବିଦା, to say) √ ଚଞ୍ = ଚଞ୍ତି (ତ୍ୟାଗ କରା, to leave), √ ବପ୍ = ବପତି (ରୋପନ କରା to sow), କସ୍ = କସତି ଚାଷ କରା (to plough) √ କି = କିନା {କ୍ରୟ କରା to buy} √ ଗହ୍ = ଗହ୍ {ଗ୍ରହଣ କରା to take}, ଗମ୍ {ଯାଆ to go}, √ ପଚ = {ପାକ କରା to cook}, √ ଠା = ଠା {ଦିଅ to stand}, √ ଲଭ = {ଲାଭ କରା to get}, √ କର = କରୋତି (କରା to do) √ ଜ୍ଞା = {ଜ୍ଞାନା to know}, √ ପସ୍ = ପସ୍ {ଦେଖା, to see} ।

সপ্তম পাঠ

অব্যয় (indeclinable)

যে পদের কোন পরিবর্তন হয় না তাহাকে অব্যয় বলে। যথা :— সহ, সন্ধি, অং ইত্যাদি। পালিতে অব্যয় দুই প্রকার। যথা :— ১) উপসর্গ (উপসর্গ—preposition or prefix) ২) নিপাত (indeclinable)

১। উপসর্গ (prefix) — যে সকল বর্ণ বা শব্দাংশ নামিক বা অধ্যাতিক (ধাতু বা কৃদন্ত) পদের পূর্বে যুক্ত হইয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তাহাকে উপসর্গ বা উপসর্গগ বলে। উপসর্গ বিশটি যথা :—প, পরা, নি, নী, উ, হু, সং, বি, অব, অনু, পরি, অধি, অভি, পতি, সু, আ, অতি, অপ, উপ।

সকল বিভক্তিতে তাহাদের রূপ একই প্রকার থাকে এবং তাহাদের কোন লিঙ্গ ও বচন নাই।

উপসর্গের গতি তিন প্রকার। যথা :— ১) কোন কোন উপসর্গ ধাতুর অর্থ বিশেষ ভাবে প্রকাশ করে। ২) কোন কোন উপসর্গ ধাতুর অর্থের অনুগমন বা অনুসরণ করে এবং (৩) কোন কোন উপসর্গ ধাতুর অর্থবোধে বাধা সৃষ্টি করে। যথা :— আ + গম্ = আগচ্চতি, উপ + নি = উপনায়তি, অনু + ধাব = অনুধাবতি, পরি + বত্ত = পরিবত্ততি।

২। নিপাত (indeclinable) — যে সকল বর্ণ বা শব্দাংশ লিঙ্গ, বিভক্তি, ও বচনভেদে কোন পরিবর্তন হয় না তাহাদিগকে নিপাত বলে। English Grammar এ যাহা Adverb, Preposition, Conjunction and

Interjection নামে অভিহিত পালি ব্যাকরণে তাহাই নিপাত । নিপাত শব্দ অনেক । নিম্নে কয়েকটি নিপাত শব্দ দেওয়া গেল ।

Adverb (ক্রিয়া বিশেষণ)—অজ্জ (today) —অদ্য, ইদানি (now) —এখন, ধীরং (slowly) —আস্তে আস্তে ।

preposition (সম্বন্ধীয় অব্যয়) — উপরি (above) — উপরে, হেট্ঠা (under) — নীচে, পচ্ছতো (behind) — পশ্চাৎ ।

Conjunction (সংযোজক অব্যয়) — যজ্জপি (although) — যদিও, চ (and) — এবং, পন (but) — কিন্তু, সচে (if) — যদি ।

Interjection (আবেক সূচক অব্যয়) — ভো (sir) — মহাশয়, তাত (dear boy) — বৎস, সম্ম (friend) — বন্ধু ।

অনুশীলনী-৭

- ১। অব্যয় কাহাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও ।
- ২। উপসর্গ বলিতে কি বুঝ? উপসর্গ কয়টি ও কি কি? পাঁচটি উপসর্গ দ্বারা শব্দ গঠন কর ।
- ৩। নিপাত বলিতে কি বুঝ? কয়েকটি নিপাতের উদাহরণ দাও ।
- ৪। নিম্ন লিখিত শব্দ সমূহ দ্বারা বাক্য রচনা কর :—
সচে, পন, চ, কদা, তদা, মা, অথ, সর্বদা, বিয়, সচ্চং, অপি, সয়ং, সন্ধিং, তস্মা, নো ।

অষ্টম পাঠ

সমাস (compound)

নামানং সমাসো যুক্তথো ।

দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হইয়া একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যথা :—নরা চ নারিষোচ = নরনারিষো ।

সমাস ছয় প্রকার । যথা :—দন্দ্ৰ, কন্মধারয়, দ্বিগু, তণ্পুঙ্গিসো বহুব্রীহি এবং অব্যয়ীভাবো ।

১। দন্দ্ৰ সমাস—(capulative) “নামানং সমুচ্চয়ো দ্বন্দ্বে ।”

যে সমাসে একই বিভক্তি যুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলে এক পদ হয় এবং প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধান থাকে তাহাকে দন্দ্ৰ সমাস বলে। দন্দ্ৰ সমাসে ব্যাস বাক্য করিবার সময় প্রত্যেক পদের পর ‘চ’ অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়।

যথা :—সমনো চ ব্রাহ্মণো চ = সমন ব্রাহ্মণা, চন্দিমা চ সুরিয়ো চ = চন্দিমসুরিয়া, পুত্তোচ কণ্ডো চ = পুত্তকণ্ডো, হথ চ পাদা চ = হথ-পাদং । সুখং চ দুক্খং চ = সুখদুক্খং । অহি চ নকুল চ = অহিনকুলং ।

২। কন্মধারয় সমাস (descriptive compound) . দ্বিপদে ভূল্যাধি করণে কন্মধারয় ।

বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তাহাকে কন্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে বিশেষণ পদ সাধারণতঃ পূর্বে বসে এবং বিশেষ্য পদের অর্থ প্রধান থাকে ।

যথা :—মহন্তি নদী = মহানদী । নীলং উল্লং = নীলোল্লং ।
সীহবির নরো = নরসীহো । কুপুত্তো = কুপুত্তো, = হ সীলো = হসীলো ।

৩। দ্বিগু (numeral compound)—সংখ্যা পূর্বক দ্বিগু। সংখ্যা বাচক শব্দ পূর্বে থাকিয়া যে সমাস হয় এবং সমাহার বা সমষ্টি বুঝায় তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে।

যথা :—তয়োলোকা = তিলোকং। পঞ্চ সীলানি = পঞ্চসীলং।

তিনি রতনানি = তিরতনং। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানি = পঞ্চিন্দ্রিয়ানি।

৪। তপ্পুরিসো সমাস (determinative compound)—অমাদয়ো পরপাদেহি। যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রধান থাকে তাহাকে তপ্পুরিসো বা তৎপুরুষ সমাস বলে।

যথা :—সরণং গতো = সরণগতো। সুখং প্তো = সুখপ্প্তো।

বুদ্ধেহি ভাসিতো = বুদ্ধ ভাসিতো। জাতিয়া অক্কো = জচ্চক্কো।

সংঘস্স দানং = সংঘদানং। গিলানস্স ভত্তং = গিলান ভত্তং।

রাজতোভয়ং = রাজভয়ং। রুক্কথস্সমাং পতিতো = রুক্কথ পতিতো।

রঞেঞাপ্তো = রাজপ্তো। নদিয়া তীরং = নদীতীরং।

নরেন্স উত্তমো = নরোত্তমো। অরঞেঞবাসো = অরঞেঞবাসো।

৫। বহুব্রীহি (relative compound)—অঞ্পদথেস্স বহুব্রীহি।

যে পদগুলির সমাস হয় তাহাদের কোনটির অর্থ না বুঝাইয়া যদি অশ্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় তাহাকে বহুব্রীহি বা বহুব্রীহি সমাস বলে।

যথা :—বিজ্জিতো মারে যেন = বিজ্জিতো মারো (ভগবা)

ও নিতো পত্ততো পানি যেন = ওনিতপত্তপানি, (ভিকখু)

৬। অব্যয়ীভাবো (adverbial compound)—উপসর্গ নিপাত পদকে। অব্যয়ীভাবো।

অব্যয়পদ (উপসর্গ ও নিপাত) পূর্বে থাকিয়া যে সমাস হয় এবং

ଅବ୍ୟୟପଦେର ଅର୍ଥ ଖେଦାନ ଥାକେ ତାହାକେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମ୍ଭାସ ବଳେ ।

ସଂସାର :—ନଗରସ୍ ସମୀପଂ=ଉପନଗରଂ । ବନସ୍ ସମୀପଂ=ଉପବନଂ ।

ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସଂ=ଆସମୁଦ୍ରଂ । ସାନି ସାନି କମ୍ପାନି=ସଂସାର କମ୍ପାନି ।

ଅନୁଶୀଳନୀ-୪

୧ । ସମାସ କାହାକେ ହଲେ ? ସମାସ କତ ପ୍ରକାର ଓ କି କି ?
ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଶ୍ରେଣୀ କରିବା ଉଦାହରଣ ଦାଓ ।

୨ । ଉଦାହରଣସହ ସହ ସଂସ୍କାର ଦାଓ :— ଶବ୍ଦ, କର୍ମଧାରୟ, ବହୁବ୍ରୀହି
ଉପସଂହାର ।

୩ । ସଂସାରବାକ୍ୟସହ ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :—

ମନ୍ତ୍ର ନାମିନୀ, ଅଗ୍ନିଧୂମା, ଅମରାମରଂ, ମହାନଦୀ, ନରସିଂହ, ବୃକ୍ଷାଦିକ୍ଷା,
ଶୁଣନଂ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶା, ସକଟସଂସାନି, କୂଳମଂସଂସାନି, ହିମାବତୀ, ଦଶବଳାନି,
ସଂସାନନଂ, ଆମରନଂ, ତିସରଂ, ଆଜୀବିତଂ ।

প্রথম পাঠ

অনুবাদ - (Translation)

এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় পরিবর্তন করার নাম অনুবাদ। ইংরেজী ভাষা বা বাংলা ভাষা হইতে পালি ভাষায় পরিবর্তন করার নাম পালি ভাষায় অনুবাদ। বিশুদ্ধ বাংলা বাক্যের অনুকরণে বাংলা ভাষায় বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গ ইত্যাদি পালি ভাষায় পরিবর্তন করিয়া পালি অনুবাদ করিতে হয়।

বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের যেই লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হয় বিশেষ্যেরও সেই লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হয়।

একজন লোক — একো নরো।

তিনটি ফল — তিনি ফলানি।

সুন্দর বালক — সুন্দরো দারকো।

সুন্দরী বালিকা — সুন্দরি দারিকা।

একজন স্ত্রীলোক — একা ইথি।

পাকা ফলগুলি — পক্কানি ফলানি।

কাল ছাতাগুলি — কণহনি ছতানি।

অন্ধ পুরুষ — অন্ধো পুরিসো।

খোড়া বালক — খঞ্জো দারকো।

ছোট বই — খুদ্দকং পোত্তকং।

চরিত্রবান ব্যক্তি — সুশীলো পুরিসো।

নিষ্ঠুর ব্যাধি — চণ্ডো লঙ্ককো।

সুন্দর বাগান — সুন্দরং উয়্যানং।

নূতন বস্ত্র — নবং বথং।

দরিদ্র লোক — দলিদ্ধো নরো।

গরম দুধ — উনহং খীরং।

ক্রুদ্ধ মন্ত্রী — কুচ্ছো অমচ্ছো।

অনুশীলনী—১

পালিতে অনুবাদ কর :

চারিজন লোক, সুমিষ্টকল, অসংলোক, শ্বেত অশ্বগুলি, হলদে চীবর, শীতল জল, সবল কুকুর, রোগগ্রস্থ (গিলানো) ভিক্ষু ।

দ্বিতীয় পাঠ

বৃক্ষের আমগুলি — ক্লক্সস ফলানি । বেজী সমূহ হইতে — নকুলেহি (নকুলেভি) । শিক্কের শিষাগণ — আচরিয়স্ সাবকা । গ্রামে — গাম্ব বা গামে বা গাম্বিন্ । রামের দ্বারা--রামেন । নগরের ভিতরে — অন্তোনগরং । আমাকর্তৃক — ময়া বা মে । পর্বত সমূহের মধ্যে — পবতানং । সূর্যের আলো — সুরিয়স্ আলোকং । ভিক্ষার কল — পিণ্ডায় ।

অনুশীলনী—২

পৃথিবী হইতে, রাস্তায়, পূর্ণর্জস, পাচক দ্বারা, দূতগণ, দরিদ্রদিগকে, ডাক্তার (বেজ্) কর্তৃক, চন্দ্রের কিরণ, সর্প হইতে, বনে, ভিক্ষু সংঘের সহিত, বন হইতে ।

তৃতীয় পাঠ

কারক

কর্তৃকারক

- ১। বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন - বুদ্ধো ধর্ম্যং দেসেসি।
- ২। বালকেরা আমগুলি খাইতেছে - দান্তক্য অশ্ব খাদন্তি।
- ৩। মেঘ বর্ষণ করিতেছে - দেবো বসুসতি।
- ৪। সূর্য উদিত হইতেছে - সুরিয়ো উগ্গচ্ছতি।
- ৫। নদী প্রবাহিত হইতেছে - নদী বহতি।

কর্মকারক

- ১। আমি ধর্মকে পূজা করিতেছি - অহং শ্রদ্ধাং পূজেমি।
- ২। শিক্ষক শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন - আচরিয়ো সিস্‌সং ওষদতি।
- ৩। তাহারা সংঘকে সম্মান করিতেছে - তে সঙ্ঘং মানন্তি।
- ৪। কৃষক ধান কাটিতেছে - কস্‌সকো বিহিং লুনাতি।
- ৫। শিষ্য শিক্ষককে ভিক্ষাসা করিতেছে - সিস্‌সো আচরিয়ং পুচ্ছতি।

করণকারক

- ১। আমরা হাতদিয়া কাজ করি - ময়ং হৃৎপন কন্মং করোম।
- ২। পিতা পুত্রের সহিত যাইতেছে - পিতা পুত্তনসহ গচ্ছতি।
- ৩। ভগবান ভিক্ষুসংঘের সহিত বসিয়াছিলেন - ভগবা ভিক্ষু সংঙ্ঘেন সন্ধিং নিসীদি।
- ৪। কি কারণে এখানে আসিয়াছ? - কেন ত্রুতুনা ইধ আগতো?
- ৫। ধর্ম ব্যতীত সুখ কোথায়? - ধম্মেন বিনা কুতো সুখং?

সম্প্রদান কারক

- ১। সে অমনকে চীবর দিতেছে—সো সমনস্ চীবরং দদাতি ।
- ২। মন্ত্রী রাজাকে নিবেদন করিতেছে—অমচো রঞেঞা আরোচেসি ।
- ৩। উপাসক ভিক্ষুগণকে দান দিতেছে—উপাসকো ভিক্ষুনাং দানাং দেতি ।
- ৪। বালক তৃষার্তকে জল দান করিতেছে—দারিকা পিপাসিতস্ উদকং দদাতি ।
- ৫। আমি ধর্মের জন্ত প্রাণ ত্যাগ করিব—অহং ধম্মস্ অথায় জীবিতং পরিচছামি ।

অপাদান কারক

- ১। বৃক্ষ হইতে ফলগুলি পড়িতেছে—রুক্ষ্মা ফলানি পতন্তি ।
- ২। রাজা নগর হইতে বাহির হইয়াছেন—রাজা নগরা নিগ্গতো ।
- ৩। মুনিগণ গ্রাম হইতে চলিয়া যাইতেছেন—মুনয়ো গামস্মা অপেন্তি ।
- ৪। বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন—বোধিসত্ত্বো মাতুকুচ্ছিম্হা নিক্খমি ।
- ৫। চোর হইতে ভয় উৎপন্ন হয়—চোরা ভয়ং জায়তে ।

অধিকরণ কারক

- ১। পাত্রে জল আছে—বঠেসু উদকং অথি ।
- ২। জলে মাছ আছে—সলিলে মচ্ছা সথি ।
- ৩। ভগবান শ্রাবস্তীতে জ্ঞেতবনে বাস করিতেছে—ভগবা সাবথিয়ং জ্ঞেতবনে বিহরতি ।
- ৪। তক্ষশীলায় একজন বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষক বাস করেন—তক্কসিলায়ং একো দিসাপামোক্খো আচরিয়ো বসতি ।

- ৫। ভ্রাক্ষণ বুদ্ধের ধর্মে প্রসন্ন হইলেন—ভ্রাহ্মনো বুদ্ধ সাসনে পসীদি।
 ৬। মনুষ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ বীর—মহুস্‌সেনু ষড়্ভিরো স্ত্রতমো।

সম্বন্ধ পদ

- ১। গুরুর শিষ্য ফুল দিয়া বুদ্ধকে পূজা করিতেছে—আচরিন্নস্ সাবকো
 পুপ্‌ফস্ বুদ্ধং পূজতি।
 ২। রামের পত্র খানা আমি পাইয়াছি—রামস্‌ পত্রং অহং লভিৎ।
 ৩। আমি ধর্মের সেবক—অহং ধর্মস্‌ সেবকো।

অনুশীলনী-৩

- ১। রাম বাড়িতে যায়। ২। সে চক্ষু দ্বারা চন্দ্র দেখে। ৩। তাহার।
 সংঘকে চীবর দান করিতেছে। ৪। তিনি প্রাসাদ হইতে অবতরণ করি-
 তেছেন। ৫। বালিকাটি কাঁদিতেছে। ৬। পাখীগুলি কলরব করিতেছে
 (কুজন্তি)। ৭। সিংহ গর্জন করিতেছে। ৮। তাহার। ভাত খাইতেছে।
 ৮। ভিক্ষুকে অন্নদান কর। ৯। গাছে অনেক ফুল আছে। ১০। বাল-
 কেরা মাঠে খেলিতেছে। ১১। সে পায়ে (পদমা) হাঁটিতেছে।

চতুর্থ পাঠ (tense & mood কাল ও ভাব)

বর্তমান কাল

বর্তমান কালের সংগঠিত ঘটনা কিংবা কর্তার অভ্যাস বুঝাইলে বর্তমান।
 বিভক্তিয়ুক্ত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

- ১। লোকটি যাইতেছে—নরো গচ্ছতি।
 ২। বালকটি চন্দ্র দেখিতেছে—দারকো চন্দ্রং পস্নতি।
 ৩। আমি বইখানা পড়িতেছি—অহং পোথকং পঠামি।

- ୫ । ବାଲିକାଟି ଭାତ ପାକ କରିতেছে - ଦାରିକା ଭଣ୍ଡ ପଚାতি ।
- ୬ । ତୋମରା ଗାଈ ଛେଦନ କରିতেଛ — ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହିମ୍ବ ।
- ୭ । ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କେ ସ୍ନେହ କରିতেছে — ପିତା ପୁତ୍ର ପିୟାରତି ।
- ୮ । ଗରୁ ବାସ ଥାଏ — ଗାଈ ବାସ ଥାଏ ।
- ୯ । ସେ କୁଳେ ଯାଏତେଛ — ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଗଢ଼ି ।
- ୧୦ । ଗୋପାଳ ସାରଥୀଦିଗଙ୍କେ ଦେଖେ — — ଗୋପାଳେ ସାବଧାନ ପସ୍ତୁତି ।
- ୧୧ । ଆନନ୍ଦ ମଣି ପାଏତେଛ — ଆନନ୍ଦେ ମଣି ଲଭି ।
- ୧୨ । ଆମରା ଭାତ ଖାଏତେଛ — ମୟ ଭଣ୍ଡ ଖାଦାମ ।
- ୧୩ । ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ — ସେ ସୁରିଆ ପସ୍ତୁତି ।
- ୧୪ । ତୋମରା କାଞ୍ଚ କର — ତୁମ୍ଭେ କର୍ମ କର ।
- ୧୫ । ତାହାରା ଛାପ ପାନ କରିତେଛ — ତେ ଛାପ ପିୟନ୍ତି ।
- ୧୬ । ତାହାରା ବାଳକଟିଙ୍କେ ଏକଥାନା ଛାପ ଦିତେଛ — ତେ ଦାୟକସ୍ତ ଛାପ ଦଦନ୍ତି ।
- ୧୭ । ଆମରା ସମିତିତେ ଲୋକଗୁଣ ଦେଖିତେଛ — ମୟ ସମିତିୟ ନରେ ପସ୍ତୁତି ।
- ୧୮ । ଗୁହପତି ସିଂହ ଦେଖିଆ ପଳାଏତେଛ — ଗୁହପତି ସିଂହ ସିଂହ ଦିଟିଷ୍ଠା ପଳାୟତି ।
- ୧୯ । ମାନବେରା ମୁକ୍ତି ଚାଏ — ମାନବା ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛନ୍ତି ।
- ୨୦ । କୁଳାତାର ସ୍ବାମୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯାଏତେ — କୁଳାତାର ସ୍ବାମୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗଢ଼ି ।
- ୨୧ । ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ବିଚାଳୟେ ଯାଏତେଛେ — ମନ୍ତ୍ରୀନେ ବିଜ୍ଞାନ ଗଢ଼ି ।
- ୨୨ । ମାନବ ମରଣଶୀଳ ... ମାନବେ ମରଣ ଧର୍ମେ ଅଥବା ମାନବେ ମରଣ ଧର୍ମେ ଉପାତି ।

(past tense অজ্ঞতনী)

(present perfect tense)

অতীতের বা স্বল্পকাল অতীতের কোন ঘটনা বুঝাইলে অজ্ঞতনী বিভক্তি যুক্ত হয়।

- ১। বাবুল নগরে আসিয়াছিলেন — বাবুলো নগরং আগচ্ছি।
- ২। অতীতে বারানসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা ছিলেন — অতীতে বারণ-
সিয়ং ব্রহ্মদত্তো নাম রাজা অহোসি।
- ৩। বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করিয়াছিলেন — বুদ্ধো ধম্মং দেসেসি।
- ৪। চিকিৎসক ঔষধ দিয়াছিলেন — বেজ্জো ওসুধং অদাসি।
- ৫। সৈন্তেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন — যোধা সময়ে জিনিংসু।
- ৬। তোমরা ধর্ম জানিয়াছিলে — তুম্হে ধম্মং জানিথ।
- ৭। তাহারা দোকানে মালপত্র ফিনিয়াছিল — তে আপণে ভণ্ডং কিনিংসু।
- ৮। দেবদত্ত বাণ দ্বারা হাঁসকে বিক্রয় করিয়াছিল — দেবদত্তো বাণেন হংসং
বিজ্জ্বি।
- ৯। রাম বনে গিয়াছিলেন — রামো বনে গচ্ছি।
- ১০। তোমরা ভাত খাইতেছিলে — তুম্হে ভত্তং খাদি।
- ১১। আমরা অস্ত্র দেখিয়াছি — ময়ং অট্ঠং পস্সিম্হা।
- ১২। গোপাল বইটি পড়িতেছিল — গোপালো পোথকং পঠি।
- ১৩। তাহারা জল পান করিয়াছেন — তে বারিং পিবিংসু।
- ১৪। তোমরা দধি খাইয়াছিলে — তুম্হে দধিং লভিথ।
- ১৫। রোগী হাসপাতালে আসিতেছিল — রোগী বেজ্জসালয়ং আগচ্ছি।
- ১৬। আমরা বনে প্রবেশ করিলাম — ময়ং বনং পবেসিম্হা।
- ১৭। শত্রুরা পর্বতে প্রবেশ করিয়াছিল — অরী পব্বতং পবিংসু।
- ১৮। আমি সূর্যধনের সহিত বারানসীতে গিয়াছি — অহং সুরিয়ধনেন
সন্ধিং বারাগসিয়ং গচ্ছিং।

- ১৯। রাজকুমারী প্রাসাদে আসে নাই—রাজকুমারী প্রাসাদে ন আসিছে।
- ২০। অভঃপর তাহার ইহা বলিয়াছিল — অথ তে ইংং আহ।
- ২১। আমি সমুদ্র দেখিয়াছি — অহং সমুদ্রং পসিসং।
- ২২। কৃষকেরা মাঠে বীজ বপন করিয়াছে — কস্‌সকা খেতে বীজং বপিংসু।
- ২৩। তিনি তক্ষশিলায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন — সো তক্‌খ সিলায়ং উগ্‌গনিহ।
- ২৪। চোর আমার জিনিষপত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে — চোরো মম ভগ্‌ণানি হরিংসু।
- ২৫। সে আমাকে গালি দিয়াছে — সো মং অক্‌কোচি।
- ২৬। তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলিয়াছ কেন? — কিং ঙং ময়া সন্ধিং মুসা ভনসি।
- ২৭। আচার্য্য তাহাদের ঝগড়া নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন — আচারিয়ো তেসং বিবাদং সম্‌য়ং অকরি।
- ২৮। ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করেছেন — ভগবা পরিনির্বাণং লভিং।
- ৩৯। সে ভিক্ষুকে চীবর দান করিয়াছে — সো ভিক্‌খুং চীবরং দদি।
- ৩০। পূর্বে আমি ইহা বলিয়াছিলাম — পূর্বে পি অহং ইদং অবোচ।
- ৩১। পাচক ভাত রান্না করিয়াছিল — পাচকো ভত্তং পচি।
- ৩২। বালকেরা ফুল তুলিলেন — দারকা পুপফং চয়িংসু।

ভবিষ্যৎকাল (future tense)

ভবিষ্যৎকালের বাবতীয় ঘটনা বুঝাইলে ক্রিয়ার ভবিস্‌সত্তি বিভক্তি বৃত্ত হয়।

- ১। আমি আগামীকাল্য বিজ্ঞালয়ে যাইব — অহং সোয়ে বিজ্ঞালয়ং গচ্ছি-স্‌সামি।

- ୨ । ଆମରା ତୋମାର ସହିତ ବାଢ଼ି ଯାଏବ — ମୟ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ମେହ ଗଢ଼ି
ସଂସାର ।
- ୩ । ଉପାସିକାଗଣ ଭିକ୍ଷୁକେ ଚୀବର ଦିବେନ — ଉପାସିକା ଭିକ୍ଷୁସ୍ ଚୀବର
ଦଦିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୪ । ଭିକ୍ଷୁଗଣ ଶିଷ୍ୟାଦିଗଣେ ଉପଦେଶ ଦିବେନ — ଭିକ୍ଷୁବୋ ମାବକେ ଓବଦି-
ସଂସ୍ତୁତି ।
- ୫ । ଶୁଣ ଶିଷ୍ୟାକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଜ୍ଞାସା କରିବେନ — ଆଚରିୟୋ ସିସେସ୍ ପଞ୍ଚହ
ପୁଞ୍ଜିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୬ । ତୋମାରା ବାଳକଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ — ସ୍ବ ଦାରକ ଚଞ୍ଜିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୭ । ସେ ସତ୍ୟ କଥା ବାରିବେ — ସୋ ସଚ୍ଚଂ ବଦିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୮ । ଆମରା ନଗରେ ବାସ କରିବ — ମୟ ନଗରେ ବାସିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୯ । ଭଗବାନ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଶିଷ୍ୟାକେ ଧର୍ମ ଦେଶନା କରିବେନ — ଭଗବା ପଞ୍ଚ
ବର୍ଣ୍ଣୀୟ ଭିକ୍ଷୁଂ ଧର୍ମଂ ଦେସେସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୦ । ତାହାରା ପ୍ରବ୍ରଜ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ — ତେ ପଞ୍ଚଜିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୧ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନେ ଯାଏବେନ — ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନେ ଗଞ୍ଜିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୨ । ଦେବତାରା ଧର୍ମ ଶ୍ରବଣ କରିବେ — ଦେବତା ଧର୍ମଂ ସବଣସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୩ । ଆମି ଏଥାନେ ବାସ କରିବ — ଅହଂ ଇହ ବାସିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୪ । ପିତା ଆମାର ଜନ୍ମ ଏକଟି ବ଼ି କିନିବେନ — ପିତା ଅମ୍ହାକଂ ଏକଂ
ପୋଷକଂ କିନିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୫ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଏବେନ — ସୁରିୟୋ ଉଗ୍ଗଞ୍ଜି ସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୬ । ବାଳିକାଟି ଭାତ ଯାନ୍ତା କରିବେ — ଦାରିକା ଭଣ୍ଡଂ ପଚିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୭ । ସେବ ଉତ୍ତମରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ — ଦେବୋ ସନ୍ମା ବାସିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୮ । ତାହାରା ଧର୍ମ ଶୁନିବେ — ତେ ଧର୍ମଂ ଶୁନିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୧୯ । ତୋମାରା ପଞ୍ଚଶୀଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ — ତୁମ୍ହେ ପଞ୍ଚଶୀଳଂ ଗଞ୍ଜିସଂସ୍ତୁତି ।
- ୨୦ । ଆମି ସତ୍ୟ ଜାନିବ — ଅହଂ ସଚ୍ଚଂ ଜାନିସଂସ୍ତୁତି ।

পঞ্চমী (imperative mood) অনুজ্ঞা লোট

আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা, ও আশীর্বাদ বুঝাইলে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালে ধাতুর উক্ত পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

- ১। এখন বাড়ী যাও — ইদানি গেহং গচ্ছ।
- ২। সদা সত্য কথা বলিও — সদা সচ্চং ব্রুহি।
- ৩। নদী হইতে জল আন — নদিয়া উদকং আহর।
- ৪। ভগবান, আগামীকাল আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন — অধিবাসেতু ভগবা স্বাতেনায় ভন্তং।
- ৫। এই কর্ম কর — ইদং কন্মং করোহি।
- ৬। ভাস্তে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের শীল প্রদান করুন — অনুগ্গং কদ্বা সীলং দেথ নো ভাস্তে।
- ৭। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন — খণং তিষ্ঠ।
- ৮। অনুগ্রহ করিয়া তাকে একটি বই দিন — অনুগ্গং কদ্বা তস্-একং পোথকং দেহি।
- ৯। সকল প্রাণী সুখী হউক — সবে সত্তা সুখিতা হোন্তু।
- ১০। আমাকে একখানি বস্ত্র দিন — বস্ত্রং মে দেহি।
- ১১। তুমি দীর্ঘজীবী হও — ত্বং দীর্ঘায়ুকং ভবে।
- ১২। রাজা দীর্ঘজীবী হউন — রাজা দীর্ঘায়ুকং ভবতু।
- ১৩। ভাস্তে, আমাদের সম্বন্ধিত খাণ্ড গ্রহণ করুন — অধিবাসেতু নো ভাস্তে ভোজনং পরিকল্পিতং।
- ১৪। তোমার পুত্র চিরকাল বাঁচিয়া থাকুক — পুত্রো তে চিরং জীবতু।
- ১৫। বৎস! জল আনিও না — তাত! অশ্বং মা আহর।
- ১৬। যাদবের পুত্র দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকুক — যাদবস্ পুত্রো দীর্ঘং বসতু।

- ১৭। সে গল্প আরম্ভ করিতে পারে - সো বথুং আরভতু।
 ১৮। চল আমরা ফুল তুলি --- ময়ং পুপফ্‌নি চয়্যাম।
 ১৯। কখনও মিথ্যা কথা বলিও না - মা কদাপি ভণতি মুসাবাদ।

সন্তমী (বিধিলিঙ mood or potential mood)

অনুমতি ও পরিকল্পনা (সম্ভাবনা) অর্থে ধাতুর উত্তর সন্তমী বিভক্তি হয়। can, must, may অর্থেও সন্তমী বিভক্তি হয়। যাইতে পারিত, খাইতে পারিত might, could, would.

- ১। সে কর্ম করিতে পারে - সো কম্মং করেয়্য।
 ২। এখন ছাত্রদের স্থলে যাওয়া উচিত - ইদানি সাবকা বিজ্জালয়ং গচ্ছেয়্যং
 ৩। যদি সে পাক করে তবে আমি ভোজন করিব - সচে সো পচেয়্য অহং ভুন্জিস্সামি।
 ৪। এই পুণ্য কর্মের ফলে আমার যেন দেবলোকে জন্ম হয় - ইমিনা পুঞঞ - কস্মেন অহং দেবলোকং নিব্বত্তয়্যামি।
 ৫। চেষ্টা করিলে তুমি কৃতকার্য হইতে পারিবে - সচে হং সম্মা ব্যায়ামং করেয়্যাসি সফলো ভবেয়্যাসি।
 ৬। গুরুকে শ্রদ্ধা করিলে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে - সচে আচরিয়ং সদ্ধায়ং ঞ্চানং লভেয়্য।
 ৭। তোমার থাকা উচিত - হং তিটে'ঠয়্যাসি।
 ৮। তাহাদের দান করা উচিত - তে দদেয়্যং।
 ৯। যদি বোধি সত্ত্ব প্রথম বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তিনি অহং হইতে পারেন - সচে বোধি সত্ত্বো পঠম বয়সে পব্বজ্যো সো অরহো ভবেয়্য।
 ১০। আমাদের বন্ধন ছেদন করা উচিত - ময়ং বন্ধং ছিন্দেয়্যাম।
 ১১। তাহারা বিদ্যালয়ে যাইতে পারিত - তে বিজ্জালয়ং গচ্ছেয়্যং।
 ১২। পুত্রবধুর চিঠি লিখা আবশ্যক - বধু পন্নং লিখেয়্য।

কালতিপত্তি (conditional tense)

অতীতকালের কোন একটি ক্রিয়ার উপর অন্য একটি ক্রিয়ার কাল নির্ভর করিলে দুইটি ক্রিয়া পদের উত্তর কালতিপত্তি বিভক্তি যুক্ত হয়।

১। সে যদি ইহা করিত তাহা হইলে আমি তাহা করিতাম না—সচে সো করিস্ অহং তং ন করিস্‌সং।

২। পিতৃহত্যা না করিলে অজ্ঞাতশত্রু শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করিত—সচে অজ্ঞাতসথু পিতরং ন অবশিস্‌সো সোতাপত্তি ফলং অলভিস্‌সং।

৩। আমি রাজা হইলে রাজ্য বিস্তার করিতাম—সচে অহং রাজা অভবিস্‌সং রজ্জং বিখারয়িস্‌সং।

অনুশীলনী-৪

ক) ভিক্ষু ধর্ম দেশনা করে। সে বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছে। কুস্তীর নদীতে বাস করে। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। পৃথিবী সর্বসহা। রাম বনে যাইতেছে। সমুদ্রে দ্বীপ আছে। বৃক্ষ হইতে ফল পড়ে। তিনি একজন ধার্মিক লোক। আম্রপালি ফুল দিয়া বুদ্ধকে পূজা করিতেছে। বৃষ্টির জল শীতল। লোকগণ নৌকায় পার হইতেছে। পুত্র পিতার নিকট একখানা চিঠি লিখিতেছে।

খ) অতীতে বোধিসত্ত্ব বানর কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে (স্ত্রী) একটি ফল খাইয়াছে। আমরা বুদ্ধের জন্য ফুল তুলিলাম। সে কুপ হইতে জল পান করিল। আমি তাহাকে খেতে দেখিলাম। তিনি পারমী লাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠী বহুবনের অধিকারী ছিল। আশি বৎসর বয়সে ভগবান পরিনির্বান লাভ করেন। একদিন বোধিসত্ত্ব সেই লোক দিগকে বলিলেন।

গ) তাহারা ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করিবেন। পাচক তরকারী পাক করিবে। আমি বুদ্ধ গয়ায় যাইব। বিনয় ফুটবল খেলিবে। সে আমাকে সাহায্য করিবে। আপনি সদয় হইবেন। তাহারা কৃতকার্য হইবে।

ঘ) তুমি নিরোগ হও। আমাকে এক গ্লাস পানি দিন। তাহাকে যাইতে দাও। মাতা-পিতাকে ভক্তি করিও। তোমরা এখন পঞ্চশীল গ্রহণ করিতে পার। ধর্ম দীর্ঘ জীবী হউক। এই পুণ্য কর্মের ফলে আমার সংস্কার লাভ হউক। সে সুখী হউক। তোমরা বিহারে যাও। মাল্লের আয়ু দীর্ঘ হউক। তাহারা মধু সংগ্রহ করুক।

ঙ) সে মাঠে দৌড়িত (ধাবেরা)। আমার পড়া (পাঠ) শিখা (সিদ্ধ) আবশ্যক। শিশুটি (দহর দারক) এখন হাঁটিতে পারিত। তোমরা এখানে (ইধ) বাস করিতে পারিতে। মাধব সেখানে (তথ) খেলিত। আমরা ক্ষত (খিগ্ন) দৌড়াইতে পারিতাম। প্রতিরূপ দেশে বাস করা উচিত। দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা উচিত। সং লোকের সহিত বাস করা উচিত। এই ঔষধ দানের ফলে আমি যেন নিরোগ হই। অল্পকে কষ্ট দিলে নিজেও কষ্ট পাইবে। তুমি আসিলে আমি যাইতে পারি।

চ) বৃক্ষের শরণ না লইলে আমাকে অনন্ত নরক (নিরয়) ভোগ করিতে হইবে। চেষ্টা করিলে তুমি কৃতকার্য হইতে পারিবে। সে আমাকে অমরোদ না করিলে আমি সেখানে যাইতাম না।

পঞ্চম পাঠ

বিভক্তি প্রকরণ (case ending)

বিভক্তি—শব্দ বা ক্রিয়ার পরে যে সব অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয় তাহাকে বিভক্তি বলে।

বিভক্তি দুই প্রকার—১) নাম বিভক্তি ও ২) ক্রিয়া বিভক্তি।

১। নাম বা শব্দ বিভক্তি—নাম বা শব্দের পরে যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাহাকে নাম বা শব্দ বিভক্তি বলে। যথা—ও, আ, অং, এ ইত্যাদি।

নাম বিভক্তি বা শব্দ বিভক্তি দ্বারা কারক সূচিত হয় বলিয়া বা কারকের প্রতীতি (জ্ঞান) জন্মে বলিয়া ইহাদিগকে কারক বিভক্তিও বলে।

নাম বা শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার যথা—

- ১। পঠমা (প্রথম first case ending)
- ২। দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া second case ending)
- ৩। তৃতীয়া (তৃতীয়া third case ending)
- ৪। চতুর্থী (চতুর্থী forth case ending)
- ৫। পঞ্চমী (পঞ্চমী fifth case ending)
- ৬। ছট্ঠী (ষষ্ঠী sixth case ending)
- ৭। সপ্তমী (সপ্তমী seventh case ending) বা—

হর, কর, (সয়শয়নকরা) প্রভৃতি
পঠমা বিভক্তি (first) বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

১) লিঙ্গার্থে প্রথম—যে স্থলে ক্রিয়াপদ

জন্য শব্দের প্রয়োগ হয় সেই স্থলে শব্দের পুস্তং বিজ্ঞালয়ং গমায়তি।

যথা—বুদ্ধো, কলং।

সং গামং গমায়তি।

২) কত্তারিচ—কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—

১। পাচক ভাত পাক করিতেছে—সুদো ওদনং পচতি।

২। চন্দ্র কিরণ দান করিতেছে—চন্দো আভাতি।

৩। সে বই পড়িতেছে—সো পোথকং পঠতি।

৪। হাঁস সাতার কাটিতেছে—হংসা সন্তরন্তি।

৫। ভিক্ষু জল পান করিতেছে—ভিক্ষু উদকং পিবতি।

৬। বালিকাটি নাচিতেছে—দারিকা নচতি।

৩) করণ কন্ম—কর্মবাচ্যে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—

১। বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম বুদ্ধেন দেসিতো ধম্মো।

২। পাচক কর্তৃক ভাত পাক করা হইতেছে—সুদেন ওদনো পচতে।

৪) অব্যয় যোগে প্রথমা বিভক্তি—নাম প্রভৃতি কয়েকটি অব্যয় যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—

১। বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন—বাবাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তো নাম একো রাজা অহোসি। অথবা বারাণসিয়ং ব্রহ্মদত্তো'তি একো রাজা অহোসি।

২। শুদ্ধোদন তাঁহার গৌত্রের নাম রাখিলেন রাহুল—সুদ্বোদনো তস্মৈ নওরং রাহুলোতি নামং রাখিলে আ।

৩। আমি করিলে তুমি কৃতকার্য হানি—অহং তং নাগসেনো'তি।

করিলে আমি সেখানে বাইত কোসল রাজ্যে রাজত্ব করিতেন—পসেন-
রজং করি।

রিচিত—বিসাখা মিগার মাতা তি

(লিঙ্গার্থে)

রাজা ছিলেন—অতীতে সিবি নাম একো

৮। বিদ্বিসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কতৃক নিহত হইয়া ছিলেন—
বিদ্বিসারো তস্মৈ পুত্রো অজাতশত্রুনা বধতে। (কর্মবাচ্য)

৯। অশোক নামে এক রাজা ছিলেন—অসোকো নাম একো রাজা
অহোসি। (অবায়)

৫) আলাপনে পঠমা—সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—হে রাজন!
আমাকে রক্ষা করুন—ভো রাজন অহং বক্শতি।

দ্বিতীয়া বিভক্তি (the second case ending)

১) কন্মানি দ্বিতীয়া—কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

১। তিনি কাজ করিতেছেন—সো কন্ম্য করোতি

২। বালিকারা পুষ্প চয়ন করিতেছে—দারিকায়া পুষ্পং চয়ন্তি।

৩। পৃথিবী সবই সহ্য করে—পৃথিবী সর্বং ধারেতি।

৪। শিশু দুধ পান করিতেছে—সিসু দুধং পিবতি।

৫। সিংহ পশু বধ করে—সীহো পশুং বধতি।

যায় — ৫

২) ক্রিয়া বিসেসনতা—ক্রিয়া বিশেষে

একবচনে ও ক্রীতলিঙ্গে ইহার প্রয়োগ হ

১। বালিকা মধুরস্বরে গান করিতেছে—দারিকায়া মধুরস্বরে গায়তি বা—

৩) নিপাত বা কন্মস্পর্শবচনীঃ পঠ, হর, কর, (সম্বোধনকরা) প্রভৃতি
(near), অন্তরা (between), কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।
(as far as), পতি (towards), পা

both sides), অন্ত (after), অন্তো তা পুস্তক বিজ্ঞালয়ং গমায়তি।

ইত্যাদি নিপাত উপসর্গ শব্দের প্রয়োজনে গমং গমায়তি।

বিস্তৃতি হয়। যথা—

১। কৃপণকে ধিক—কৃপণং ধি।

২। গ্রামের নিকটে বন (the forest is near the village)—গামং বনং নিকসা ভবতি।

৩। গ্রামের পাশে একটি সংঘারাম আছে—গামং নিস্‌সায় সংঘারামং অস্থি।

৪। সে তুমি এবং আমার মধ্যখানে বসিল (he sat between you and me)

সো তঞ্চ (তং+চ) মং অন্তরা নিসীধি।

৬। পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যা অর্জন হয় না (learning is not acquired without labour)—সমং অন্তরেন বিজ্ঞা ন ভবতি।

৭। সে বন পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করে (he follows me as far as the forest)—সো বনং যাব মং অনুসরতি।

৮। দরিদ্রের প্রতি সদয় হও (kind to a poor man) দীনং পতি সদয়ো ভব।

৯। নন্দ সিদ্ধার্থের অন্তঃ (nanda was born after siddhartha)—
নন্দো সিদ্ধার্থং অন্তঃজাতো।

১০। রাস্তার দুইধারে গাছ আছে—there are trees on both the sides of the road লইলে আর কক্ষো।

কারলে তুমি কৃতকার্য হইবে—এক চাকর দাঁড়াইয়া আছে (three servants are waiting for you king)—রাজানং পরিতো তচ্চা

পরিচিৎ হইল নাই (there is no noise

হুটুং কোলাহলং নস্থি।

বাহ্যে আছে (there is noise outside the house) কোলাহলং অস্থি।

- ১৪। পর্বতের দিকে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে—পর্বতঃ অহু বহতি বায়ু।
 ১৫। সূর্য গৃহের পর গৃহ আলোকিত করিতেছে—গেহং গেহং অহু
 বিজ্জততে সুরিয়ো।
 ১৬। প্রতি বছর তোমাকে পূজা দান করিব—অহু সংবচ্ছরং তে বলি কস্মং
 করিস্সামি।
 ১৭। জীবনকে ধিক—ধি রথু বত জীবিতঃ।
 ১৮। ব্রাহ্মণ হত্যাকারীকে ধিক—ধি ব্রাহ্মণসু হস্তারং।
 ১৯। রাজা নগরের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিল—রাজা অভীতো নগরং
 খদ্ধাবারং ঠপেসি।

৪) কালদ্বানং অচক্ষু সংযোগে—ব্যাপ্তি অর্থাৎ ব্যাপিয়া অর্থে বাল
 বাচক ও পথের পরিমাণ বাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা :—

- ১। সে একমাস ধরিয়া পালি ব্যাকরণ পড়িতেছে—সো মাসং পালি
 ব্যাকরণং উগ্গনহতি।
 ২। শরৎকাল ব্যাপিয়া নদী রমণীয় থাকে—সরদং রমণীয়া নদী।
 ৩। এক যোজন দীর্ঘ শালবন (পথ বাচক)—যোজনং দীর্ঘ শালবনং।
 ৪। পর্বত এক যোজন—পর্বতো যোজনং তিট্ঠতি।
 ৫। তাহারা এক ক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া যায়—তে কোসং পদসা
 গচ্ছতি।

৫) গতি-বুদ্ধি-ভূজ-পঠ হর-সয়াধীনং কারিতে বা—

গতিবোধাত্মক, বুদ্ধিবোধাত্মক ভূজ, পঠ, হর, কর, (সয়শয়নকরা) প্রভৃতি
 ধাতু নিজস্ত হইলে নিজস্ত ক্রিয়ার কর্ম বিকল্পে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।
 যথা :—

- ১। পিতা পুত্রকে বিছালয়ে পাঠায়—পিতা পুত্রং বিজ্জালয়ং গমায়তি।
 ২। সে লোকটিকে গ্রামে পাঠায়—সো পুরিসং গামং গমায়তি।

- ৩। শিক্ষক শিষ্যকে বই পড়ায় — সিক্‌থকো সিস্‌সং পোথকং পাঠয়তি ।
- ৪। ভিক্ষু উপাসককে ধর্ম বুঝায় — ভিক্‌খু উপাসকং ধম্মং বোধায়তি,
- ৫। শিক্ষক ছাত্রকে পাঠ দিতেছেন — সিক্‌থকো অস্তেবাসিকো পাঠং পাঠায়তি ।
- ৬। তাহারা ভিক্ষুকে ভোজন করাইতেছেন — তে ভিক্‌খুং ভত্তং ভোজ্জা-
য়তি ।
- ৭। বাব সারসের সাহায্যে গলার অস্থি বাহির করাইতেছে — ব্যাগ্‌ঘো
সারসং গলখিং হারয়তি ।
- ৮। তিনি চাকরদ্বারা কাজ করাইতেছেন — সো দাসং কম্মং কারয়তি ।
- ৯। ডাক্তার রোগীকে শয্যায় শয়ন করাইতেছেন — বিজ্জো গিলানা পরিসং
সেয়্যং সয়াপরতি ।

৬। কচি ছতিয়া ছটিঠনং — ষষ্ঠি বিভক্তির অর্থে শব্দের উত্তর
কখনো কখনো দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথ :—

- ১) সেই ভগবান গৌতমের এই রকম স্মৃশ উথিত হইয়াছে—তং ধো
পন ভগবন্তং গোতমং এবং কল্যাণো কীত্তি সদ্দো অভ্যোগ্‌গতো,
- ৭। ততিয়া সপ্তমীক — তৃতীয়া ও সপ্তমীর অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।
- ১) সে আমার সাথে কথা বলে না — সো মং নালপিস্‌সতি । (তৃতীয়া)
- ২) ধর্ম বিনা সুখ নাই — ধম্মং বিনা সুখং নথি ।
- ৩) একদা ভগবান আবৃত্তীতে বাস করিতেছিলেন — একং সময়ং ভগবা
সাবখিয়ং বিহরতি । (সপ্তমী)
- ৪) সেই সময়ে পৃথিবী বিদির্ঘ হইল — তং খণং য়েব পঠবী উদ্ধিরিয়নো
সদ্দো অহোসি ।

‘উপ, অনু, অধি, আ’ পূর্বক ‘বস্’ ধাতু যোগে সপ্তমী বিভক্তি
হয়। যথা :—

সে গ্রামে বাস করে — সো গামং উপবসতি,
 সো গামং অধিবসতি,
 সো গামং আবসতি,
 সো গামং অনুবসতি,

কিন্তু অনাহার অর্থে 'উপ' পূর্বক 'বস' ধাতুর অর্থ ঐরূপ হয় না।
 তিনি বনে উপবাস করিয়া থাকেন — সো বনে উপবসতি।

তৃতীয়া বিভক্তি (the third case ending)

১। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা :—

- ১) সে পায়ে হাঁটিতেছে — সো পদসা গচ্ছতি।
 - ২) কৃষক কোদাল দ্বারা মাটি খনন করিতেছে — কস্‌সকো কুদ্দালেন ভূমিং খনতি।
 - ৩) ইঁদুর দাঁত দ্বারা কাগড় কাটিতেছে — উন্দুরো দন্তেহি বখং ছিন্দি।
- ২। কন্তারি চ — কর্মবাচ্যে ও ভাব বাচ্যে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।
- ১) রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হইয়াছে — রাবণো রামেন হতো।
 - ২) ব্যাঘ্র কর্তৃক হরিণ হত হইয়াছে — ব্যাগ্‌ঘেন হতো মিগ।
 - ৩) ভগবান কর্তৃক ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে — স্বাক্‌খাতো ভগবতো ধম্মো।
 - ৪) নিজের কৃত পাপ নিজেকে ক্রিষ্ট করে — অন্তনা বা কতং পা পং অন্তানং সংকিলিস্‌সতি।
 - ৫) এই অগ্নি দ্বারা মাংস পাক করা হইয়াছে — ইমিনা অগ্‌গিনা পচিতং মংসং।

৬) শিশু হাসে—সিন্থনা হস্‌সতে ।

৩। সহাদিযোগে চ—সহ, সন্ধিং, অলং, কিং, বিনা, ইত্যাদি যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা :—

- ১) পিতা পুত্রসহ গমন করিতেছে — পিতা পুত্ৰেনসহ গচ্ছতি ।
- ২) পুত্র পিতাসহ কাজ করিতেছে — পুত্রো পিতরা সহ কন্ম্যং কৰোতি ।
- ৩) চিকিৎসার প্রয়োজন নাই — অলং চিকিচ্ছায় ।
- ৪) আমার জটার প্রয়োজন নাই — কিং মে জটাহি ।
- ৫) ভগবান ভিক্ষুসংঘসহ রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন — ভগবা ভিক্ষুসংঘেন সন্ধিং রাজগেহং পবিসি ।
- ৬) ধর্ম বিনা আমি বাস করিতে সক্ষম হইবনা — ধম্মেন বিনা অহং বসিতুং ন সক্ষা ।
- ৭) আমার ধনের প্রয়োজন নাই — ধনেন মে পয়োজনং নথি ।
- ৮) তাহার পুস্তকের প্রয়োজন নাই — পোথকেন তং পয়োজনং নথি ।
- ৯) আমার মণির প্রয়োজন আছে — মণিনা মে অথো ।
- ১০) সে বিদ্যায় কম — সো বিজ্জায় হীনো ।
- ১১) ধর্ম বিনা গতি নাই — ধম্মেন বিনা গতি নথি ।
- ১২) রাগ সম অগ্নি নাই — রাগেন সমো অগ্নিগ্ নথি ।
- ১৩) বিবাদের প্রয়োজন নাই — অলং বিবাদেন ।
- ১৪) সে এতমাস পূর্বে আসিয়াছিল — সো মাসেন পূবং আগচ্ছি ।
- ১৫) রাম লক্ষণের সাথে বনে গিয়াছিল — রামো লক্ষণেন সন্ধিং বনং গচ্ছি ।
- ৪। যেন অঙ্গ বিকার — বিকৃত বা ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ দ্বারা শরীরে বিকার বা অঙ্গ হানি বুঝায়, সেই অঙ্গ বাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা :—

১। তাহার এক চোখ কানা — সো অক্খিনা কানো ।

- ২। তুমি এক এক পা খোঁড়া—সং পাদেন ধঞ্জো ।
- ৩। সে কানে শোনে না—সো সোতেন বধিরো ।
- ৪। সে শরীর ও মনে দুর্বল—সো কায়েন চ মনসা দুর্বলো ।

৫) হেথ অথে চ—হেতু অর্থে এবং হেতু শব্দ যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

- ১। মানুষ স্বীয় কর্মের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে - মানবো অন্তনো কন্মেন জায়তি ।
- ২। সে অগ্নের জন্য বাঁচিয়া থাকে - সো অগ্নেন বসতি ।
- ৩। সে দুঃখের কারণে কাঁদে—সো দুঃখেন রোদতি ।
- ৪। কেন এইখানে আসিয়াছ? - কেন হেতুনা ইধাগতো ?
- ৫। শীলের দ্বারা শুদ্ধি অর্জিত হয়—সীলেন সুদ্ধিং হোতি ।
- ৬। ঝগড়া করিতেছ কেন—কেন হেতুনা বিবাদতি ।

৬) বিসেসনে চ—বিশেষনার্থে শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

- ১। জন্মের দ্বারা কৃত্রিয়—জাতিয়া বন্তিরো ।
- ২। প্রকৃতির দ্বারা সুন্দর—পকতিয়া অভিরূপো ।
- ৩। তিনি নামে অনিরুদ্ধো—সো নামেন অনিরুদ্ধো ।
- ৪। সে স্বভাবে ভদ্র—সো স্বভাবেন ভদ্রো ।
- ৫। গোত্রের দ্বারা গৌতম—গোত্বেন গৌতম ।

৭) সত্তমাথে চ—সপ্তমী অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

- ১। সে সময় ভগবান উরু বেলায় বাস করিতেন—তেন সময়েন ভগবা উরু বেলায়ং বিহরতি ।
- ২। এই সময়ের মধ্যে আসিবে—এতকেন সময়েন আগচ্ছহি ।

৩। সেই সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছেন—তেন সময়েন ভগবান শ্রাবস্তীয়াং বিহসতি ।

৪। ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব দিকে—পূরথিমেন ধতরটেঠা ।

৫। কালে ধর্ম শ্রবন করা উত্তম মঙ্গল--কালেন ধর্মসবনং এতং মঙ্গল মুত্তমং

চতুর্থী বিভক্তি (the fourth case ending)

১) সম্পাদনে চ--সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা--

১। উপাসকগণ ভিক্ষুকে চীবর দান করিতেছে--উপাসকা ভিক্ষুস্ চীবরং দদাস্তি

২। শ্রমণ সত্য পছন্দ করে--সমণস্ স যোচতে সচ্চং

৩। আমি তাহাকে স্বর্ণ ধার দি--সুবল্লং মে তং ধারয়তে

৪। ঋষিগণকে অন্ন পানীয় দাও--ইসিনো অন্ন পানং

৫। ব্রাহ্মণকে ধন বিতরণ কর--ব্রাহ্মণস্ ধনং দেহি

২) সিলায়, হন, ঠা, সপ, ধার, পিহ, হহ, ইস্, উন্ময় প্রভৃতি ধাতু যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা--

১। সে বুদ্ধকে প্রশংসা করে--সো বুদ্ধস্ সো সিলায়তে

২। তুমি সংবকে সেবা কর--ত্বং সংবস্ উপতিট্ঠসি

৩। তিনি তোমাকে অভিশাপ দেয়--সো তুয়্ হং সপতে

৪। অজ্ঞাত শিষ্যরা বুদ্ধকে হিংসা করে--অঞেঞ তিথিয়া বুদ্ধস্ পিহসন্তি

৫। তাহারা আমার উপর ক্রুদ্ধ--তে মে কুজ্জ্বাস্তি

৬। বস্ত্রা জেলার ক্ষতি করে -- ওবো জনপদস্ হহতি ।

৭। ছুঠেরা ধার্মিকগণকে হিংসা করে -- ছজ্জা গুণবস্তানং উন্মসন্তি ।

৩) আরোচনথে - জ্ঞাপনার্থ শব্দ যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা :-

১। সে রাজাকে সেই সংবাদটি জানাইল — দো রঞ্জেণ্ডা তং পবন্তিঃ আরোচেসি !

২। আমরা এই সংবাদ ভগবানের নিকট নিবেদন করিলাম —
ময়ং ইমং পবন্তিঃ ভগবতো আরোচেসিম্‌হা ।

৩। হে ভিক্ষুগণ আপনাদের আমি আহ্বান করিতেছি আমন্তর্য্যামি ভো ভিক্ষু ।

৪) নিমিত্তার্থে বা তদথে — নিমিত্ত বা জন্য বুঝাইলে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা :—

১। ভিক্ষুগণ ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিতেছেন — ভিক্ষবে পিতায় চরন্তি ।

২। কুণ্ডল (ear-ring) তৈয়ারীর জন্ত স্বর্ণ — কুণ্ডলায়ং সুবলং ।

৩। বুদ্ধ দেবমন্মথের মঙ্গলের জন্য ধর্ম দেশনা করিলেন — বুদ্ধো দেব-
মন্মথসানং হিতায় ধর্ম্যং দেসেসি ।

৪। আমি গরুর জন্য তৃণ আহরণ করিতেছি — অহং গাবস্‌স তিন্নং আহরামি ।

৫) তুম্‌হথে — ‘তুং’ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া উহ্য থাকিলে উহার কর্মে বা তুং (জন্ত) অর্থে শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা :—

১। সে ফলের জন্ত বাগানে যায় — সো ফলানং (ফলানি আহরিতুং) উয়্যানং যাতি ।

২। সে পড়িবার জন্য বিদ্যালয়ে যায় — সো পঠনতাময় (পঠিতুং) বিদ্যালয়ং গচ্ছতি ।

৩। আমরা যুদ্ধ যাত্রা করিব — ময়ং যুদ্ধায় (যুজ্‌ বিতুং) পচ্চ-
গচ্ছাম ।

৪। তিনি স্নান করিবার জন্ত নদীতে যাইতেছেন — সো নহানথায় (নহায়িতুং) নদিং গচ্ছতি ।

৫। আমি বুদ্ধকে দেবিতে আসিয়াছি — অহং বুদ্ধং দস্‌সনথায় (পস্‌সিতুং) আগচ্ছিং ।

৬) অলমথে — ‘অলং’ শব্দটি সমকক্ষ অথবা নিম্নয়োজন অর্থবাচক শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা : — সমকক্ষ অর্থে

১। একজন মল্ল অন্য একজন মল্লের সমকক্ষ — অলং মল্লো মল্লস্।

২। একজন বীর অন্য একজন বীরের সমকক্ষ — অলং বীরো বীরায়।

নিম্নয়োজন অর্থে—

১। আমার রাজ্যের প্রয়োজন নাই — অলং মে রজ্জং।

২। তোমার এখানে বাস করা নিম্নয়োজন — অলং তে ইধ বাসেন।

৭) গতয়থে কন্মানি — গতি বোধাত্মক ধাতু কর্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা : — স্বর্গে অল্প লোক যায় — অপ্পো সগ্গং গচ্ছতি।

৮) মঞ্ঞা নাদরপ্পানিনী — অনাদর, অবজ্ঞা বুঝাইলে মঞ্ঞা ধাতু যোগে অবজ্ঞার্থ প্রযুক্ত অপ্রাণী বাচক কর্ম চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা :—

আমি জীবনকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করি না — অহং জীবিতং তিণায় ন মঞ্ঞামি।

আমি তোমাকে কাঠের ন্যায় মনে করি — কট্ঠস্স তুবং মঞ্ঞে।

আমি তোমাকে কয়লার ন্যায় মনে করি — কলিংগরস্স তুবং মঞ্ঞে।

কিন্তু অবজ্ঞার্থ প্রাণী বাচক শব্দ বুঝাইলে ‘মঞ্ঞে’ ধাতুযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা :—

আমি তোমাকে গাধার তুল্য বিবেচনা করি না — নাহং তং গদ্ধং মঞ্ঞামি।

আমি তোমাকে গাধার ন্যায় মনে করি — গদ্ধং তুবং মঞ্ঞে।

৯) নমো যোগাদিস্বাদিচ — নমো, সোথি, স্বংগত ইত্যাদি সম্মান সূচক শব্দ যোগেও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা :—

ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার — নমো তস্স ভগবতো।

বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নমস্কার — নমো বুদ্ধায়

তোমার শাস্তি হউক — সোধি তে ।

তোমায় স্বাগতম — স্বাগতং তে ।

তিনি কুমারের প্রতি অঞ্জলীবদ্ধ হইলেন — সো কুমারস্ অঞ্জলিং পগ্গ-
হেসি ।

পঞ্চমী বিভক্তি—(fifth case ending)

১। অপাদানে পঞ্চমী — অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা :—

বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে — বৃক্খস্মা ফলং পততি

রাজা নগর হইতে নিজ্রাস্ত হইয়াছেন — নগরা নিগ্গতো রাজা ।

পাপ হইতে চিন্তকে নিবারণিত করিবে — পাপা চিন্তং নিবারয়ে ।

ছেলেরা মাতা পিতা হইতে অন্নবস্ত্র গ্রহণ করে — দারকা মাতা-পিতাহি
অন্নবস্ত্রং গণ্হন্তি ।

২। ধাতুনামানং উপসর্গ যোগে — কতকগুলি ধাতু ও বিশেষ্য
পদের সহিত কতকগুলি উপসর্গ যুক্ত হইলে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা :—

হিমালয় পর্বত হইতে পাঁচটি মহানদী প্রবাহিত — হীমবন্ত পবাহন্তি
পঞ্চ মহানদিয়ে ।

তিথিকগণ বৃদ্ধ কতৃক পরাজিত — বৃদ্ধম্হা পরাজিতো অত্রোতি তিথিয়া ।

৩। হেতু খে — হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা :

কিসের জন্য তুমি এখানে আসিয়াছ ? — কস্মা হেতুনা ত্বং
ইধাগতো ?

যাহার জন্য তুমি ভীত হইয়াছ — যস্মা ত্বং ভীতুসি ।

৪। অন্ধানকাল নিম্নাণে স্থান কালের পরিধি নির্ধারণ করিতে
পঞ্চমী বিভক্তি হয় । যথা :—

এইখান হইতে চারি যোজন দূরে সংকাশ্য নগর অবস্থিত - ইতো
চতুসো যোজনেসু সঙ্কস্ নগরং অথি ।

গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে নদী প্রবাহিত - গামস্মা কোসমথকে
নদিং পবাহতি ।

ছট্টি বিভক্তি (the six case ending)

১) সামিন্মিৎ ছট্ঠী - স্বামী বা সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা : -
রাজার আদেশ - রঞেঞা সামনং

ভগবান অনাথ পিণ্ডিকের আরামে বাস করিতেন - ভগবা অনাথ
পিণ্ডিকস্ আরামে পটিবসতি ।

ইন্দ্র দেবগণের রাজা - ইন্দো দেবানং রাজা ।

২) নির্ধারণে ছট্ঠী - নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় । যথা : -

গাভীগুলির মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের গাভী অধিক দুগ্ধবতী - কন্থা গাভীং
সম্পন্ন খীরতমা ।

ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ - দেবানং সেটেঠা ইন্দো ।

পশুদের মধ্যে সিংহ অধিক সাহসী - পশুনং সীহো সুরতমো ।

মানুষদের মধ্যে চক্খুআন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ - নরানং চক্খুস্মা সেটেঠা

৩। অনাদরে চ - অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝাইলে অবজ্ঞাত জিনিষের
উপর ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হয় । যথা : -

ছেলেটি রোদন করা সহ্যেও তিনি প্রজ্ঞা গ্রহণ করিলেন - সো
রোদনস্ দারকস্ পবজি ।

লোকটি রুগ্ন হওয়া সহ্যেও রাজা তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলেন - রাজা
গীলনাস্ পুরিসস্ দণ্ডং অদাসি ।

৪। তৃতীয়া সপ্তমীক — তৃতীয়া ও সপ্তমী অর্থে কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা :—

ফুল দ্বারা বুদ্ধকে পূজা কর — পুপ্ফস্ বুদ্ধং পূজ়েতি ।

এই বালিকাটি নাচগানে পটু — অয়ং দারিকা নচ গীতস্ কুসলা ।

৫) সামী, সস্রাধিপতি — দায়াদ — সক্তি — পতিভূ ইত্যাদি শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা :—

বিশ্বিসার কোসলের অধিপতি ছিলেন — বিশ্বিসারো কোসলস্ অধিপতি অহোসি ।

আমি ধর্মের উত্তরাধিকার হইব — অহং ধর্মস্ দায়াদ ভবিস্ সামি ।

এখানে মোকদ্দমার সাক্ষী কে ? — কো এথ অথস্ সক্তি ?

কেহ চোরটির জন্য জামিন হইল না — ন কোচি চোরস্ পটিভূ অহোসি ?

৬। চুতীয়া পঞ্চমীক — দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী অর্থে কখনো কখনো ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা :—

রাজা আমাদের জীবন দানকারী — রাজা অম্হাকং জীবিতস্ দাতা ।

সকলেই মৃত্যু ভয়ে ভীত — সবে ভয়ন্তি মচ্চুনো ।

সপ্তমী বিভক্তি (the seventh case ending)

১। ওকাসে সপ্তমী . ওকাস বা অধিকরণ বারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা :—

অতীতকালে বাণাণিতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করিতেন — অতীতে বাণাণসিং ব্রহ্মদত্তো বজ্জং কারেসি ।

পানীয়া আকাশে উড়িতেছে — আকাশে সকুনা বিচরন্তি ।

সেই সন্ধ্যাবেলে জল কম — তন্মিৎ সরে উদকং মন্দং ।

২) কালে ভাবেসু — কালার্থে বা ভাবার্থ সপ্তমী বিভক্তি হয় ।

যথা : — কালার্থে

তিনি পূর্বাহ্ন সময়ে ভিকার জন্ত গ্রামে প্রবেশ করিলেন — সে পূর্বাহ্ন সময়ে পিণ্ডায় গামং পবিসি ।

অতীতকালে বারাণসিতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব হস্তীকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন — অতীতে বারাণসিয়াং ব্রহ্মদত্তে রজ্জং কারেত্তে বোধিসত্ত্বো হস্তীযোনিয়াং নিব্বত্তি ।

ভাবার্থে — যে ক্রিয়ায় কাল দ্বারা অথবা ক্রিয়ায় কাল নির্ধারিত হয় সেই ক্রিয়া এং ক্রিয়ায় কর্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয় । ইহাকে ভাবে সপ্তমী (locative absolute) বলে । যথা : —

সূর্য উদিত হইলে অন্ধকার দূরীভূত হয় — সুরিয়ো উগ্গচ্ছন্তে অন্ধ-
কারং অন্তরাধায়তে ।

মার পরাজিত হইলে দেবতারা বুদ্ধের স্তুতি করিতে লাগিলেন — পরা-
জিতে মারে দেবতা বুদ্ধসু স্তুতিয়ো করিংসু ।

৩) উপাধারধিক ইস্‌সরবচনে — ‘উপ’ এবং ‘অধি’ উপসর্গ যথাক্রমে
অধিক এবং ঈশ্বর অর্থবাচক হইলে শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয় ।
যথা : —

নিক্ক হইতে কহাপণ অধিক — উপনিক্ক কহাপণ ।

দেবতা হইতে বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ — অধি দেবেসু বুদ্ধো ।

৪। কন্ম, করণে নিমিস্তথেষু সপ্তমী — কর্ম, করণ ও নিমিস্তার্থে
সপ্তমী বিভক্তি হয় । যথা : —

মাতা পুত্রের মস্তক চুষ্মন করিল — মাতা পুত্‌স্‌স মুদ্ধনি চুষ্মি ।

সে ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা করিতেছে — সে ভিক্ষু সংঘে বন্দতি ।

ভিক্ষু পাত্র লইয়া ভিক্ষায় যায় — ভিক্ষু পত্তেসু ভিক্ষায় চরতি ।

মুখের সঙ্গে সহায়তা নাই — নথি বালে সহায়তা

দাঁতের জন্য হস্তী হত্যা করা হয় — দন্তেসু কুঞ্জরো হঞ্‌ঞতে

চর্মের জন্য ব্যাঘ্র হত্যা করা হয় — চম্মেসু দীপি হঞ্‌ঞতে

- ৫। সম্পদানে চ—সম্প্রদান অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—
সংঘকে দান করিলে মহাকল হয় - সংবে দিনং মহাকলং।
- ৬। পঞ্চমাথে চ—পঞ্চমী অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—ভগবান জেত-
বন হইতে চলিয়া যাইতেছেন—জেতবনে অন্তরধায়তি ভগবা।

অমূল্যলীলা - ৫

পালিতে অনুবাদ কর :—

- ক) বৃষ্টি পড়িতেছে। বালকগুলি ঝগড়া করিতেছে। বুদ্ধ কর্তৃক মায়
বিজিত হইয়াছিল। অতীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বিম্বি-
সায় তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্তৃক নিহিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে
অশোক নামে এক রাজা ছিলেন।
- খ) বুদ্ধকে বন্দনা করিবে। দুঃশীল নরকে যায়। তিনি এক বছর যাবৎ
পড়াইতেছেন।
- গ) আমরা পা দ্বারা হাঁটি। কিসের জন্ত বাঁচিয়া থাকিতে চাও? তুমি
কি কারণে আসিয়াছ? রাম পিতার সহিত গমন করিতেছে।
মধু কলম দিয়া লিখে।
- ঘ) ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান কর। বুদ্ধকে পূজা দাও। মাতা-পিতাকে
বন্দনা করিবে। আনি তোমাকে তৃণবৎ জ্ঞান করি। সে পড়িবার
জন্ত বিদ্যালয় যাইতেছে।
- ঙ) ভগবান ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। তুমি হাসিতেছিলে
কেন? রাজা শকট হইতে অবতরণ করিলেন। এইখান হইতে দশ
ক্রোশ দূরে কপিলাবস্ত্র নগর অবস্থিত।
- চ) নদীর তীরে একটি আম গাছ আছে। ছেলে গুলির মধ্যেই রামই অধিক
বুদ্ধিমান। মাতা-পিতা ক্রন্দন করা সত্ত্বেও পুত্রটি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি-
লেন। পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী।
- ছ) বোধি সত্ত্বের জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বাহুতে করিয়া
বালকটিকে লইয়া গেলেন। রাজা মূল্যবান পদার্থে শয়ন করেন।

ষষ্ঠ পাঠ

ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিভক্তি (verb and verbal suffixes)

বাচ্য

বাচ্য তিন প্রকার। যথা—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য।

কর্তৃবাচ্য

- ১। বালক চন্দ্র দেখিতেছে—দারকো চন্দ্রং পস্‌সতি।
- ২। বুদ্ধ ধর্ম' দেশনা করিতেছেন—বুদ্ধো ধর্মং দেসেতি
- ৩। শিকারী মৃগ বধ করিতেছে—লুদ্ধকো মিগং হনতি
- ৪। রাম দুগ্ধ পান করিতেছে—রামো দুগ্ধং পিবতি
- ৫। বালিকাটি জল তুলিতেছে—দারিকা উদকং উদ্ধারেতি।
- ৬। ছাত্র শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে—সিস্‌সো আচরিয়ং পণহং পুচ্চতি
- ৭। হুহিতা দুগ্ধ দোহন করিতেছে—হুহিতা দুগ্ধং হুহতি
- ৮। উপাসিকা ফুল তুলিতেছে—উপাসিকা পুপকং চয়তি
- ৯। দাস কাজ করিতেছে—দাসো কন্মং করোতি
- ১০। তিনি ভাত খাইতেছেন—সো ভত্তং ভুঞ্জতি

কর্মবাচ্য

- ১। বালক কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে—দারকেন চন্দ্রং দিস্‌সতে
- ২। বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম' দেশিত হইতেছে—বুদ্ধেন ধর্মং দেসিয়তে
- ৩। শিকারী কর্তৃক মৃগ বধ হইতেছে—লুদ্ধকেন মিগং হঞঞতে
- ৪। রাম কর্তৃক দুগ্ধ পান করা হইতেছে—রামেন দুগ্ধং পিব্বতে
- ৫। বালিকা কর্তৃক জল তুলিতেছে—দারিকায় উদকং উদ্ধারিয়তে
- ৬। ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—সিস্‌সেন আচ-
রিয়ং পণহং পুচ্চিয়তে

- ৭। উপাসিকা কতৃক ফুল তোলা হইতেছে - উপাসিকায় পুপকং চয়তে
 ৮। দ্রুহিতা কতৃক দ্রুহ দোহন করা হইতেছে - দ্রুহিতায় দ্রুহং দ্রুহয়তে
 ৯। দাস কতৃক কাজ করা হইতেছে - দাসেন কন্মং করিয়তে
 ১০। তাঁহা কতৃক ভাত খাওয়া হইতেছে - তেন ভন্তং ভুঞ্জিয়তে

কর্মবাচ্য ও ভাব বাচ্যের নিয়মাবলী

কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে সাধারণতঃ ধাতুর উত্তর “য” প্রত্যয় হয় এবং পরে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হইয়া ক্রিয়া গঠিত হয়।

১। ব্যঞ্জন বর্ণের পরে ধাতু ‘য’ যুক্ত হইয়া দ্বিৎ হয়।

যথা - $\sqrt{\text{পচ}} + \text{য} + \text{তে} = \text{পচ্চতে}$ (পাক করা), $\sqrt{\text{হন}} + \text{য} + \text{তে} = \text{হঞতে}$ (বধ করা), $\sqrt{\text{বচ}} + \text{য} + \text{তে} = \text{বচ্চতে}$ (বলা), $\sqrt{\text{দিস}} + \text{য} + \text{তে} = \text{দিস্‌সতে}$ (দেখা), $\sqrt{\text{লভ}} + \text{য} + \text{তে} = \text{লব্ভতে}$ (লাভ করা)

কিন্তু বিকল্পে “তন” ও “জন” ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ‘ন’ লোপ পাইয়া আ-কার যুক্ত হয় এবং তারপর “য” প্রত্যয় যোগ করা হয়। যথা - $\sqrt{\text{তন}} + \text{য} + \text{তে} = \text{তায়তে}$ (বিস্তার করা), $\sqrt{\text{জন}} + \text{য} + \text{তে} = \text{জায়তে}$ (জনগ্রহণ করা)

২। আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থানে দীর্ঘ-ঈ-কার হয়।

যথা - $\sqrt{\text{দা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{দীয়তে}$ (দেওয়া), $\sqrt{\text{মা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{মীয়তে}$ (ওজন করা), $\sqrt{\text{ঠা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{ঠীয়তে}$ (দাঁড়ান), $\sqrt{\text{লা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{লীয়তে}$ (লওয়া), $\sqrt{\text{গা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{গীয়তে}$ (গান করা), $\sqrt{\text{হা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{হীয়তে}$ (পরিভ্যাগ করা), $\sqrt{\text{ধা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{ধীয়তে}$ (প্রতি পালন করা), $\sqrt{\text{পা}} + \text{য} + \text{তে} = \text{পীয়তে}$ (পান করা)

৩। হ্রস্ব-ই-কার এবং হ্রস্ব উ-কার স্থানে দীর্ঘস্বর হয়। কিন্তু ঈ-কার এবং ঊ-কারের কোন পরিবর্তন হয় না।

যথা—√জি + য + তে = জীয়েতে (জয় করা), √চি + য + তে = চীয়েতে (চয়ন করা), √সি + য + তে = সীয়েতে (বন্ধন করা), √স্ম + য + তে = স্ময়েতে (শ্রবন করা), √নী + য + তে = নীয়েতে (পরিচালনা করা), √সী + য + তে = সীয়েতে (শয়ন করা), ভূ + য + তে = ভূয়েতে (হওয়া)

৪। বচ, বশ প্রভৃতি ধাতুর ব-কারের স্থানে হ্রস্ব-উকার আদেশ হয় আবার ব-কারের সঙ্গে হ্রস্ব উ-কারও যুক্ত হয়। ব-কারের পর 'য' যুক্ত হইলে 'য়' হয়। যথা—বচ + য + তে = উচ্চতে, বৃচ্চতে (বলা)

বপ + য + তে = উপ্পতে, বৃপ্পতে (বপন করা)

বাস্ + য + তে = উস্পতে, বৃস্পতে (বাস করা)

বহ্ + য + তে = উয়হ্তে, বৃয়হ্তে (প্রবাহিত হওয়া)

৫। 'যজ্' ধাতুর য-কারের স্থানে হ্রস্ব-ই কার আগম হয়। যথা :—
যজ্ + য + তে = ইজ্জতে (পূজা করা)

নিজন্তু ক্রিয়া (causative verb কারিত ক্রিয়া)

কোন ক্রিয়া বা কার্য কর্তা নিজে না করিয়া অন্ত্র দ্বারা করাইলে তাহাকে নিজন্তু বা প্রযোজক ক্রিয়া বলে। নিজন্তু ক্রিয়া সব সময় সক্রম হয়। সাধারণতঃ ধাতুর উত্তর অয় বা আপয় প্রত্যয় যোগ করিয়া নিজন্তু বা কারিত ক্রিয়া গঠিত হয়। অয় এবং আপয় পরিবর্তিত হইয়া যথাক্রমে ই এবং আপ হয়। যথা:

√ভূজ + অয় + তি = ভূজয়তি, ভোজ্যেতি, √গম + অয় + তি = গময়তি, গমেতি, √দা + আপয় + তি = দাপয়তি, দাপেতি

১। “অয়” প্রত্যয় যোগে :—

√পুচ্চ + অয় + তি = পুচ্চয়তি, পুচ্চেতি

√বিদ্ + অয় + তি = বিদয়তি, বেদেতি

২। “আপন্ন” প্রত্যয় যোগে :—

✓ মার্ন + আপন্ন + তি = মার্নাপন্নতি, মার্নেতি

✓ ঠা + আপন্ন + তি = ঠাপন্নতি, ঠাপেতি

ছিদ্ + আপন্ন + তি = ছিদ্নাপন্নতি, ছিদ্নাপেতি

১। শিক্ষক ছাত্রকে হাসাইতেছেন—শিক্ষকো সাবকং হাসাপেতি

২। আমরা তাকে শোয়াইয়াছিলাম—ময়ং তং সায়াপেসিম্‌হা

৩। শিক্ষক ছাত্রকে পুস্তক পাঠ করাইতেছেন—শিক্ষকো সাবকং পোথকং পাঠয়তি

৪। সে তাঁহাকে কাঁদাইতেছে—সো তং রোদাপেতি

৫। পিতা পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন—পিতা পুত্রং বিজ্ঞালয়ং গমায়তি

৬। দেবদত্ত রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করাইয়াছেন—দেবদত্তো রাজা বিম্বিসারং হত্যায়াপেসি

৭। উপাসিকা ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করাইতেছেন—উপাসিকা ভিক্ষুং পিণ্ডং দদায়তি

৮। শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুদের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেছেন—সেটি ভিক্ষুনাং পাসাদং মাপয়তি

৯। তিনি গরীবদের মধ্যে ধন বিতরণ করাইতেছেন—সে দলিদসুং ধনং দাপয়তি।

১০। শিক্ষক তাহার শিষ্যদিগকে বাকরণ বুঝাইয়াছিলেন—শিক্ষকো তসু সাবকে বাকরণং বোজ্ঞাপেসি।

১১। মাতা শিশুকে দুধ পান করাইতেছেন—মাতা শিশুং বীরং পায়তি।

সনস্ত ক্রিয়া (desiderative verb)

কর্তার ইচ্ছা বা আকাংক্ষা বুঝাইতে হইলে সনস্ত ক্রিয়া ব্যবহার

করা হয়। ধাতুর উত্তর থ, ছ, স প্রত্যয় যোগ করিয়া সনন্ত ক্রিয়া গঠিত হয়। সনন্ত ক্রিয়া অভ্যাস হয় এবং প্রয়োজনানুসারে তি, অস্তি প্রভৃতি আখ্যাতিক বিভক্তি যুক্ত হয়।

নিয়মাবলী

- ১। 'থ' 'ছ' 'স' প্রত্যয় পরে থাকিলে একশ্বর বিশিষ্ট ধাতুর আন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বিধ হয়। বিধ হইলে পূর্ব ব্যঞ্জন বর্ণকে অভ্যাস বলে।
- ২। অভ্যাসের দীর্ঘস্বর হয়।
- ৩। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ অভ্যাস হইলে তদস্থানে যথাক্রমে সেই বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ আদেশ হয়।
- ৪। অভ্যাসের 'ক' 'গ' এবং 'হ' স্থানে 'জ' আদেশ হয়।
- ৫। অভ্যাসের 'ক' স্থানে 'চ' আদেশ হয়।
- ৬। অভ্যাসের অন্তস্থিত স্বরবর্ণ স্থানে 'ই' আগম হয়।

১। 'থ' প্রত্যয় যোগে :-

✓ ভুজ + থ = ভুভুক্তি। ✓ দিস + থ = দিদিুক্তি ✓ পচ্ + থ = পিপক্তি।

২। 'ছ' প্রত্যয় যোগে :-

✓ কিত + ছ = চিকিচ্ছতি। ঘস + ছ = ✓ জিঘিচ্ছতি গুপ + ছ = জিগৃচ্ছতি।

৩। স প্রত্যয় যোগে :-

✓ গম্ + স = জিগমিস্তি। ✓ পঠ + স = পিপঠিস্তি।
✓ হন্ + স = জিহ্বাস্তি। ✓ পা + স = পিপাস্তি।

১। আমি ভিক্ষুকে চীবর দান করিতে ইচ্ছা করি - অহং ভিক্ষুঃ চীবরং দিচ্ছামি।

- ২। উপাসক ত্রিপিটক পাঠ করিতে ইচ্ছা করে — উপাসকো ত্রিপিটকং পিপঠিসতি ।
- ৩। পথিক জল পান করিতে ইচ্ছা করিতেছে — পথিকো উদকং পিবাসতি ।
- ৪। ব্যাধ মৃগ বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল — লুদকো মিগং জিঘাসি ।
- ৫। ছাত্রগণ দর্শন পড়িতে ইচ্ছা করিল — সাবকা দস্‌সনং পিপঠিসিংসু ।
- ৬। কেহ মরিতে চায় না — কোচিন মুমুস্‌সতি ।
- ৭। তাহার ধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে — তে ধম্মং সুসুস্‌সতি ।
- ৮। রাধা বিশ্ব জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন — রাজা পটবিং জিগংসি ।
- ৯। দরিদ্রলোক ধন লাভ করিতে ইচ্ছা করে — দলিদ্দ লোকো ধনং লিপ্‌সতি ।

যঙস্ত ক্রিয়া (intensive or frequentative verbs)

ক্রিয়ার পোন:পুনা ও অতিশয় অর্থে যঙস্ত ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। যঙস্ত ক্রিয়ার ধাতুর আद्य ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিধ হয়। যঙস্ত ক্রিয়ার ধাতু অভাস্থ হয়। যথা :—

কম—ক + কম + তি = চঞ্চমতি { walks up and down }

চল—চ + চল্ + তি = চঞ্চলতি { walks to and fro }

গম—গ + গম্ + তি = জঙ্গমতি { goes in a zigzag course }

জল—জ + জল্ + তি = জজ্জলতি { shines very much }

- ১। ভিক্ষু চংক্রমণ করিতেছেন — ভিক্ষু চংকমতি ।
- ২। রাজা উদ্যানে ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছেন — রাজা উয়্যাণে জংগমতি ।
- ৩। বালিকাটি আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিতেছে — দারিকা অংগণে চঞ্চলতি ।
- ৪। আকাশে তারাগুলি পুনঃ পুনঃ আলিতেছে — আকাশে নক্‌খত্তা জজ্জলতি ।
- ৫। আবাসিক ছাত্রটি ব্যাকরণ শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করে — অন্তেবা-সিকো ব্যাকরণং পাপঠতি ।

- ৬। ভোমরা বেশী কথা বল — তুম্‌হে লাল পথ।
 ৭। আজ সূর্য প্রথর কিরণদান করিতেছে—অঙ্ক সুরিয়ো দদলতি
 ৮। শিক্ষক আমাকে বার বার চিঠি লিখিতেছেন— আচরিয়ো মং পন্নানি
 লেলিখতি।
 ৯। তিনি পুনঃ পুনঃ জলপান করিতেছেন—সো উদকং পেপীতি
 ১০। শিঙাট ক্ষুধায় পুনঃ পুনঃ কাঁদতেছিল—সিসু খুদায় রোরুদতি
 ১১। দেবদত্ত বিহারে এদিক ওদিক ছুট'ছুটি করিতেছেন দেবদত্তো বিহারে
 চঞ্চলতি
 ১২। আমরা বার বার ত্রিপিটক পড়ি - ময়ং ত্রিপিটকং পাপঠম।

নিয়মাবলী - rules

- ১। যঙস্ত ক্রিয়ায় ন-কারান্ত, ম-কারান্ত ও ল-কারান্ত ধাতুর অভ্যাসের
 অন্তে অনুস্বার (ং) আগম হয়। অনুস্বারের পর যেই বর্ণের বর্ণ থাকে,
 অনুস্বারের স্থানে সেই বর্ণের পঞ্চম বর্ণ হয় এবং অভ্যাস বর্ণ 'ক' এর
 স্থানে 'চ' এবং 'গ' এর স্থানে 'জ' আদেশ হয়। অভ্যাসে মহা-
 প্রাণ বর্ণ, অল্প প্রাণ বর্ণ হয়।

বিকল্পে অভ্যাসের পর অনুস্বার আগম হয় না, কিন্তু অভ্যাসের পরবর্তী
 বর্ণটি দ্বিধ হয়।

- ২। অভ্যাসে অন্ত্যস্বরবর্ণ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ 'অ' স্থানে 'আ', ই, ঐ, স্থানে
 'এ' এবং উ ঊ স্থানে 'ঊ' আদেশ হয়।
 ৩। অভ্যাসে অন্ত্য আ-কার স্থানে 'এ'-কার আদেশ হয় এবং ধাতুর আ-
 কারের স্থানে দীর্ঘ ঐ-কার আদেশ হয়।

নাম ধাতু (denominative verb or nominal verb)

নামপদ বা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের উত্তর আয়, অয়, ঈয় এবং আপে প্রভৃতি

প্রত্যয় যুক্ত হইয়া কতকগুলি ক্রিয়া গঠিত হয়। তাহাদিগকে নাম ধাতু বলে।
আচরণ করা, ইচ্ছা বা কামনা করা ইত্যাদি অর্থে নাম ধাতু ব্যবহৃত হয়।

নাম পদের উত্তর বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয় বলিয়া ইহা-
দিগকে nominal verb বলে। যথা :—

- ১। শিক্ষক ছাত্রকে পুত্রের ন্যায় আচরণ করে—শিক্ষকো সাবকং পুত্রীয়তি
- ২। মুখবান্ধিও পণ্ডিতের ন্যায় আচরণ করে—বালোপি পণ্ডিতায়তি
- ৩। গৃহপতি তাহার চাকরকে বন্ধুর স্থায় আচরণ করে—গৃহপতি তস্মৈ
দাসং সখীয়তি
- ৪। সুপুত্র নিজের বংশকে শিক্ত করে—কুলপুত্রো অহনো কুলং বিশ্বদ্বায়তি
- ৫। ছাত্র শিক্ষককে পিতার স্থায় আচরণ করে—সাবকো শিক্ষং পিতায়তি
- ৬। গ্রামবাসীরা তাহাদের নেতাকে রাজার ন্যায় আচরণ করে—গ্রামবাসী
তস্মৈ নেতানং রাজীয়তি
- ৭। দরিদ্র লোকেরা ধন লাভ করিতে ইচ্ছা করে—দলিদা ধনীয়াতি
- ৮। ভিক্ষু উপাসকদের নিকট হইতে চীবর পাইতে ইচ্ছা করেন—ভিক্ষু
উপাসকানং চীবরীয়তি
- ৯। হুঃশীল পুত্রগণ মাতাপিতাদিগকে হুঃখ দেয় হুঃশীলা পুত্রা মাতাপিতরং
হুঃখাপেতি
- ১০। নগরের প্রাচীরটি পর্বতের কাজ করে—নগরাপাচীরং পর্বতায়তি
- ১১। ভিক্ষুরা সকল জীবের মৈত্রী কামনা করে—ভিক্ষু সৰ্বৈ সন্তানং
মৈত্রীয়ন্তি
- ১২। ছেলেটি হৃদকে সমুদ্র মনে করে—দারকো মদং সমুদ্রায়তি

নিয়মাবলী (rules)

- ১। আয় প্রত্যয় যোগে—আচরণ অর্থে কতৃবাচক দ্বিতীয়াস্তে উপমান
পদের উত্তর 'আয়' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—

নাম ধাতু

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ :

পবত - পবত + আর + তি = পবতায়তি (নিজেকে পবতের ন্যায় আচরণ করে) ।

পুষ - পুষ + আর + তি = পুষায়তি (নিজেকে পুষের ন্যায় আচরণ করে)

ইন্দ - ইন্দ + আর + তি = ইন্দায়তি (নিজেকে ইন্দের ন্যায় আচরণ করে)

সমুদ - সমুদ + আর + তি = সমুদায়তি (নিজেকে সমুদ্রের ন্যায় আচরণ করে)

ধুম - ধুম + আর + তি = ধুমায়তি (নিজেই ধূমপান করে)

মুস্ত - মুস্ত + আর + তি = মুস্তায়তি (নিজেই প্রস্রাব করে)

২। ঈয় প্রত্যয় যোগে → আচরণ অর্থে কর্মকারকে উপমান পদের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা : -

হস্ত - হস্ত + ঈয় + তি = হস্তীয়তি (হাতার ন্যায় আচরণ করে)

পুস্ত - পুস্ত + ঈয় + তি = পুস্তীয়তি (পুত্রের ন্যায় আচরণ করে)

উদক - উদক + ঈয় + তি = উদকীয়তি (জলের ন্যায় আচরণ করে)

রাজা - রাজা + ঈয় + তি = রাজীয়তি (রাজার ন্যায় আচরণ করে)

৩। নিভের ইচ্ছা বুঝাইলে কর্মবাচক শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা : -

পতি - পতি + ঈয় + তি = পতীয়তি (নিজের স্বামীর কামনা করে)

পুত্র - পুত্র + ঈয় + তি = পুত্রীয়তি (পুত্রের কামনা করে)

চীবর - চীবর + ঈয় + তি = চীবরীয়তি (চীবরের কামনা করে)

ধন - ধন + ঈয় + তি = ধনীয়তি (ধনের কামনা করে)

৪। আপে প্রত্যয় যোগে -

হৃক্ধ - হৃক্ধ + আপে + তি = হৃক্ধাপেতি

স্বধ - স্বধ + আপে + তি = স্বধাপেতি

উন্থ - উন্থ + আপে + তি = উন্থাপেতি

অল্পশীলনী - ৬

- ১। বাচ্য কাহাকে বলে ? কত প্রকার ও কি কি উদাহরণ সহ বুঝাইয়া দাও।
- ২। নিষিদ্ধ ক্রিয়া কাহাকে বলে ? উহা কিভাবে গঠিত হয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ৩। সনস্কৃত ক্রিয়া কাহাকে বলে ? উহা কিভাবে গঠিত হয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
- ৪। যঙস্কৃত ক্রিয়া কাহাকে বলে ? উহা কিভাবে গঠিত হয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

ਸਭਿਅ ਜਾਣ

অসমাপিকা ক্রিয়া (Incomplete verb)

যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না পাইয়া অল্প ক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

অসমাপিকা ক্ৰিয়া দুই প্ৰকাৰ। যথা :- Gerund ও Infinitive

১। Gerund - ধাতুর উত্তর স্বা, স্বান, তুন এবং য প্রত্যয় যোগ করিয়া Gerund গঠিত হয়।

ক) স্বা প্রত্যয় যোগে :—গম=গম্ভা, পচ=পচিভা, দা=দভা ।

খ) স্থান প্রত্যয় যোগে :- কর = কস্থান, গম = গন্থান, দা = দস্থান ।

গ) য প্রত্যয় যোগে :- কম = কন্ম, গম = গন্ম, ভুজ = ভুজ্জেয়া।

ঘ) তুন প্রত্যয় যোগে :- কর = কাঁতুন, দা = দাতুন।

২। Infinitive-ধাতুর উত্তর তুন, তাবে, তুয়ে ইত্যাদি যুক্ত হইয়া
পালিতে Infinitive গঠিত হয়।

ক ভূং প্রত্যয় যোগে :—পচ=পচিতুং, দা=দাতুং, স্তু=সোতুং ।

খ) তবে, তুয়ে প্রত্যয় যোগে দা = দাতবে, পহ - পহাতবে, মন্ন = মন্নিতুয়ে

১। আমরা দেওয়া লে দড়ি দেখিয়া পাঠশালার যাইব—ময়ং পাচীরে দিবা
 বটিকং পসিসহা বিজ্ঞানয়ং গম্ভিসাম।

২। বাড়ী আসিয়া আমি তাকে দেখিলাম— ধরং আগন্ডা অহং তং
পসিসং।

৩। ভদ্রলোক চশমা ব্যতীত বই পড়িতে পারে না—সুভদ্রকো উনেজেন
বিনা পোথকং পঠিতং ন সঙ্কোতি।

৪। সে ঘরে আসিরা আমাকে দেখিয়া পাঠশালায় চলিয়া গেল—সো
 ঘরং আগনুখা মং পসিসুখা বিজ্ঞালয়ং গচ্ছি।

- ৫। চাকরেরা ভাত খাইয়া চলিয়া গেল — দাসী চা খাদিষা
গচ্ছিসু।
- ৬। আমি বাড়ীতে গিয়া কাজ করিব — অহং গেই গদা কন্য়
করিসুসামি।
- ৭। সে বনে গিয়া গাছ কাটিয়া ফিরিয়া আসিল — সো গদা কক্খং
ছিন্দিষা পচ্ছাগমি।
- ৮। তুমি বাড়ীতে গিয়া গাভীগুলি দেখ — ষা
পসুসসি।
- ৯। রোগী দেখিয়া ডাক্তার শহরে গেলেন — মো
নগরং গচ্ছি।
- ১০। অলস লোকেরা কাজ করিতে ইচ্ছা করে না —
ন ইচ্ছন্তি।
- ১১। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে — সো •
ইচ্ছসি।
- ১২। ছেলেগুলি ফুল চয়ন করিতে আসিয়াছিল — দারকা
ং চয়িতুং
আগচ্ছিসু।
- ১৩। পরিব্রাজকটি বুদ্ধকে বন্দনা করিতে চায় — পরিব্রাজকে
কং বন্দিতুং
ইচ্ছতি।
- ১৪। তাহারা নদীতে স্নান করিতে গেল — তে
নাহাতুং
গচ্ছিসু।
- ১৫। আমি তাহাকে স্কুলে যাইতে দেখিলাম — অহং
বিজ্জালয়ং
গন্তং পসুসিং।
- ১৬। আমরা তাহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি — ময়ং তং পসুসিতুকামা।
- ১৭। তিনি এখানে গান করিতে আসিবেন — সো ইধং গীতুং আগচ্ছিসুসতি
- ১৮। অশোক তাহার প্রজাদিগকে শাসন করিতে তৎকালীয় গিয়াছিলেন —
অসোকো তসুস পজানং সাসিতুং তক্খসিলায়ং গচ্ছি।

- ১৯। উপাসক ফুল চরন করিতে ইচ্ছা করেন — উপাসকো পুপফং
চেতুং ইচ্ছতি ।
- ২০। রাজা আসিয়া পৃথিবী জয় করিতে যাইবেন — রাজা আগচ্ছিষ্য
পঠবীং জয়িতুং গচ্ছিস্‌সতি ।
- ২১। ছুঁই বালকেরা স্কুলে যাইতে চায় না — বাল দারকা বিজ্জালয়ং গচ্ছিতুং
ন ইচ্ছন্তি ।

অনুশীলনী - ৭

- ১। অসমাপিকা ক্রিয়া কাহাকে বলে ? কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণ
দ্বারা বুঝাইয়া দাও ।
- ২। Gerund ও Infinitive কিভাবে গঠিত হয় ?

অষ্টম পাঠ

ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (participles)

Verb এর কোন রূপ যখন এক সঙ্গে verb (ক্রিয়া) এবং adjective (বিশেষণ) এর কাজ সম্পন্ন করে তখন ইহাকে participle বা ক্রিয়া বাচক বিশেষণ বলে।

ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর অন্ত, মান, ত, তব্ব, অনীয়, য ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বা participle গঠিত হয়। ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (participle) বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাজেই ক্রিয়া বাচক বিশেষণ যেই বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের গুণ প্রকাশ করে, সেই বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যেই বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ হবে ক্রিয়া বাচক বিশেষণেরও সেই বিভক্তি, বচন ও লিঙ্গ হবে।

ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (participle) তিন প্রকার। যথা :—

১। বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (present participle)

২। অতীত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (past participle)

৩। ভবিষ্যৎ ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (future participle)

১। বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (present participle) — বর্তমান কাল বুঝাইলে ধাতু (root) অথবা প্রাতিপদিকের (base) সঙ্গে মান, অন্ত ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করিয়া বর্তমান ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (present participle) গঠিত হয়। যথা :— পঠ + মান = পঠমান। পঠ + অন্ত = পঠন্ত।

বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ আবার দুই প্রকার। যথা :— বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ active এবং বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ passive ক) বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ active — অন্ত, অং প্রত্যয় যোগে।

পচ + অন্ত = পচন্ত।

গম + অন্ত = গচ্ছন্ত।

পচ + অং = পচং।

গম + অং = গচ্ছং।

খ) বর্তমান ক্রিয়া বাচক বিশেষণ passive — মান, আন, প্রত্যয় যোগে।

পচ+মান=পচমান।

চর+মান=চরমান।

পচ+আন=পচান।

চর+আন=চরান।

২। অতীত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (past participle) — অতীতকাল বুঝাইলে ক্রিয়ার ধাতুর (root) বা প্রাতিপদিকের (base) সঙ্গে ত, তবন্ত, তাবী ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করিয়া অতীত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ গঠিত হয়।

অতীত ক্রিয়া বাচক বিশেষণ দুই প্রকার :—ক) past participle active

খ) past participle passive।

ক) past participle active — ত, তবন্ত, তাবী প্রত্যয় যোগে।

জি+ত=জিত। জি+তবন্ত=জিতব। (তবন্ত স্থানে তবা আদেশ)

জি+তাবী=জিতাবী।

গী+ত=গীত, গী+তবন্ত=গীতব। (তবন্ত স্থানে তবা আদেশ)

গীত+তাবী=গীতাবী।

খ) past participle passive — ত, ন, প্রত্যয় যোগে।

ঞা+ত=ঞাত। পা+ত=পীত। দা+ত=ঠিত।

ছিদ+ত=ছিদ্র। ভিদ+ত=ভিদ্র।

৩। ভবিষ্যৎ ক্রিয়া বাচক বিশেষণ (future participle বা (future passive participle)

উচিত অর্থে ভবিষ্যৎকাল বুঝাইলে কর্মবাচ্যে ও ভাষবাচ্যে ক্রিয়ার ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে তব, অনীয়, য প্রত্যয় যোগ করিয়া ভবিষ্যৎ ক্রিয়া বাচক বিশেষণ বা (future participle বা future passive participle) গঠিত হয়। যথা :—

গম+তব=গমতব। পচ+তব=পচিতব। দা+তব=দাতব।

পূজ+অনীয়=পূজনীয়। পচ+অনীয়=পচনীয়। গম+অনীয়=

গমনীয়। ভূজ+য=ভোজ্য। পা+য=পেয়া। দা+য=দেয়া।

- ১। আমি ঐন্দ্রনরত লোকটিকে দেখিলাম — অহং রোদন্তং নরং পস্‌সি।
- ২। রাম দাঁড়াইয়াই কাদিতেছিল — রামো রোদমানা ব অট্‌ঠাসি।
- ৩। তুমি কাহার ভয়ে ভীত ? - কস্‌স বঃ ভীতেসি ?
- ৪। আমার দ্বারা এই কাজটি করা হইয়াছে — ময়া কতঃ ইমং কস্মৎ
- ৫। আমাদের ধর্ম শ্রবণ করা উচিত — অন্‌হেহি ধম্মং সোতস্বং
- ৬। তাকে বাড়ী যাইতে হইবে — তেন গেহং গন্তব্বং
- ৭। সে (স্ত্রী) কর্মরত সেই বালকটিকে চিনে — সা কস্মৎ করোন্তং তং দারকং জানাতি।
- ৮। বালিকা ভীত হইয়া বন হইতে বাড়ীতে আসিয়াছে — দারিকা ভীতা হ্‌বা বনস্মা গেহং আগতা
- ৯। আমি কর্তৃক ভাত রান্না করা হইয়াছে — ময়া ভন্তং পচিতং।
- ১০। সেই ছবিটি দেখার যোগ্য — তং রূপং পস্‌সিতব্বং।
- ১১। আমি রাস্তায় লোকটিকে যাইতে দেখিয়াছি — অহং মগ্‌গে গচ্ছন্তং নরং পস্‌সিং।

ভাবে প্রাযাগ বিশি Genitive and locative absolute)

ভাবে সম্বন্ধ (genitive absolute) — আশ্রিত বাক্যের (dependant sentence) কর্তা ও ক্রিয়া বস্তু বিভক্তিতে ব্যবহার হইলে এইরূপ বাক্য গঠনকে পালিতে ভাবে (ক্রিয়ার) সম্বন্ধ বলে।

ভাবে অধিকরণ (locative absolute) — আশ্রিত বাক্যের কর্তা ও ক্রিয়া সপ্তমী বিভক্তিতে ব্যবহার হইলে এইরূপ বাক্য গঠনকে ভাবে (ক্রিয়ার) অধিকরণ বলে।

আশ্রিত বাক্য (dependant sentence) — একটি বাক্যের কর্তার ক্রিয়ার কার্য অণু একটি বাক্যের কর্তার ক্রিয়ার কার্যের উপর নির্ভর করিলে ঐ নির্ভরশীল ক্রিয়ার বাক্যকে আশ্রিত বাক্য বলে।

- ১। যখন লোকটি এইরূপ কথা বলিতেছিল, তখন আমার অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইলে — (ক) পুরিসসস্‌স এবং কথেন্তস্‌স মহন্তী বেদনা

মে উপপজ্জি। (genetive adsolute) (খ) পুরিসে এবং কথেষ্টে
মহন্তী বেদনা মে উপপজ্জি। (locative adsolute)

২। যদি সে ক্ষেত্রে কাজ করে তাহা হইলে আমি যাইব।

(ক) তস্মি খেষ্টে কস্মং করোন্তস্ম অহং গমিস্সামি।

(খ) তস্মিং খেষ্টে কস্মং করোন্তে অহং গমিস্সামি।

৩। সূর্য উঠিলে তিনি চলিয়া গেলেন—ক) সুরিয়স্ম উগ্গতস্ম সো পক্কামি

(খ) সুরিয়ে উগ্গতে সো পক্কামি।

৪। ভাত পাক করা হইলে আমি তাহাকে স্কুলে যাইতে বলিয়া ছিলাম—

(ক) ভন্তস্ম পচিতস্ম অহং তং বিজ্জালয়ং গন্তং বদিং।

(খ) ভন্তে পচিত্তে অহং তং বিজ্জালয়ং গন্তং বদিং।

৫। সূর্য অন্ত গেল পাখিরা বাসায় চলিয়া গেল—ক) সুরিয়স্ম অন্তস্ম

সকুনা কুলায় পক্কিংসু।

(খ) সুরিয়ে অন্তে সকুনা কুলায় পক্কিংসু।

অনুশীলনী-৮

১। ক্রিয়া বাচক বিশেষণ কাহাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি?
প্রত্যেকটির একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

২। ক্রিয়াবাচক বিশেষণ কি ভাবে গঠিত হয়?

৩। ভাবে সম্বন্ধ ও ভাবে অধিকরণ বলিতে কি বুঝ? প্রত্যেকটির একটি
করিয়া বাক্যের প্রয়োগ দেখাও।

নবম পাঠ

সর্বস্বাম

- ১। এই সকল লতার ফুলগুলি লাল—ইয়াসানং লতানং পুষ্পানি
লোহিতানি।
- ২। ঐ সকল গাছের ফলগুলি মিষ্ট - অমুস্মানং রুক্ষানং ফলানি মধুরানি
- ৩। ঐ জ্বীলোকটির এই ভাই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি—অমুস্মা নারিয়া অয়ং
ভাতা পণ্ডিতো।
- ৪। এই শিক্ষক ঐ ছাত্র গুলি হইতে সেই বইটি পাইয়াছে - অয়ং শিক্ষকো
অমুহি সাবকেহি অহং পোথকং পাপুনি।
- ৫। এই মাটিতে বৃক্ষ জন্মে না - অয়ং ভূমিয়ং রুক্ষো ন জায়তি।
- ৬। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিনয়ী - অমুস্ম বিজ্জলয়স্ম সাবকা নিবাত
ভবন্তি।
- ৭। আমরা এই বালিকাটি ও সেই বালিকাটি চিনি - ময়ং ইয়ং দারিকং চ
অমুং দারিকং জানাম।
- ৮। তোমরা কাহাকে চাও ? তুমহে কং ইচ্ছথ ?
- ৯। উহা কি ? অহং কিং ?
- ১০। বালিকারা কারা ? দারিকায়ো কারো ?
- ১১। ইহা কি ? ইদং কিং ?
- ১২। যে সকল লোক পণ্ডিত তাহারা সম্মানিত—যে পুয়িসা পণ্ডিতা
তে সম্মানিতা।
- ১৩। যে মেয়ে লোকটি এখানে আসিয়াছিল আমি তাহাকে চিনি - যা
দারিকা ইধ আগতা, অহং তং জানি।
- ১৪। সেই বালক যেখানে বসিয়াছে তাহাকে দেখ - যো দারকো তথ নিসী-
দতি, তং পস্ম।

- ১৫। যে এখানে আসে সে ইহা আমাকে বলে—যো ঈধ আগচ্ছতি সো
মং ঈদং বদতি ।
- ১৬। সে পরের দিন যাইবে—সো পরং দিবসং গমিস্সতি ।
- ১৭। বৈশাখ মাসের পূর্বে এই যুবকের বিবাহ হইবে—বৈশাখ মাসস্
পূর্বে ইমস্ যুবস্ বিবাহো ভবিস্সতি ।
- ১৮। সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়—সুরিষো পূবায় দিসায় উগ্গচ্ছতি ।
- ১৯। সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়—সুরিয়ো পশ্চিমায় দিসায় অস্তংযাতি
- ২০। তোমার কয়টি পুত্র আছে ?—কতি তে পুত্রো ?
- ২১। যতটি ফল তুমি লইতে চাও ততটি লও—যতি ফলানি তং ইচ্ছসি
ততি গণহ ।
- ২২। কেহ কেহ এই কাজটি করে—একে ইমং কস্মং করোন্তি ।
- ২৩। তিনটি বালক ও চারিটি বালিকা স্কুলে পড়িতে যাইবে—তয়ো
দারকা চ চতস্সা দারিকায়ো বিজ্জালয়ং পঠিতুং গমিস্সন্তি ।
- ২৪। আমরা চৌদ্দটি ফুল দেখিয়া ছিলাম—ময়ং চতুদস পুপ্ফানি
পস্সিমহা ।
- ২৫। সে তাহার দুই হাত দ্বারা কাজ করিল—সো তস্ দ্বীহি যথেষি
কস্মং অকাসি ।

অনুশীলনী—২

- ১। এই বালকটি ঐ বালিকা গুলির ভাই ২। এই পাকা আম গুলি ঐ
বালিকাটিকে দাও ৩। সেই বালিকাটি কে ? ৪। এই কুকুরটি
কাহার ? ৫। ইহার অর্থ কি ? ৬। এই বইটি যাহার, আমি
তাহাকে দিব ৭। সমস্ত ছেলেরা আসুক ৮। তোমার কয়টি
গরু (COW) আছে ৯। তোমার নাম কি ?